BANGLA POST Year: 21 ◆ Issue: 1029 ◆ Friday 27 September - Thursday 03 October 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

মধ্যপ্রাচ্যে যেভাবে হিজবুল্লাহর উত্থান, এ বাহিনী কতটা শক্তিশালী?

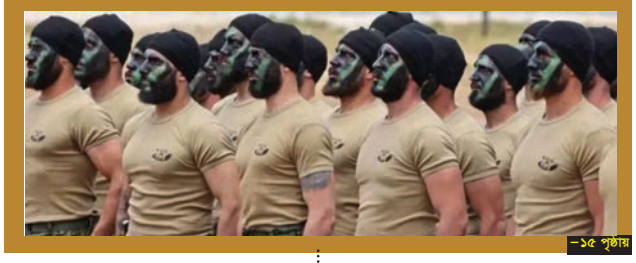

--১৫ পৃষ্ঠায়

বেনিফিট জালিয়াতি রোধে কঠোর হচ্ছে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন বেনিফিট পেমেন্ট আইনে জালিয়াতি বন্ধে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চেক করতে পারবে কর্মকর্তারা।

জালিয়াতি, ত্রুটি এবং ঋণ বিলের লক্ষ্য হল লোকেদের বেআইনি ভাবে অতিরিক্ত দাবি বন্ধ করা, যে আগামী পাঁচ বছরে সরকারের ১ বিলিয়ন পাউন্ড সাশ্রয় হবে।

জালিয়াতদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চেক করার অনুমতি দিয়ে সরকার জালিয়াতদের দমন করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

একটি তথাকথিত "সুপারস চার্টার" যা মূলত টোরি সরকার দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল, পরবর্তী পাঁচ বছরে সম্ভাব্য কেলেঙ্কারিতে ১ বিলিয়ন পাউন্ড সাশ্রয়ের প্রয়াসে লেবার দ্বারা পুনরায় প্রবর্তন করা হবে।

মঙ্গলবার লেবার পার্টি কনফারেন্সে তার বক্তৃতায়, প্রধানমন্ত্রী স্যার কেয়ার স্টারমার বলেন যে "কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জন্য সমর্থন বজায় রাখতে" তাকে "বেনিফিট জালিয়াতি বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে"। একই দিনে সরকার কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চেক করার প্রস্তাবের রূপরেখা

দিয়ে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

যাইহোক,অনেকে এই প্রস্তাবের নিন্দা করেছেন, তাদের গোপনীয়তার আক্রমণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, অন্যরা বলছেন যে অনেকগুলি দাবি "ভুলবশত করা হয়েছে"।

এটা কি?

জালিয়াতি, ত্রুটি এবং ঋণ বিল হল সুবিধা জালিয়াতি দমন করার জন্য সরকারের পরিকল্পনা।

এটি মূলত ডিপার্টমেন্ট ফর ওয়ার্ক অ্যান্ড পেনশন কে স্ক্যামারদের দ্রুত ধরার জন্য এবং "গ্রাহকদের তাড়াতাড়ি ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আটকাতে" আরও ক্ষমতা দেয়।

সরকার বেনিফিট জালিয়াতির ফলে প্রতি বছর করদাতাদের ১০ বিলিয়ন পাউন্ড খরচ বলে তা মোকাবেলা করার জন্য ব্যবস্থা চালু করছে।

এটা কিভাবে কাজ করবে?

কর্মকর্তাদের নতুন ক্ষমতাগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ডেটা ভাগ করার অনুমতি দেওয়া যা "সম্ভাব্য সুবিধার অতিরিক্ত অর্থপ্রদানের ইঙ্গিত দেখাতে পারে" - এমন কিছু যা গোপনীয়তা প্রচারকারীরা উদ্বিগ্ন।

অন্যান্য ক্ষমতা কর্মকর্তাদের করদাতাদের প্রতারণাকারী অপরাধী চক্রের তদন্তের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ নিতে দেবে।

সরকার বলেছে যে নতুন বিলে দুর্বল দাবিদারদের সুরক্ষার জন্য বর্ধিত ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যখন সরকার দাবিদারদের কাছ থেকে ঋণ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে যারা অর্থ ফেরত দিতে পারে কিন্তু তা করা এড়িয়ে গেছে।

সরকার জোর দিয়ে বলে যে লোকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কর্মকর্তাদের সরাসরি অ্যাক্সেস থাকবে না এবংকর্মকর্তা দ্বারা --১৬ পৃষ্ঠায়

বিমানবন্দরে রেমিট্যান্স যোদ্ধারা ভিআইপি সুবিধা পাবেন

পোস্ট ডেস্ক: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, দেশের বিমানবন্দরে সেবার মান উন্নয়ন ইতিমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। আরেকটি সেবা আমরা চালু করতে যাচ্ছি- বিমানবন্দরে রেমিট্যান্স যোদ্ধারা দেশে আসলে ভিআইপি সেবা পাবেন। একজন ভিআইপি এয়ারপোর্টে যেসব সুবিধা পান, লাউঞ্জ ব্যবহার ছাড়া আমরা সব সুবিধাই তাদের দেবো। গতকাল রাজধানীর ইস্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সমসাময়িক বিষয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রুহুল আমিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আসিফ নজরুল বলেন, একজন ভিআইপি যখন এয়ারপোর্টে যান তখন তার লাগেজ নিয়ে একজন সঙ্গে থাকেন, চেক-ইন করার সময় সঙ্গে একজন থাকেন, ইমিগ্রেশন করার সময় পাশে একজন থাকেন। প্রাথমিকভাবে আমরা মধ্যপ্রাচ্যের কর্মীদের টার্গেট করেছি। ইউরোপের কর্মীদের পরে করবো। প্রথম স্তরে --১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন

পোস্ট ডেস্ক: বাংলাদেশ সরকারকে 'পূর্ণ সমর্থন' জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বৈঠকে ড. ইউনূস বিগত সরকারের আমলে সকল ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের সাহসী ভূমিকা ও বাংলাদেশ পুনর্গঠনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা জো বাইডেনকে জানান। এসময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন যেকোনো সাহায্যে বাংলাদেশ সরকারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

ড. ইউনূস বলেন, দেশ পুনর্গঠনে তার সরকারকে অবশ্যই সফল হতে হবে। শিক্ষার্থীরা যদি দেশের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, তাহলে তাদেরও (যুক্তরাষ্ট্র সরকার) পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত।

এসময় তিনি জুলাই বিপ্লব চলাকালীন ও এরপরে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আঁকা দেয়ালচিত্রের ছবি-সংবলিত 'দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ' শীর্ষক আর্টবুক জো বাইডেনকে উপহার দেন।

জাস্টিন ট্রুডোকে 'দ্য আর্ট অফ ট্রায়াম্ফ' উপহার দিলেন ড. ইউনূস

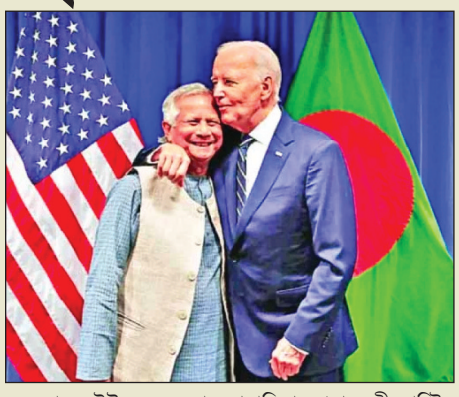

ড. মুহাম্মদ ইউনূস মঙ্গলবার কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে বাংলাদেশে গত জুলাই-আগস্ট মাসে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানী ঢাকার দেয়ালে শিক্ষার্থীদের আঁকা বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময় গ্রাফিতি চিত্রের একটি সংকলন 'দ্য আর্ট অফ ট্রায়াম্ফ' উপহার দিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, ড. মুহাম্মদ ইউনূস নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্ট বইটি হস্তান্তর করেন। বইটিতে জুলাই-অগাস্ট মাসে ছাত্রদের নেতৃত্বে --১৬ পৃষ্ঠায়

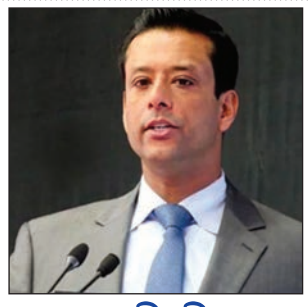

আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে সংস্কার বা নির্বাচন অসম্ভব: জয়

পোস্ট ডেস্ক: বাংলাদেশে আগামী দেড় বছরের মধ্যে নির্বাচন হওয়া উচিত বলে সেনাপ্রধান যে মন্তব্য করেছেন, তাতে সন্তোষ প্রকাশ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র ও উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, তার দল আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে কার্যকর কোনো সংস্কার বা নির্বাচন করা অসম্ভব।নির্বাচন আয়োজনের সময় আরও আগেই প্রত্যাশিত ছিল বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন।

রক্তক্ষয়ী ছাত্র বিক্ষোভের সময় শেখ হাসিনাকে রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান অস্বীকৃতি জানানোর --১৬ পৃষ্ঠায়

সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি ফেরত পাঠাতে বৃটিশ এমপি'র চিঠি

পোস্ট ডেস্ক: বাংলাদেশে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বৃটেনে থাকা সকল সহায়-সম্পত্তি জব্দ করে

১০ লাখ মৌসুমী শ্রমিক নেবে দক্ষিণ কোরিয়া

পোস্ট ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ায় ডিসেম্বর-জানুয়ারি এই দুই মাস তাপমাত্রা মাইনাসে নেমে আসে। এই দুই মাসের আগে-পিছে ফেব্রুয়ারি ও নভেম্বর মাস গড় তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকে। বাকি ৮ মাস শীত-গ্রীষ্ম মিলিয়ে তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপর থেকে ওঠানামা করে। অর্থাৎ এই আট মাস দক্ষিণ কোরিয়াতে বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করতে পারবে। দেশটিতে ১০ লাখ শ্রমিক প্রয়োজন। এ কারণে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেদেশে বিদেশ থেকে মৌসুমী শ্রমিক বা খণ্ডকালীন কর্মী কাজ করবে। মৌসুমী বলতে মার্চ মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই আট মাস একজন শ্রমিক কাজ করবে। --১৬ পৃষ্ঠায়

বিশ্বনাথ আলিয়া মাদ্রাসা রক্ষায় লন্ডনে হাইকমিশনে স্মারকলিপি পেশ

সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলা সদরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'বিশ্বনাথ দারুল উলুম ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা'য় শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্টকারী ও শিক্ষক অপদস্তকারী দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের আহবান জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় ও বিশ্বনাথের প্রশাসনের কাছে যুক্তরাজ্যস্থ হাইকমিশনের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার দুপুরে লন্ডন হাইকমিশনে হাইকমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিমের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করেন প্রবাসী বিশ্বনাথবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সেন্টার পেট্রন আলহাজ্ব মানিক মিয়া, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সভাপতি আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত বাদশা, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন সেলিম , লন্ডন মহানগর বিএনপির সহ সভাপতিত আকলুছ মিয়া, কমিউনিটি নেতা নাসির আহমদ, লুৎফুর রহমান।

স্মারকলিপিতে বলা হয় বৃহত্তর সিলেটের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মরহুম আল্লামা ইসহাক আহমদ (রহ.)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং এলাকাবাসীর সর্বাত্মক সহযোগিতায় ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপজেলা সদরে (বর্তমান পৌরসভার) পুরানবাজারে ১৯৬০ সালে 'বিশ্বনাথ দারুল উলুম ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা' স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বর্তমানে দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি মাদরাসাটি আইনানুগভাবে একাডেমিক ও পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশ ও এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ নু'মান আহমদ পারিবারিক অসুবিধার কারণে গত ২৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ থেকে ছুটিতে। তার এ অনুপস্থিতির সময়ে জুলাই ও আগস্ট মাসে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সুযোগে পূর্ব থেকে উৎ পেতে থাকা কতিপয় চিহ্নিত দুষ্কৃতিকারী পরিকল্পিতভাবে সাবেক ও বর্তমান কিছু শিক্ষার্থী ও স্বার্থান্বেষীরা অভিভাবকদের বিভ্রান্ত করে এলাকাবাসীর নামে গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ রবিবার সকালে মাদরাসা ঘেরাও করে। এসময় তারা মাদ্রাসার স্ব-নামধন্য অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ নু'মান আহমদসহ মাদ্রাসা ও মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে উদ্দ্যেশেমূলক ভাবে নানারূপ মিথ্যা অপবাদ, অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করে অধ্যক্ষের 'পদত্যাগ'চায়। তারা সশস্ত্র অবস্থায় জোরপূর্বক মাদ্রাসায় ঢুকে অবকাঠামো ভাঙচুর ও আসবাবপত্র তছনছ করে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে তখন ছুটিতে থাকলেও বাধ্য হয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় মাদরাসার উপধ্যক্ষের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের একটি পত্র দেন। কিন্তু তারা দুষ্কৃতিকারীরা এটি গ্রহণ না করে তার অন্যায়ভাবে 'পদত্যাগ'-এর দাবিতে মাদরাসা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিশৃঙ্খল ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে রাখে। পরবর্তীতে তারা মাদরাসার অফিস ও শ্রেণিকক্ষ তালাবদ্ধ করে। এসময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভ সম্প্রচারে এসে দুষ্কৃতিকারীরা সাধারণ ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে প্রাণে হত্যার হুমকি দেয়। যা আমরা প্রবাস থেকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের লাইভে তাদের কথা অমান্য করে মাদ্রাসায় প্রবেশ করলে বা তালা খোলার চেষ্টা করা হলে প্রাণে হত্যা করে উচিত শিক্ষা এবং বাড়াবাড়ি করলে মাদ্রাসা ও তাদের বসতবাড়ি জ্বালিয়ে ধ্বংস, হামলা ও লুটপাট করার হুমকি প্রদান করা হয়। যদিও কয়েকদিন পরে তাদের বোধদয় হলে তারা মাদরাসার তালা খুলে দেয়। তবে তারা অধ্যক্ষ এবং আরও কয়েকজন শিক্ষক 'পদত্যাগ'না করলে তারা পাঠদানের সুযোগ দেবে না বলে হুমকি রাখে। তারা বর্তমানে স্বশরীরে মাদরাসায় এসে এবং স্থানীয় মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হুমকি অব্যাহত রেখে মাদ্রাসার অফিস কিংবা পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে দিচ্ছে না।

আমরা প্রবাস থেকে ইতোমধ্যে জ্ঞাত হয়েছি যে, দুষ্কৃতিকারীগণের অপকর্মের বিষয়টি মাদ্রাসার গভর্নিংবডির সদস্যবৃন্দ ও অধ্যক্ষ মহোদয় বিশ্বনাথ উপজেলার সকল শ্রেণী-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের অবহিত করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী, স্বার্থান্বেষী দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন না করায় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

এ অবস্থার মধ্যে গত ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিশ্বনাথ দারুল উলুম ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার গভর্নিং বডির সভাপতিসহ ৩ জনকে পদত্যাগে বাধ্য করেছে এই চক্রটি। যে চক্রটি মাদরাসাকে ধ্বংস করতে চাইছে, পড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত করতে চাইছে তারা তাদেরকে জিম্মি করে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর নিয়েছে। সহকারী অধ্যাপক মাওলানা নাজিম উদ্দিনের আহবানে শিক্ষকদের বেতন ব্যাংক থেকে ছাড় করাতে গভর্নিং বডির সভাপতি মাওলানা শফিকুর রহমান, সদস্য ফয়জুল ইসলাম, মো. শামসুল ইসলাম মাদ্রাসায় গেলে শরিষপুর গ্রামের আব্দুল হান্নান, মো. শাহজাহান, আব্দুল খালিকসহ ৩০/৩৫ জন এসে তাদের অফিস কক্ষে তালাবদ্ধ করে ফেলেন। তাদের সাথে যোগ দেন মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক মাওলানা নাজিম উদ্দীনও। তিনি 'ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ'হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে স্বীকৃতি দেয়া সংক্রান্ত একটি রেজুলেশন বের করে সেখানে স্বাক্ষর করতে চাপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু তারা স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানালে তাদেরকে শারীরিকভাবে অফিসে নাজেহাল করা হয়। এক পর্যায়ে বাধ্য করা হয় মাদরাসার সাদা প্যাডে স্বাক্ষর করতে। পরে আমরা দেখেছি সেটিতে তাদের পদত্যাগের কথা লিখা হয়েছে এবং যে ৩টি পদত্যাগ পত্রের কথা বলা হচ্ছে সেখানে একই হাতের লেখা।

দুষ্কৃতিকারীরা এভাবে নির্বিঘ্নে তাদের অকপকর্ম চালাতে থাকায় স্থানীয় জনমনে চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ফলে যে কোন সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও জানমালের চরম ক্ষয় ক্ষতির আশংকা বিদ্যমান রয়েছে। এ নিয়ে বিশ্বনাথের অধিবাসী প্রবাসী হিসেবে আমরা চরম উদ্বিগ্ন। অনতিবিলম্বে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "বিশ্বনাথ দারুল উলুম ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা"র শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্টকারী, সাধারণ ছাত্র/ছাত্রী ও তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষক অপদচ্চকারী, মাদ্রাসা ও মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীরেদর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ অপপ্রচারকারী সুযোগ সন্ধানী দুষ্কৃতিকারীগণকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি নিশ্চিত করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

দৌলতপুর ইসলামিয়া দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা পরিদর্শনে গোলজার খান, আর্থিক সহযোগিতা প্রদান

পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেইনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ও বিশ্বনাথ ইউনিয়ন ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক গোলজার খান সম্প্রতি সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার দৌলতপুর ইসলামিয়া দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা পরিদর্শন করেছেন। এসময় তিনি মাদ্রাসার কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ইতিপূর্বে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার শিক্ষার জন্য ৪০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছেন।

এসময় তার সাথে উপস্থিতি ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক যুক্তরাজ্য প্রবাসী শানুর আহমদ, দৌলতপুর গ্রামের প্রবাসী মকসুদ আহমদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্র, গ্রামের কৃতি সন্তান নাজিম উদ্দীন সিহাব ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মখলিছুর রহমান, সহ সেক্রেটারি হাফিজ জাহেদুল ইসলাম জুয়েল, ক্যাশিয়ার ক্বারী আব্দুস সালাম সুহেল, সদস্য মানিক মিয়া, আওলাদ মিয়াসহ মাদ্রাসার শিক্ষাবৃন্দ।

উল্লেখ্য দৌলতপুর ইউনিয়নে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে এর অধীনে দৌলতপুর ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪০ টি পরিবারের মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা নগদ অর্থ প্রদান কার্যক্রম শেষে দশঘর যাওয়ার পথে তিনি এই মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ ও সুপার মোঃ মো: মিজানুর রহমান সাহেবের সাথে মাদ্রাসার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিচ্ছর আলোচনা করেন।

ওল্ডহাম শহরে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের মত বিনিময় সভায়

ঢাকা সহ সকল বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা, ওসমানী বিমান বন্দরের নির্মাণাধীন কাজ দ্রুত সমাপ্ত ,আন্তর্জাতিক অন্যান্য এয়ার লাইনের ফ্লাইট চালু ও বিমানের ভাড়া হ্রাস করার দাবী

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের উদ্যোগে নর্থ ওয়েষ্ট রিজিওনে বসবাসরত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে ওল্ডহাম শহরের ওবিএ মিলোনিয়াম সেন্টারে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে আগত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গত ২২ শে সেপ্টেম্বর দূপুর ২ ঘটিকায় এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবীন কমিউনিটি লিডার খোন্দকার আব্দুল মহব্বির এমবিইর সভাপতিত্বে এবং গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কমিটির কনভেনর বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর ও বিশিষ্ট সমাজসেবক এডভোকেট মীর গোলাম মোস্তফার যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও সাংবাদিক কে এম আবুতাহের চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল ক্বাইউম কয়ছর, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কো কনভেনার বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মসুদ আহমদ, প্রবীণ কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব আলহাজ্ব সুরাবুর রহমান, বিশিষ্ট কমিউনিটি সংগঠক নাজমুল ইসলাম, কাউন্সিলার মস্তাজ আলী আজাদ, ও সৈয়দ মুজিবুর রহমান।

সভায় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মুজিবুর রহমান মুজিব, মুমিন খান, মোহাম্মদ আলী সালিক, এ বি রুনেল, দেওয়ান মহসিন আহমেদ, দবির আলী, মদরিছ আলী, মোহাম্মদ শিপার মিয়া, সৈয়দ সাইফুল ইসলাম সুমিত, শফিক মিয়া, হাজি জুয়েল মিয়া প্রমুখ।

সভায় অতিথি বক্তারা - গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে গঠণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং নর্থ ওয়েষ্ট রিজিয়নের সবাইকে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। সভায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে,ঢাকাস্থ হজরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সহ সকল বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা, বাংলাদেশে ওসমানী বিমান বন্দরের নতুন টারমিনালের কাজ চার বছরে মাত্র বিশ শতাংশ হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে কাজ সমাপ্ত করার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া গৃহিত প্রস্তাবে, বিমানের ভাড়া হ্রাস, ওসমানী বিমান বন্দরে অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু, প্রবাসীদের বাংলাদেশী পাসপোর্টকে দেশে আইডি হিসাবে গ্রহণ, পাওয়ার অব এটরনির বেলায় ব্রিটিশ পাসপোর্টকে আইডি হিসাবে গ্রহণ, অতি সত্তর এনআইডি কার্ড প্রদানের দাবী জানানো হয় ।

সভায় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন শাহজাহান আহমেদ, মুফাজ্জিল খান, সৈয়দ মিজান, সুহেল মিয়া, গোলাম রব্বানী, হারুন মিয়া, আব্দুল মতিন, মুজিবুর রহমান, শফিক মিয়া, মুসুরান রহমান, জি এম চৌধুরী নিক্সন, মাওলানা নুরুল হক, খালেদ আহমদ, আফসার শামীম, মইনুল চৌধুরী ময়নু, সৈয়দ সুরুক মিয়া, মানফর আলী, মাসুকুর রহমান সাচ্চু, মাকদ্দুস আলী, ফয়ছল রহমান ও আব্দুল মতিন সহ প্রমুখ ।

সভায় -নর্থ ইষ্ট রিজিয়নের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে মরহুম গোলাম মোস্তফা চৌধুরী, আলহাজ্ব মফচ্ছিল আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম নুরানী চৌধুরী হুমায়ুন, হাসান চৌধুরী, আলহাজ্ব মকসুদ আলী, হাফিজুর রহমান, ও আব্দুস শহীদ সহ বিভিন্ন নেতাদের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হয়।

মোনাজাত করেন হাফেজ মাওলানা হাবিবুর রহমান। পরিশেষে উপস্থিত সবাইকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

উক্ত সভায় ম্যানচেষ্টার, রচডেল হাইড, লিভারপুল, কার্ডিফ, লন্ডন ও পোটসসমাউথ থেকে নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন।

ZAKIGANJ ASSOCIATION UK

জকিগঞ্জ এসোসিয়েশন ইউকে

REG. NO: 13572060

উপদেষ্টা পরিষদ

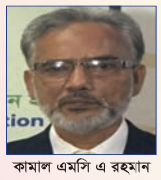
কামাল এমসি এ রহমান

কাউন্সিলর শেরওয়ান চৌধুরী

মাওলানা আব্দুল আজিজ সিদ্দিকী

মোহাম্মদ হেলাল খান

মাওলানা কারী আব্দুল হাফিজ

জামাল আহমেদ চৌধুরী

মুফতি আব্দুল মুনতাকীম

নিজাম উদ্দিন তাফাদার

মোহাম্মদ বদরুল হক চৌধুরী

ইকবাল আহমদ চৌধুরী

ব্যারিস্টার নুরুল গফফার

সৈয়দ মতলুব রেজা

কার্যনির্বাহী পরিষদ

শাহাদাত হোসেন চৌধুরী ফেরদৌস
সভাপতি

আবুল হোসেন
সাধারণ সম্পাদক

মাওলানা কাজী এমদাদুল হক
কোষাধ্যক্ষ

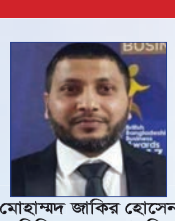
মোহাম্মদ জাকির হোসেন
সিনিয়র সহ-সভাপতি

মাওঃ এনামুল হাসান সাবির
সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ আব্দুল হালিম
সহ-সভাপতি

মাওলানা কাজী আব্দুর রহমান
সহ-সভাপতি

মওলানা মইনুল হক চৌধুরী
সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান
সহ-সভাপতি

হাফেজ মাওলানা এনামুল হক
সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন
সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক ইকবাল
সহ-সভাপতি

আবু সাঈদ চৌধুরী শাকিল
জয়েন্ট সেক্রেটারি

আব্দুল গফফার
সহ-সাধারণ সম্পাদক

কামাল উদ্দিন
সহ-সাধারণ সম্পাদক

কামরুল ইসলাম
সহ কোষাধ্যক্ষ

ইসফাক আজিম চৌধুরী
সহ কোষাধ্যক্ষ

কাজী খালিদ আহমেদ
সাংগঠনিক সম্পাদক

দেলোয়ার হোসাইন
সাংগঠনিক সম্পাদক

তারেকুর রহমান তুহিন
সাংগঠনিক সম্পাদক

এয়াহিয়া আহমেদ
সাংগঠনিক সম্পাদক

শাহেদ আহমদ চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক

সাইফুল্লাহ খালেদ পলাশ
সাংগঠনিক সম্পাদক

আব্দুল হালিম (আজমল)
সাংগঠনিক সম্পাদক

গুলজার আহমেদ
ক্রীড়া সম্পাদক

ইকবাল আহমেদ
সহ ক্রীড়া সম্পাদক

কামিল আহমেদ চৌধুরী
সহ ক্রীড়া সম্পাদক

নাঈম আহমেদ
দপ্তর সম্পাদক

সেলিম আল জামাল
সহ দপ্তর সম্পাদক

মো: শাহাব উদ্দিন
শিক্ষা সম্পাদক

শাহান আহমেদ চৌধুরী
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

তাজুল ইসলাম
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

মাওলানা বদরুর রহমান
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

হাফেজ মাওলানা জাকারিয়া
সহ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

মঈন উদ্দিন
মেম্বারশিপ সম্পাদক

আমিনুল এহসান চৌধুরী
সহ মেম্বারশিপ সম্পাদক

মিজান মর্তুজা চৌধুরী
সহ মেম্বারশিপ সম্পাদক

মারুফ আহমেদ খান
প্রচার সম্পাদক

শরীফ আহমেদ
সহ প্রচার সম্পাদক

আশরাফুল আলম
ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক

আবুল কাশেম চৌধুরী
সহ ত্রাণ সম্পাদক

গোলাম মর্তুজা চৌধুরী ইকবাল
কার্যনির্বাহী সদস্য

ফজলে আহমেদ চৌধুরী
কার্যনির্বাহী সদস্য

শাকির আহমেদ
কার্যনির্বাহী সদস্য

আখলিসুর রহমান
কার্যনির্বাহী সদস্য

কপ সদস্য

আবুল কালাম আজাদ

নুরুল চৌধুরী

তৌফিকুল ইসলাম সাব্বির

সহুল আহমেদ শামিম

মোহাম্মদ রুহুল আমিন

তানজিমুল ইসলাম চৌধুরী

ইস্টহ্যান্ডসের ফ্রি স্মার্ট ফোন পেলেন ৪০ জন

লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা ইস্টহ্যান্ডস, গুড থিংস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ২০ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ৪০টি স্মার্ট ফোন বিতরণ করেছে।

যারা বেনিফিট ও ইউনিভার্সেল ক্রেডিটে আছেন এমন মানুষদের স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট একসেস নেয়ার জন্য ন্যাশনাল ডিভাইস ব্যাংকের কাছ থেকে গুড থিংস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফোনগুলো ইষ্টহ্যান্ডস চ্যারিটি বিতরণ করেছে।

এই উদ্যোগটি ইস্টহ্যান্ডসের পূর্ববর্তী ফ্রি সিম কার্ড বিতরণক্যাম্পেইনের ধারাবাহিকতা, যা ভার্জিন মোবাইল, থ্রি মোবাইল, এবং ভোডা ফোনের সহযোগিতায় করা হয়েছিল এবং স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পেয়েছিল। চলমান এই প্রচেষ্টায় মোবাইল ডিভাইসের সংযোজন সাধারন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডিজিটাল অ্যাক্সেসে জরুরি প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে।

স্মার্ট ফোন হাতে পেয়ে সাফিয়া খাতুন নামের এক নারী বলেন, তিনি তার ভিন্নভাবে সক্ষম ছেলেকে নিয়ে থাকেন। একটি স্মার্ট ফোন কেনার সামর্থ ছিলো না। এই স্মার্ট ফোন পেয়ে ভালো লাগছে।

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে স্মার্ট ফোন বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ইষ্টহ্যান্ডসের ট্রাস্টি ও চেয়ারম্যান নবাব উদ্দিন, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের,ট্রাস্টি বাবলুল হক, সিইও আ স ম মাসুম, সাংবাদিক, ফুটবল কোর্ডিনেটর আহাদ চৌধুরী বাবু, ভলান্টিয়ার কোর্ডিনেটর রুমানা রাখি, মোহাম্মদ কিনু, মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম. বিশ্বদীপ দাশ, ইস্টহ্যান্ডস এম্বাসেডার সাংবাদিক পলি রহমানসহ আরো অনেকে।

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের বলেছেন, ইষ্টহ্যান্ডস অসাধারণ ব্যাতিক্রমী প্রজেক্ট ডেলিভারি করে। আজকের স্মার্ট ফোন ডেলিভারি অনুষ্ঠান তারই একটি উদাহরণ। আজকে যারা এসেছিলেন তাদের সবাই কষ্ট অব লিভিং ক্রাইসিসে ভুগছেন। তাদের এই স্মার্ট ফোন খুব কাজে লাগবে।

ইষ্টহ্যান্ডস চেয়ারম্যান নবাব উদ্দিল বলেন, ইষ্টহ্যান্ডস চ্যারিটি ন্যাশনাল ডাটা ব্যাংক ও গুড থিংস ফাউন্ডেশনের সাথে পার্টনারশিপে কাজ করছে। এই লটে আমরা ফ্রি ৪০ টি স্মার্ট ফোন দিয়েছি। এর আগে আমরা ন্যাশনাল ডাটা ব্যাংকের সহায়তায় ৪০ জনকে ফ্রি ইন্টারনেটসহ সিম দিয়েছি। আমাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার নির্বাহী সভা গত ১৪ সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনের ফোর্ডস্কয়ার কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় অভিভাবক পরিষদের সদস্য ইমাম মাওলানা ফরিদ আহমদ খান ।বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ, যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মুফতী হাবীব নুহ ও হাফিজ শায়খ জালাল উদ্দিন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতির আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালাম, সহ সভাপতি হাফিজ মাওলানা ইকবাল হোসাইন, সহ সভাপতি হাফিজ মাওলানা ছালেহ আহমদ, সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া,সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছাদিকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মন্জুরুল হক, বায়তুলমাল সম্পাদক ইমাম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমান, নির্বাহী সদস্য ক্বারী মাওলানা আব্দুল জলিল, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা আহমদ হোসাইন, হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রহমান মামুন, প্রমূখ।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, সারা দেশে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের এক নতুন গণজাগরণ তৈরী হয়েছে। দলে দলে আলেম উলামা সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ সংগঠনে যোগদান করেছেন। গণজাগরণকে কাজে লাগিয়ে বৃটেনেও সাংগঠনিক কার্যক্রম কে আরো জোরদার ও গতিশীল করতে হবে।

সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রম আরো জোরদার ও গতিশীল করতে বেশ কয়টি শহরে সফর সহ বিভিন্ন সাংগঠনিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিশেষে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত ও দেশ জাতির কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও ব্রাডফোর্ড তাওক্কুলিয়া মসজিদের ইমাম ও খতিব শায়খ মাওলানা আব্দুল জলিল বলরামপুরী।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

লন্ডনে যুক্তরাজ্য মহিলা আওয়ামীলীগের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

কামরুল আই রাসেল, লন্ডনঃ শেখ হাসিনাকে জোরপুর্বক দেশ ত্যাগে বাধ্য করা ও বাংলাদেশে লুটপাট, অগ্নি সংযোগ, হত্যা নির্যাতন, গুমের প্রতিবাদে যুক্তরাজ্য মহিলা আওয়ামীলীগের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবারব সন্ধায় পুর্ব লন্ডনের একটি রেষ্টুরেন্টে এ প্রতিবাদ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাজ্য মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খালেদা মোস্তাক কোরাইশির সভাপতিত্বে ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক শাহীন আক্তারের পরিচালনায় প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, নঈম উদ্দিন রিয়াজ, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, মেহের নিগার চৌধুরী, সুরুক আলী, যুক্তরাজ্য মহিলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আঞ্জুম আরা অঞ্জু, হোসনে আরা মতিন, নিলুফা আক্তার, সেলিম খান, জামাল খান, নাজিম উদ্দিন, মনিরুজ্জামান মনির, কামরুল আই রাসেল, ছমিরুন চৌধুরী, এড্ ইফফাত আরা রোজী, রাহেলা শেখ, রাবেয়া জামান জোসনা, আসমা আলম, শাহানাজ সুমি, সবিতা রানী বেবী, সালমা আক্তার, ইয়াসমিন রোজী, রিনা কবির, মিফাতুল নুর, শ্রাবনী প্রমুখ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং কণ্ঠ শিল্পী শাহানাজ সুমির নেতৃত্বে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

সভায় বক্তারা উল্লেখ করে বলেন যে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে জোরপূর্বক দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা-নির্যাতন, দখলবাজি এবং শেখ হাসিনা সহ আওয়ামীলীগের সমস্ত নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা হত্যা মামলার তীব্র নিন্দা করা হয়।

ঐক্যবদ্ধভাবে বর্তমান অবৈধ সরকার কে প্রতিহত করার জন্য দল মত নির্বিশেষে সকল দেশ বাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

লন্ডনে মুসলিম হেল্প ইউকের বার্ষিক কোরআন প্রতিযোগিতায় ও বার্ষিক ডিনার অনুষ্ঠিত

লন্ডনের মুসলিম কমিউনিটির ছেলেমেয়েদের কুরআন শিক্ষায় উৎসাহিত করতে এক কুরআন প্রতিযোগিতার অয়োজন করে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা মুসলিম হেল্প।

গত শনিবার লন্ডন মুসলিম সেন্টারে বিকাল ৪টা থেকে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। লন্ডনের বিভিন্ন স্থান থেকে ৪৮ জন ছেলে-মেয়ে এ কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

মুসলিম হেল্পের চেয়ারম্যান আব্দুছ ছোবহানের সভাপতিত্বে ও চ্যারিটি কো-অর্ডিনেটর অখলাকুর রহমানের পরিচালনায়, বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট টিভি প্রেজেন্টার কারী আহমেদ হাসান, উস্তাদ হামজা, শেখ আব্দিল ফাত্তাহ, আবু সায়েদ আনসারী, হাফিজ মুস্তাক আহমেদ ও রেজাউর রহমান। এতে বিপুল সংখক মা, বাবা ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের বার্ষিক ডিনারে, সিলেটের বিশ্বনাথে প্রথম মেটার্নিটি হসপিটাল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফান্ডরাইজিং ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে হাসপাতালের ফাউন্ডার লাইফ মেম্বারদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুসলিম হেল্প চ্যারিটির সিইও সিদ্দিক আলী, অনুপম নিউজ টোয়েন্টিফোর ও দৈনিক প্রেসনোট সম্পাদক সাংবাদিক মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, কলেজ শিক্ষক মুহাম্মদ রুহানি, বারাকা রেস্তোরাঁ এর ডিরেক্টর ইসলাম উদ্দিন, কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব তাজ উদ্দিন, আব্দুল কাদির, আশরাফুল হুদা, আক্তার হোসাইন, শামীম আশরাফ, মোহাম্মদ আনোয়ার খান, জান্নাতুল ইসলাম, গয়াস মিয়া, ইলিয়াস আলী পাশা প্রমুখ।

অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সাংবাদিক, লেখক এ কে এ আবু তাহের চৌধুরী, সচিন্তা লিটল ম্যাগাজিনের নির্বাহী সম্পাদক, ব্যাংকার সৈয়দ সোহেল আহমদ, কবি আব্দুল মুহিত, সাংবাদিক শাকিল আহমদ সোহাগ, যুবনেতা আনোয়ার খান, মানিক মিয়া সহ অংশগ্রহণকারী ছেলে মেয়েদের পিতা-মাতা ও অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী।

বার্ষিক ডিনার ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে ও দুআ পরিচালনা করেন জনপ্রিয় টিভি প্রেজেন্টার আবু সায়েদ আনসারী।

দুটি পর্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে যাচাই করে তিন জনকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয় এবং বাকি সবাইকে সম্মান সূচক মেডেল ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

বিচারকগণ বলেন, ছেলে মেয়েকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসলিম কমিউনিটিকে আরো সচেতন ও উৎসাহমূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে, এতে ছেলে মেয়েরা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে না।

ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর ও বিমানে ভাড়া হ্রাসের দাবীতে প্রবাসে আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত

সিলেটের ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর, অন্যান্য এয়ার লাইনের ফ্লাইট চালু, টারমিনালের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন, যাত্রী হয়রানী বন্ধ ও বিমানের ভাড়া কমানোর দাবীতে গত ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি সেন্টারে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা আহবাব হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক কে এম আবুতাহের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন -বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, ডঃ এম এ আজিজ, কমিউনিটি নেতা এম এ রব, মোহাম্মদ আজম আলী, শাহ শেরওয়ান কামালী, ইউসুফ জাকারিয়া খান, সৈয়দ মামুন আহমদ, এম আর চৌধুরী, জিতু মিয়া, নুরুল হক প্রমুখ।

সভায় দীর্ঘ আলোচনাক্রমে একটি ক্যাম্পেইন কমিটি গঠন করে দেশে বিদেশে আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সমীপে স্মারকলিপি ও বাংলাদেশে ডেলিগেট প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকাল ৫টায় পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত ব্য পরবর্তী সভায় সকল সংগঠণের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদককে যোগদানের অনুরোধ জানানো হয়। এ সভায় একটি ক্যাম্পেইন কমিটি গঠণ করা হবে।

টাওয়ার হ্যামলেট কেয়ারার এসোসিয়েশনের কার্যকারী সভা অনুষ্ঠিত

টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারারস এসোসিয়েশন কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, গত ২২ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৮ টায় লন্ডনের স্টেপ্লিগ্রীণের একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারারস এসোসিয়েশনের সভাপতি জাহেদ মিয়া'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক লিটন আহমদ এর পরিচালনায় অনুষ্টানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ বশির আহমদ চৌধুরী।

এসময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা শাহান আহমদ চৌধুরী, প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা জগলুল খান,বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি সফর উদ্দিন, সহ-সভাপতি নুরুল আলম, সহ-সভাপতি রুহেনা বেগম, সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুমিন, সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আসাদুজ্জামান, সহ সাধারণ সম্পাদক জবরুল হোসেন, সহকারি প্রেস সচিব কানিজ ফাতেমা, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক সাজু মিয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রোকসানা পারভিন, নির্বাহী সম্পাদক আনোয়ারা বেগম, সহ-সভাপতি ফজলুর রহমান, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট রেদওয়ান হোসেন, মো. সুহেল খান, আশরাফ জামান, মো. মিসবাহ উদ্দিন, প্রমুখ।

ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটি-র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

লন্ডন অফিস: বাংলা মিডিয়ায় সংবাদদাতাদের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম সংগঠন ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটি-র সাধারণ সভা ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি, ডেইলি স্টারের যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি আনসার আহমদ উল্লাহ এতে সভাপতিত্ব করেন।

সাধারণ সম্পাদক ডিবিসি নিউজের যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি জুবায়ের আহমদের পরিচালনায় এ সভায় এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন, সমাজকর্মী, শিক্ষানুরাগী ও অনুপম নিউজ টোয়েন্টিফোরের সম্পাদক মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, মিররের বিশেষ প্রতিনিধি মুহাম্মদ শাহেদ ব্রিটিশ বাংলা নিউজের সম্পাদক এটিএম মনিরুজ্জামান, সংগঠনের সহসভাপতি, জগন্নাথপুর টাইমসের সম্পাদক সাজিদুর রহমান, সংগঠনের সহসভাপতি, ২৬শে টেলিভিশনের সিইও জামাল আহমদ খান, ইকরা টিভির পেজেন্টার মিজানুর রহমান মীরু, সংগঠনের ট্রেজারার - ইউকে বাংলা গার্ডিয়ানের সহকারী সম্পাদক এসকেএম আশরাফুল হুদা, এসিসটেন্ট ট্রেজারার, নলজুরের লন্ডন প্রতিনিধি ও জগন্নাথপুর টাইমসের নিউজ এডিটর মির্জা আবুল কাসেম, এসিসটেন্ট সেক্রেটারি, জগন্নাথপুর টাইমসের কন্ট্রিবিউটিং রিপোর্টার মুহাম্মদ সালেহ আহমদ ও মাছুম জামান প্রমুখ।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে এ মর্মে যে ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটি শিক্ষাবৃত্তি ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে প্রদান করা হবে। এজন্যে পূর্বের নীতিমালা অনুসরণ করে অনুদান প্রদানকারীর তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া ইউকেবিআরইউ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ এবং বেস্ট রিপোর্টার অফ দ্য ইয়ার ২০২৪ প্রদানের প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা করে সংগঠনের এজিএম নভেম্বরে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নর্থাম্পটনে সালাম সুপার স্টোর উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার: কমিউনিটি মানুষের কথা চিন্তা করে সুলভ মূল্যে দেশীয় মাছ হালাল মাংস থেকে শুরু করে টাটকা শাকসবজি ফলমূল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটনের আল জামাত উল মুসলিম অফ বাংলাদেশ মসজিদের পাশেই সালাম সুপার স্টোরের যাত্রার শুরু করেছে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে।

নর্থাম্পটনের দুই তরুণ দবির খান সুনেদ ও কামাল হোসেন সালাম সুপার স্টোর এর মালিক।তার বলেন, নর্থাম্পটনের আর কেউ লন্ডন, লুটন ও বার্মিংহাম মাছ-মাংস কেনার জন্য যাওয়া লাগবে না।আমরাই তাদের মত সুলভ মুল্যে বিক্রি করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ মাওলানা সাইফুর রহমান ও মুনাজাত পরিচালনা করেন হাফিজ আব্দুল আলিম। পরে পিতা কেটে সালাম সুপার স্টোর উদ্বোধন করেন দবির খান সুনেদ এর মা রাফিয়া খান। উদ্বোধনের দিন থেকে পুরো সপ্তাহ থাকবে বিশাল অফার। তাই ক্রেতারা খুশী মনে তাদের চাহিদা অনুযায়ী জিনিস কিনছেন।

কর্মক্ষেত্রে জীবন রক্ষাকারী হার্ট চেক এর জাতীয় উদ্যোগে যোগ দিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিনামূল্যে তাদের কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিজেদের আগ্রহ নিবন্ধন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সরকারী অর্থায়নে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ (সিভিডি) ওয়ার্কপ্লেস চেক অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে হার্টের পরীক্ষার পাইলট প্রকল্পের অংশ হিসেবে বারার কর্মক্ষেত্রগুলিকে এই আমন্ত্রণ জানানো হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল সরকারের বহু মিলিয়ন-পাউন্ডের এই বিশেষ প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া ৪৮টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি এবং এর মাধ্যমে ৩১ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত বারার আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মস্থলে তাদের কর্মীদের হার্টের অর্থাৎ সিভিডি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে।

কর্মজীবী বয়সের লোকেদের মধ্যে আনুমানিক প্রতি তিন জনের মধ্যে একজনের হার্ট অ্যাটাক এবং চারটি স্ট্রোকের মধ্যে একটি ঘটে থাকে। যাদের অনেকেই পরবর্তীতে কাজে ফিরে যেতে শারিরিক অক্ষমতা বা জটিলতার সাথে লড়াই করেন। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার এই পাইলট প্রকল্পের লক্ষ্য হল ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের আগে শনাক্ত করা এবং জীবন বাঁচাতে পারে এমন সময়মত হস্তক্ষেপ প্রদান নিশ্চিত করা।

এই স্কিমটি জাতীয় অর্থনীতিতে সিভিডি-এর প্রভাব মোকাবেলা করবে বলেও আশা করা হচ্ছে। কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ এর ফলে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে প্রতি বছর প্রায় ২৫ বিলিয়ন পাউন্ড খরচ হয়ে থাকে বলে অনুমান করা হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটসে, সিভিডি ওয়ার্কপ্লেস হেলথ চেক অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষার আওতায় রক্তচাপ পরীক্ষা, সেইসাথে ধূমপানের অবস্থা, বিএমআই এবং অ্যালকোহলের ঝুঁকি কভার করবে। এই ক্ষেত্রগুলিতে নিয়মিতভাবে পরিমাপ করা এবং সহায়তা প্রদান করা অসুস্থতা প্রতিরোধে কার্যকর সহায়তা করতে পারে।

টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের হেলথ, ওয়েলবিয়িং এন্ড সোশ্যাল কেয়ার বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, "লোকজন যেখানে কাজ করে সেখানে তাদের কাছে সরাসরি জীবন রক্ষাকারী স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ে যাওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের অংশ হতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই পরীক্ষাগুলিকে আরও অ্যাক্সেযোগ্য এবং সুবিধাজনক করে তোলার অর্থ হল হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং অন্যান্য গুরুতর স্বাস্থ্য অবস্থার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য একটি সক্রিয় পদক্ষেপ, যাতে আমরা আমাদের কমিউনিটিকে দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের ক্ষমতা দিতে পারি।"

প্রচলিত এনএইচএস হেলথ চেক এর সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা যাদের সাধারণত কম, যেমন পুরুষ, অল্পবয়সী মানুষ এবং কমিউনিটির বঞ্চিত অংশের কাছে পৌঁছানোর উপর অধিকতর ফোকাস দেয়া সিভিডি কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য।

টাওয়ার হ্যামলেটসে, উচ্চ রক্তচাপের প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে আগাম শনাক্ত করা যায়নি, এবং এই বারায় সবচেয়ে সাধারণ দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ।

এনএইচএস হেলথ চেক প্রোগ্রামের আওতায় ইংল্যান্ডে প্রতি বছর ১.৩ মিলিয়নেরও বেশি লেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং এর ফলে আনুমানিক ৩০০ অকাল মৃত্যু প্রতিরোধ করা হয়। তবে অনেকেই এই চেকগুলো পূরণ করছেন না।

সিভিডি ওয়ার্কপ্লেস হেলথ চেক প্রকল্প লোকেদের কার্যকর চিকিৎসা সেবা পাওয়ার বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ করে তুলবে যাতে তারা দীর্ঘকাল সুস্থ থাকতে পারে।

কিভাবে আপনার কর্মক্ষেত্রে সিভিডি ওয়ার্কপ্লেস হেলথ চেক এর সুবিধা পেতে পারেন সে সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য ভিজিট করুনঃ www.towerhamlets.gov.uk/healthyworkplaces।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

“যদি মারা যাই, লোকে তোমাদের ‘শহীদের স্ত্রী-সন্তান’ বলে ডাকবে”

‘‘আমি আন্দোলনে গেলে শহীদ হব। যদি মারা যাই, লোকে তোমাদের ‘শহীদের স্ত্রী-সন্তান’ বলে ডাকবে। আর আমার সন্তান মারা গেলে, তখন সবাই আমাদেরকে শহীদের বাবা-মা বলে ডাকবে।’’

আন্দোলনে যেতে নিষেধ করলে মাজহারুল ইসলাম মাসরুর ওরফে আলী আজগর (২৯) তার সহধর্মিণী বিবি সালমাকে এসব কথা বলতেন।

মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নবাগত শিশুকে কোলে নিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বিবি সালমা ঢাকা পোস্টকে এ কথা জানান।

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরের বাসিন্দা মাজহারুল ইসলাম মাসরুর ৫ আগস্ট গাজীপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

মাসরুর যখন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান তখন তার স্ত্রী সালমা আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তার মৃত্যুর দেড় মাস পর গত রোববার (২২ সেপ্টেম্বর) স্ত্রীর কোলজুড়ে আসে ফুটফুটে একটি ছেলে সন্তান। শিশুটির এখনো নাম রাখা হয়নি। সাড়ে তিন বছর বয়সী নাফিজা আক্তার নামে এক কন্যা সন্তানও রয়েছে তাদের। প্রতিদিন বাবার সঙ্গে মোবাইলফোনে কথা বলত নাফিজা। গত দেড় মাস বাবার সঙ্গে তার কথা হয় না। বাবার কথা জিজ্ঞেস করতেই দুচোখ পানিতে ভিজে যায় ছোট্ট নাফিজার।

শহীদ মাসরুরের স্ত্রী বিবি সালমা বলেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন আন্দোলনে তার সঙ্গী হতে। আমাকে আন্দোলনে যেতে বুঝিয়ে গেছেন। হাজিরহাটে মিছিল হবে, আমাকে যেতে বলেছেন। সঙ্গে আমার সন্তানকে নেওয়ার জন্যও বলেছিলেন। এখন সবাই আছে, শুধু মাসরুর নেই। এখন আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কোথায় যাব, কী করব আল্লাহপাক জানেন।

৫ আগস্টও সালমার সঙ্গে মাসরুরের কথা হয়। তখন মাসরুর দোকানে ছিলেন। সালমাকে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি আন্দোলনে যাবেন। সালমা খাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আগে আন্দোলন তারপর খাওয়া-দাওয়া। পরে সালমা তার ভাইয়ের কাছে জানতে পারেন মাসরুর মারা গেছেন।

৫ আগস্ট গাজীপুরে আন্দোলনে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মাসরুর। লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার পাটওয়ারীর হাট ইউনিয়নের চরবড়ালিয়া গ্রামের বৃদ্ধ আবদুল খালেকের ছেলে তিনি। জীবিকার তাগিদে তিনি মাদরাসায় শিক্ষকতা, পোলট্রি খামার ও ইলেকট্রিক সরঞ্জামের ব্যবসা করেছেন। তবে কোথাও স্থায়ী হতে পারেননি। সবশেষ প্রায় সাত মাস আগে গাজীপুরে তার শ্বশুর মো. মোস্তফার কাছে যান ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে। সেখানে ব্যবসায় ভালোই করছিলেন। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনীতি করায় সরকার পতনের আন্দোলনে সবসময় সক্রিয় ছিলেন তিনি। মাসরুর ইসলামী আন্দোলনের পাটওয়ারীর হাট ইউনিয়ন শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

মাসরুরের শিক্ষকতা জীবনের সহকর্মী সিরাজুল ইসলাম মেহরাজ বলেন, ঘটনার দিন মাসরুর তার এক বন্ধুকে বলেছিল, গুলিবিদ্ধ কেউ একজনকে তিনি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন। গুলিবিদ্ধ সেই লোকটি তার বন্ধু ছিল। এরপর আর তার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। পরে গাজীপুরের শহীদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে তার মরদেহ পাওয়া যায়। ধারণা করা হচ্ছে-গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনদের দুশ্চিন্তায় না ফেলতে সেদিন তিনি ঘটনাটি লুকিয়েছিলেন।

মাসরুরের ছোট ভাই হুমায়ুন কবির বলেন, আমার ভাই জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন। নিজে পড়ালেখা করেছেন। পাশাপাশি আমাদের জন্য কষ্ট করেছেন। তিনি একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরে ওই মাদরাসার দায়িত্ব আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি গাজীপুরে ব্যবসা করতে যান। আমার ভাই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। সবাই বলেছে, তার শরীরের একটা গুলি লেগেছে। তবে শেষ গোসলের সময় তার পেটে ও পিঠে দুটি গুলির চিহ্ন দেখা গেছে।

মাসরুরের চাচা শ্বশুর ওমর ফারুক বলেন, মাসরুর আর্থিকভাবে তেমন একটা স্বাবলম্বী ছিলেন না। গাজীপুর যাওয়ার আগে তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়িতে রেখে যান। এখন তো কোনোভাবে দিন কাটছে তাদের। সামনে তারা কীভাবে চলবে? যতই সময় যাচ্ছে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। সরকার যদি পরিবারটির দিকে মুখ তুলে তাকায় হয়তো মাসরুরের স্ত্রী ছেলে-মেয়েকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারবে মেয়েটা।

মাসরুরের কথা জিজ্ঞেস করতেই তার বৃদ্ধ বাবা আবদুল খালেকের চোখ থেকে পানি ঝরতে শুরু করে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, মাসরুর সবার চেয়ে ভালো ছিল। পরিবারের সবার দেখভাল করত। দ্বীনের কাজে গিয়ে সে মারা গেছে। আমি শুকরিয়া আদায় করছি। মৃত্যু তো ঠেকানো যায় না, বাড়িতে থাকলেও মারা যেত। তার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীর বিষয়ে পারিবারিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার করেছে র‍্যাব

অনলাইন ডেস্ক : সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সজিবুর রহমানকে (২৪) গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-৯।

মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাত দেড়টার দিকে নরসিংদীর রায়পুরা থানাধীন এলাকা থেকে র‍্যাব-৯ ও র‍্যাব-১১ যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

সজিবুর রহমান নরসিংদীর রায়পুরা থানাধীন দুকুন্দিচর গ্রামের রবি উল্লাহ ছেলে।

গ্রেফতারের বিষয়টি বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে নিশ্চিত করেন র‍্যাব-৯-এর সহকারী পুলিশ সুপার মশিহুর রহমান সোহেল। তিনি জানান, গ্রেফতারকৃত সজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে সিলেট মহানগর পুলিশের কোতয়ালি থানায় নাশকতা মামলা রয়েছে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যাব যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেছে।

তিনি আরও জানান, আসামিকে সিলেট কোতয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া মামলার অন্য আসামিদের গ্রেফতার করার জন্য গোয়েন্দা তৎপরতা ও অভিযান অব্যাহত আছে।

মৌলভীবাজার সদর ও শ্রীমঙ্গলে হঠাৎ গ্যাস সরবরাহ বন্ধ

অনলাইন ডেস্ক : মৌলভীবাজার সদর ও শ্রীমঙ্গল উপজেলায় বাসা-বাড়িসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। এতে সমস্যায় পড়েছেন গ্রাহকরা।

বৃহস্পতিবার (২৯ আগস্ট) সকাল থেকে মৌলভীবাজারের কালাপুরে শেভরন গ্যাস ফিল্ডে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই সংকট দেখা দেয়।

মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. আব্দুস সালাম চৌধুরী জানান, কাজ চলছে। দুপুর ২টার মধ্যে গ্যাসের সমস্যার সমাধান হবে।

জালালাবাদ গ্যাস মৌলভীবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রকৌশলী মো. ছানোয়ার হোসেন বলেন, গতকাল রাতে কালাপুরের শেভরন গ্যাস ফিল্ডে হঠাৎ যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। পরে আমরা পাইপ দিয়ে হবিগঞ্জের সঙ্গে যুক্ত করি, যার করনে গ্যাসের চাপ কমে যায়।

বন্যা পুনর্বাসন কার্যক্রমে শায়খে রেঙ্গা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন

ফেনী ও কুমিল্লায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন প্রজেক্ট সফলভাবে সম্পন্ন করেছে শায়খে রেঙ্গা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন।

এ কার্যক্রমে অর্থায়ন করেছেন যুক্তরাজ্যের ওল্ডহ্যামের আল খাযরা মারকাযী মসজিদের মুসল্লিরা।

এর আগে বন্যার প্রাথমিক পর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রমও পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় কুমিল্লার সুধন্যপুর ও আশপাশের এলাকায় এবং ফেনীর রশিদিয়া, ছানুয়া, ছাগলনাইয়া, ও পরশুরামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মাঝে নগদ অর্থ ও ঢেউ টিন বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়।

এ কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করেন শায়খে রেঙ্গার নাতি ও জামেয়া তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গার সিনিয়র উস্তাদ মঞ্জুর আহমদ। এছাড়া স্থানীয় উলামায়ে কেরামের সহযোগিতায় মাওলানা নজরুল ইসলাম, মাওলানা জাফর আহমদ, মাওলানা আব্দুল গফুর, ও মৌলা মিয়া প্রমুখ এই পুনর্বাসন কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

মাওলানা জুবায়ের আহমদ জানান, গত ৫ ও ৬ আগস্ট স্থানীয় আলেমদের সমন্বয়ে এই সহায়তা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়।-বিজ্ঞপ্তি

আকুভুক্ত দেশের সঙ্গে সরাসরি লেনদেন না করার নির্দেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সরাসরি কোনো লেনদেন না করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এসব দেশের সঙ্গে লেনদেন শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে করতে বলা হয়েছে।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন হলো কয়েকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে একটি আন্ত-আঞ্চলিক লেনদেন নিষ্পত্তিব্যবস্থা। এর মাধ্যমে এশিয়ার ৯টি দেশের মধ্যে যেসব আমদানি-রপ্তানি হয়, তার বিপরীতে প্রতি দুই মাস পরপর লেনদেনের নিষ্পত্তি হয়। তবে অন্য দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন হয়।

আকুর সদস্যদেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, ভুটান ও মালদ্বীপ। তবে দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সম্প্রতি এ তালিকা থেকে বাদ পড়েছে শ্রীলঙ্কা।

আকুর দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে দুই মাস পরপর লেনদেনের অর্থ পরিশোধ করতে হয়। এসব দেশের মধ্যে ভারত আমদানির বিনিময়ে যত অর্থ পরিশোধ করে, অন্য দেশে পণ্য রপ্তানি থেকে তার চেয়ে বেশি ডলার আয় করে। বাকি বেশির ভাগ দেশকেই আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত ডলার খরচ করতে হয়।

জানা গেছে, আকুর সদস্যদেশ হলেও দেশের ব্যাংকগুলো ভারতের সঙ্গে অনেক লেনদেন সরাসরি করছে। এতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার ওপর অনেক সময় চাপ বাড়ে। এই চাপ কমাতে সব লেনদেন আকুর মাধ্যমে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লেফটেন্যান্ট তানজিম হত্যায় ৬ জনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী

সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জন হত্যার ঘটনায় চিরুনি অভিযান চালিয়ে ৬ জনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। তারা সবাই হত্যার ঘটনায় সরাসরি সম্পৃক্ত বলে প্রাথমিক স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এ তথ্য জানিয়েছে। আটককৃতরা হলেন- মো. বাবুল প্রকাশ (৪৪), মো. হেলাল উদ্দিন (৩৪), মো. আনোয়ার হাকিম (২৮), মো. আরিফ উল্লাহ (২৫), মো. জিয়াবুল করিম (৪৫) এবং মো. হোসেন (৩৯)।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আটককৃত সন্ত্রাসীদের কাছে থাকা দুটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, বিভিন্ন ধরনের ১১ রাউন্ড গুলি, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি ছুরি, একটি পিকআপভ্যান এবং একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাদের মধ্যে ৪ জন প্রত্যক্ষভাবে সংঘটিত অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং দুইজন তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছে।

এতে আরও বলা হয়েছে, আটককৃতদের মধ্যে মো. বাবুল প্রকাশ এই ঘটনার মূল অর্থ যোগানদাতা। এছাড়া তিনি লেফটেন্যান্ট তানজিমকে প্রাণঘাতী ছুরিকাঘাত করেছেন বলে প্রাথমিক স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। অন্যান্য আটককৃতদের মধ্যে ডাকাতদলের সেকেন্ড ইন কমান্ড হেলাল উদ্দিন, গাড়িচালক আনোয়ার হাকিম, সশস্ত্র সদস্য আরিফ উল্লাহ এবং তথ্যদাতা জিয়াবুল করিম ও মো. হোসেন ঘটনার সাথে নিজেদের সরাসরি সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছেন। ডাকাতদলের অন্যান্য জড়িত সদস্যদের আটক করতে সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আটককৃত ৬ জনকে চকরিয়া থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় সেনাসদস্য বাদী হয়ে চকরিয়া থানায় মামলা দায়েরের কার্যক্রম চলমান।

পাহাড় কাটা প্রতিরোধে ডিসিদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ উপদেষ্টার

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে পাহাড় ও টিলা কাটার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকদের বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, পাহাড় কাটার ফলে পাহাড় ধস, বন্যা, জলাবদ্ধতা, পরিবেশ দূষণ, জীববৈচিত্র্য হ্রাস ও ভূমিক্ষয়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। এ বিধ্বংসী কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ১৯ জেলার জেলা প্রশাসকের সঙ্গে জুমে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় যুক্ত হয়ে উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

রিজওয়ানা হাসান আরও বলেন, পাহাড় কাটার ফলে স্থানীয় জনগণের জীবনমানের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। উন্নয়নের নামে পাহাড় কর্তন করা যাবে না। প্রতিটি জেলায় পাহাড়ের তালিকা প্রস্তুত করে পাহাড় কর্তনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে অন্যরা এ থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

সভায় আরেক উপদেষ্টা হাসান আরিফ বলেন, পাহাড় কাটা রোধে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা করতে হবে। পাহাড় রেখেই উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে পাহাড়ের তালিকা করতে পারে।

সভায় জেলা প্রশাসকেরা তাদের অঞ্চলে পাহাড় কাটার বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ইতিবাচক ও গঠনমূলকই থাকবে: জয়শঙ্কর

বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক 'ইতিবাচক ও গঠনমূলকই' থাকবে। এই সম্পর্ক নিয়ে আগে থেকে কিছু ভেবে নেওয়া ঠিক হবে না। তেমন ভাবনা কারও ভাবা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

নিউইয়র্কে স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা আলাপচারিতায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, 'সম্পর্ক নিয়ে আগাম কোনো ধারণায় উপনীত না হওয়ার অনুরোধ আমি সবাইকে করব। বিষয়টা এমন নয় যে ভারত তার সব প্রতিবেশী দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। এভাবে চলেও না। এমনটা হয়ও না। এটা শুধু আমাদের (ভারত) নয়, সবার জন্য সমান সত্য।'

এশিয়াটিক সোসাইটি ও নিউইয়র্কের এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউট গতকাল 'ইন্ডিয়া, এশিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সেখানে অংশ নেন এস জয়শঙ্কর। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম পিটিআইয়ের তথ্য অনুযায়ী, জয়শঙ্কর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাও বলেন সেখানেই।

জয়শঙ্করকে একজন বলেন, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে ভারত শর্তহীন সাহায্য করেছে। ঋণ দিয়েছে। কিন্তু সেখানকার নতুন পরিবর্তিত সরকার মনে হচ্ছে ভারতবিরোধী। এর জবাবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'দিনের শেষে প্রতিটি প্রতিবেশীই তার নিজস্ব গতিতে নিজস্ব চিন্তাধারায় চলবে। আমরা তাদের বলব না যে তোমাদের

প্রবাহ আমাদের পছন্দ অনুযায়ী হোক। তেমন বলা আমাদের ইচ্ছাও নয়। আজকের দুনিয়ায় এটাই সত্য। প্রতিটি দেশই নিজের পছন্দ অনুযায়ী নীতি ঠিক করে। অন্যদের সেই মতো বোঝাপড়া করতে হয়। সেইভাবে এগোতে হয়।'

এ প্রসঙ্গেই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির কথা ওঠে। জয়শঙ্কর বলেন, 'অন্যদের থেকে বাংলাদেশের বিষয়টি একটু আলাদা। এক দশক ধরে আমরা ওই দেশে বহু প্রকল্প হাতে নিয়েছি। সেসব প্রকল্প দুই দেশের পক্ষেই মঙ্গলজনক ও ফলদায়ী। তাতে অর্থনীতি চাঙা হয়েছে। অবকাঠামোরও উন্নতি হয়েছে।'

জয়শঙ্কর এ কথা বলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে প্রথম বৈঠকের পর। বাংলাদেশ ও ভারতের কূটনৈতিক সূত্রগুলো ওই বৈঠককে কার্যকর, ইতিবাচক ও গঠনমূলক হিসেবে বর্ণনা করেছে।

জয়শঙ্কর বলেন, প্রতিটি দেশের নিজের একটা গতি থাকে। পছন্দ থাকে, প্রয়োজন থাকে। নিজস্ব 'ডায়নামিকস' থাকে। কূটনীতিতে তা বুঝতে ও শিখতে হয় এবং সেই মতো সাড়া দিতে হয়। তিনি বলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দিনের শেষে পারস্পরিক নির্ভরতা, একে অন্যের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে থাকা, পারস্পরিক উপকারের বাস্তবিকতা আমরা প্রতিবেশীরা সবাই উপলব্ধি করতে পারব। এতেই সবার স্বার্থ নিহিত। বাস্তবিকতাই সম্পর্কের গতি প্রকৃতি ঠিক করে দেয়। ইতিহাসের শিক্ষা তেমনই।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেন, 'কয়েক বছর অন্তর আমাদের এই অঞ্চলে কিছু না কিছু ঘটে থাকে। তখন মনে হয় যা-ই ঘটছে, তা অলঙ্ঘনীয়। অথচ দেখা যায়, পরিবর্তন এল। শোধরানোর পালা শুরু হলো। নতুন কিছু ঘটল। এই আলোতেই আমি বর্তমান ঘটনাবলি দেখি। আমি দৃঢ় নিশ্চিত, দুই ক্ষেত্রেই (বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা) আমাদের সম্পর্ক এগিয়ে যাবে ইতিবাচক ও গঠনমূলকভাবে।'

শ্রীলঙ্কা প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সময় কেউ যখন এগোয়নি, তখন ভারত এগিয়ে গিয়েছিল। সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার সাহায্য করেছিল অর্থনীতি স্থিতিশীল করতে। বাকিটা তাদের ওপর। তিনি বলেন, 'আমরা কিন্তু তাদের ওপর কোনো রাজনৈতিক শর্ত চাপাইনি। সুপ্রতিবেশী হিসেবে করেছিলাম। আমরা চাইনি আমাদের কোনো প্রতিবেশী দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাক।' জয়শঙ্কর বলেন, সে দেশের রাজনীতিতে যা ঘটেছে, তার রাজনৈতিক মোকাবিলা তাদেরই করতে হবে।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

বিচার বিভাগ কে শক্তিশালী করুন

বিচার বিভাগ মানুষের আশা ভরসার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। এই বিচার বিভাগ কে কম বেশি সকল রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে।প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ গত শনিবার অধস্তন আদালতের বিচারকদের উদ্দেশে দেওয়া অভিভাষণে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ ও আইনসভা থেকে পৃথক ও স্বাধীন করার যে কথা বলেছেন, তাতে ন্যায়বিচারপ্রার্থী প্রত্যেক মানুষের আকাঙ্ক্ষাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, শাসকের আইন নয়, বরং আইনের শাসন করাই বিচার বিভাগের মূল দায়িত্ব।

অতীতে আমাদের শাসকেরা বিচারের ক্ষেত্রে আইনকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। বিচার বিভাগের পদগুলোতে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ না দিয়ে পছন্দসই ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারীভাবে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করা হয়েছে। বর্তমান প্রধান বিচারপতিসহ অনেকেই সেই জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি বিচার বিভাগের প্রায় সব সমস্যা চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে মামলা অনুপাতে বিচারকের নিদারুণ স্বল্পতা, বার ও বেঞ্চের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাবের ঘাটতি, আদালতগুলোর অবকাঠামোগত সংকট, অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনো যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা না থাকা, উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগ, স্থায়ীকরণ ও উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে কোনো আইন না থাকার মতো বিষয়গুলো রয়েছে।

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন ও জাতীয় সংসদের জন্য পৃথক সচিবালয় থাকলেও বিচার বিভাগের আলাদা সচিবালয় নেই। এ থেকে বিচার বিভাগের প্রতি নির্বাহী বিভাগের বৈরী ও বিমাতাসুলভ মনোভাব পরিষ্কার। অতীতের সরকারগুলো যে বিচার বিভাগ পৃথক্ করণে বিশ্বাসী, এটা তাদের কর্মকাণ্ডে কখনো প্রতিফলিত হয়নি।

প্রধান বিচারপতির মতো দেশবাসীও আশা করেন, অন্তর্বর্তী সরকার যত দ্রুত সম্ভব স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নেবে। ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার বিচার বিভাগ সংস্কারের লক্ষ্যে সাবেক বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমানের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেছে। কমিশন ১ অক্টোবর কাজ শুরু করবে এবং প্রতিবেদন পেশ করতে অন্তত তিন মাস সময় লাগবে।

আইন ও বিচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, মাসদার হোসেন মামলার রায়ের পরও বিচার বিভাগ পৃথক না হওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এ বিষয়ে কোন সরকারের কী প্রতিশ্রুতি ছিল, আর ক্ষমতায় এসে তারা কী করেছে, সেটা জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। পূর্বাপর সব সরকারই নিম্ন আদালতকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। এটা যেকোনো মূল্যে বন্ধ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন করার কথা বলেছেন প্রধান বিচারপতি। আইন অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে কেউ সেই আইনের অপব্যবহার করতে না পারে, সেই রক্ষাকবচও থাকতে হবে। সদ্য পদত্যাগী নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছিল আইন করেই। কিন্তু তারা জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা না করে ক্ষমতাসীনদের স্বার্থ রক্ষা করেছে।

এ অবস্থায় আমরা মনে করি, রাজনৈতিক সরকারের জন্য বিচার বিভাগের সংস্কারকাজ বকেয়া রাখা ঠিক হবে না। অন্তত বিচারক নিয়োগ ও আলাদা সচিবালয় প্রতিষ্ঠার কাজটি অন্তর্বর্তী সরকারই করে যেতে পারে।

অনুষ্ঠানে আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ঢালাও মামলা, বিচার বিভাগকে ব্যবহার করে মানুষকে হয়রানি বন্ধ করার কথা বলেছেন। এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের মানসিকতারও পরিবর্তন আনতে হবে। কাজটি কে করবে? আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন। তাই ঢালাও মামলার হয়রানি বন্ধ করতে হলে আইন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

প্রধান বিচারপতি যে সব বিষয় উত্থাপন করেছেন এবং সংস্কার কমিশন যেসব প্রস্তাব করবে তা বাস্তবায়ন করা জরুরি। বিচার বিভাগে জনগণের আস্থার প্রতিফলন ঘটবে এটাই প্রত্যাশা করি.

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো দরকার

ড. এ বি এম রেজাউল করিম ফকির

দীর্ঘ ১৬ বছর আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলের অবসান হলে গত ৮ আগস্ট নতুন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই নতুন সরকারের কাছে জনগণের অনেক চাওয়া। তারা চায় এই সরকার এমন এক বাংলাদেশ নির্মাণ করবে, যেখানে কোনো বৈষম্য থাকবে না, যেখানে মানুষ সুখে-শান্তিতে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারবে। মানুষের চাওয়া-পাওয়ার কথা চিন্তা করে এই সরকার রাষ্ট্রের সংস্কার সাধনের জন্য কিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকার সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, পুলিশ বিভাগ ও দুর্নীতি দমন কমিশন-এই ছয়টি বিভাগকে সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে। সে লক্ষ্যে ছয়টি সংস্কার সহায়ক কমিশন গঠন করেছে, যা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ থেকে স্পষ্ট হয়েছে। সংস্কারের উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপ থেকে সরকারের রাষ্ট্র সংস্কার সম্পর্কিত নীতি স্পষ্ট হয়েছে। সরকারের এই রাষ্ট্র সংস্কার নীতি থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে সরকার কেবল রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন কিছু প্রতিষ্ঠানকে সংস্কারে আগ্রহী।

এ ছাড়া বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে আসা খবরাখবর থেকে জানা যাচ্ছে যে সরকার আর্থিক খাতকে ব্যাপক সংস্কারে আগ্রহী। কিন্তু জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে এমন কোনো খাতকে সংস্কারের কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

জনগণ, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হতে পারে-এমন খাত হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন ও বিতরণ ঘিরে প্রতিষ্ঠিত জটিল রাজনৈতিক বন্দোবস্তের ওপর নির্ভর করে সমাজ নামক সৌধ গড়ে ওঠে।

কাজেই সমাজ অত্যন্ত জটিল। এই জটিল সমাজকে ছয়-সাতটি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানকে সংস্কারের মাধ্যমে মেরামত করা সম্ভব নয়। কাজেই জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয় এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংস্কার করা এই সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। উল্লেখ্য যে উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ বাদে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জনগণের চাওয়া-পাওয়া সীমিত। তাদের চাওয়া-পাওয়া অতি সামান্য।

তাদের চাওয়া-পাওয়া হলো অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবা। কিন্তু দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা খুবই নাজুক।

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো দরকারবস্তুত একটি দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা যদি সুস্থ না থাকে, তাহলে সুস্থ সমাজ ও সুস্থ জাতি গড়ে উঠতে পারে না। বাংলাদেশে কাগজে-কলমে সরকারের অগ্রাধিকার খাত হলো স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা। দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রতিবছর প্রচুর বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়। চলতি বছর এ খাতে বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ ৩৮ হাজার কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ৫.১৯ শতাংশ। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় অব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রশাসন, চিকিৎসক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর কর্তব্যে অবহেলা ও দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা যথাযথভাবে পরিচালিত হয় না। সে জন্য দেশের মানুষ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পায় না। এ কারণে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংস্কার করা প্রয়োজন।

এই স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা সংস্কার পরিকল্পনায় যেসব বিষয় লক্ষ্য হিসেবে নেওয়া প্রয়োজন, তার মধ্যে অন্যতম হলো বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পে সহজ শর্তে ঋণদান, স্বাস্থ্যসেবা প্রশাসনকে জবাবদিহির আওতায় আনা এবং রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের রাষ্ট্র পরিচালিত হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণে বাধ্যবাধকতা আরোপ। দেশে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য বেসরকারি খাতে বড় হাসপাতাল (দুই হাজার বা তদূর্ধ্ব শয্যাযুক্ত) স্থাপনে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সে জন্য রাজধানী থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে ১০০টি হাসপাতাল স্থাপন করা প্রয়োজন। বড় হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগটিকে সফল করতে হাসপাতাল স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তা ব্যক্তি বা করপোরেট প্রতিষ্ঠানকে সহজ শর্তে বড় অঙ্কের মূলধন সরবরাহ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত হাসপাতালগুলোতে জনগণকে প্রদেয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে জবাবদিহির আওতায় আনা প্রয়োজন। এই হাসপাতালগুলোর তদারকি সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের কাছে ন্যস্ত করার মাধ্যমে এই স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যেতে পারে। অন্যদিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হাসপাতালগুলোর স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে গণমুখী করতে রাষ্ট্রের সুবিধাভোগী সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী-কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধি ও তাঁদের পরিবারবর্গকে রাষ্ট্র পরিচালিত হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা ও তাঁদের পরিবারবর্গকে রাষ্ট্র পরিচালিত হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলে রাষ্ট্র পরিচালিত এসব হাসপাতালের উন্নয়নে তাঁদের মধ্যে একটি তাগিদ কাজ করবে। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা উন্নয়নে তাঁদের এই তাগিদের একটি প্রতিফলন দেখা যাবে। ফলে দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবে। এতে দেশের মানুষ সুষ্ঠু স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ পাবে।

দেশের বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা নাজুক বিধায় এই স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা দিন দিন কমছে। সে জন্য মানুষ চিকিৎসা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নানা দেশে চিকিৎসা ভ্রমণে গিয়ে থাকে। বিত্তশালীরা চিকিৎসা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর, লন্ডন বা ব্যাংকক যাচ্ছে। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভারতের বিভিন্ন শহরে যাচ্ছে। কিন্তু যারা নিম্নবিত্ত, তারা বাধ্য হয়ে দেশের এই অসুস্থ হাসপাতালগুলোতে থেকে অপচিকিৎসা গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার অসুস্থতার কারণে দেশের মানুষ চিকিৎসা গ্রহণের জন্য বিদেশমুখী হওয়ায় একদিকে দেশের অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছে, অন্যদিকে দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই দেশে এমন একটি সুষ্ঠু স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেন দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরে আসে। এভাবে যদি মানুষের চিকিৎসার জন্য বিদেশমুখিতা কমে আসে, তাহলে বিদেশে অর্থপাচার রোধ হবে এবং দেশের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট। মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সংস্কার করা প্রয়োজন। কাজেই বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অগ্রাধিকারসম্পন্ন সংস্কার উদ্যোগের একটি হওয়া উচিত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সংস্কার। এই সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে একটি স্বাস্থ্যসেবা সংস্কার কমিশন গঠন করা প্রয়োজন, যেন এই কমিশন বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ত্রুটি মূল্যায়ন করে একটি সংস্কার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে পারে।

লেখক : অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেটে সাংবাদিক হত্যা মামলায় কতোয়ালি থানার সাবেক ওসি গ্রেপ্তার

সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঈন উদ্দিন শিপনকে (৪৩) গ্রেপ্তার করেছে বিজিবি'র টাস্কফোর্স।

গত সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে হবিগঞ্জের মাধবপুরের গোপীনাথপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাধবপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ.কে.এম. ফয়সাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি মঈন উদ্দিন ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় সিলেটে পুলিশের গুলিতে নিহত সাংবাদিক এ টি এম তুরাব হত্যা মামলার ৬ নম্বর আসামি। এছাড়া ওই আন্দোলনে সহিংসতার ঘটনার আরও কয়েকটি মামলায়ও তাকে আসামি করা হয়েছে।

মঈন উদ্দিন গোপীনাথপুর (মাস্টারবাড়ি) গ্রামের ইমাম উদ্দিনের ছেলে।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে ৫৫ বিজিবি'র সহকারী পরিচালক মো. ইয়ার হোসেন জানতে পারেন- গোপীনাথপুররস্থ (মাস্টারবাড়ি) মঈন উদ্দিনের বাড়িতে অবৈধ অস্ত্রের মজুদ রয়েছে। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে বিজিবি'র টাস্কফোর্স সোমবার ভোররাতে সেখানে অভিযান চালায়। এসময় কোনো অস্ত্র পাওয়া না গেলেও ওসি মঈন উদ্দিনকে পেয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের (এসএমপি) অতিরিক্ত উপ-কমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (গণমাধ্যম) বলেন, ৫ আগস্টের পর সিলেট কোতোয়ালি থানা থেকে মঈনকে ওএসডি করে রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে সংযুক্ত করে রাখা হয়। তবে তিনি বাড়িতে কী করছিলেন সে বিষয়ে

কিছু জানা যায়নি।

শেখ হাসিনার পতনের দাবিতে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে ১৯ জুলাই সিলেট মহানগরের বন্দরবাজারে পুলিশের গুলিতে নিহত হন সাংবাদিক এটিএম তুরাব। ঘটনার এক মাস পর নিহতের ভাই আবুল আহসান মো. আযরফ (জাবুর) বাদী হয়ে ১৯ আগস্ট সিলেট অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করেন।

এ মামলায় প্রধান আসামি করা হয় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল। এজাহারে আসামি হিসেবে পুলিশসহ ১৮ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। অজ্ঞাত আসামি করা হয় ২০০ থেকে ২৫০ জনকে।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের মদদপুষ্ট আওয়ামী লীগ দুর্বৃত্তরা ও অবৈধ সরকারের অপেশাদার পুলিশ ও দুর্বৃত্ত দ্বারা ন্যাক্কারজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

আসামিরা সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে একজোট হয়ে বাদীর নিরপরাধ ছোট ভাই সাংবাদিক আবু তাহের মো. তুরাবকে (এটিএম তুরাব) হত্যা করা হয়। দিন দুপুরে শত শত মানুষের সামনে উক্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করতে গেলে ২ থেকে ৫ নম্বর আসামি বাদীকে হত্যার হুমকি দেয়। পরে আসামিরা রাষ্ট্রীয় প্রভাব ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে বাদীকে ঢাকায় নিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করান।

অপরদিকে, ঘটনার পাঁচ দিন পর তুরাবের পরিবারের পক্ষ থেকে ৮-১০ জন পুলিশ সদস্যকে অভিযুক্ত করে কোতোয়ালি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তবে সেটি মামলা হিসেবে গ্রহণ করেনি পুলিশ।

পুলিশ ওই সময় জানায়- আগেই তাদের পক্ষ থেকে বিএনপি ও জামায়াতের ৩৪ জনের নামোল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও কয়েকশকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেছে। তাই তুরাবের ভাইয়ের দায়ের করা অভিযোগটি সাধারণ ডায়েরি হিসেবে রেকর্ড করেছে তারা।

তবে পরবর্তীতে জানা যায়, পুলিশের এজাহারে গুলিতে মৃত্যুর বিষয়টি উল্লেখই নেই। এছাড়া পুলিশের এই মামলা ১ মাস পর্যন্ত কাউকে করেনি তারা। তাই বাধ্য হয়ে তুরাবের পরিবারকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়।

শান্তিগঞ্জে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ অস্বীকার করলেন মাদ্রাসা অধ্যক্ষ

শান্তিগঞ্জ উপজেলার মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ আক্তাপাড়া ফাজিল মাদ্রাসা। প্রায় ৪০ বছর ধরে উপজেলাব্যাপী দ্বীন ইসলামের আলো বিলিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। মাদ্রাসার বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা মইনুল হক ১৯৯৫ সাল থেকে কর্মরত আছেন প্রতিষ্ঠানটিতে। মাদ্রাসাটিকে দাখিল থেকে ফাজিল পর্যন্ত নিয়ে আসতে অনেক পরিশ্রম করেছেন তিনি।

সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ ও নানা অনিয়মের অভিযোগ এনেছেন সদ্য বাতিল হওয়া পরিচালনা কমিটির এক সদস্য। অভিযোগকারীর নাম মো. জালাল মাহমুদ। এ নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন তিনি।

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুকান্ত সাহা। তদন্ত চলমান রয়েছে।

এমন পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসার সুনাম ক্ষুণ্ন করা ও ব্যক্তিগত মানহানি এবং তার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে মিথ্যাচার করা হচ্ছে বলে পাল্টা অভিযোগ করেছেন আক্তাপাড়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মইনুল হক।

তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ মিথ্যা দাবি করে তিনি বলেন, প্রায় ১০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার যে অভিযোগ জালাল মাহমুদ করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমাদের প্রতিষ্ঠানের সকল হিসাব স্বচ্ছ আছে। আমার যোগদানের পর থেকে অনেক কমিটি এসেছে কিংবা এখনো অনেকে আছেন কারো কোনো অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে ছিলই না। মো. জালাল মাহমুদ তার ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে না পেরে একটি মিথ্যা অভিযোগ এনে আমার মানহানি করার চেষ্টা করছেন। সপরিবারে মাদ্রাসা হোস্টেলে থাকার বিষয়ে তিনি যে অভিযোগ করেছেন সেটাও ঠিক না। আমরা মোট ৬ জন শিক্ষক মাদ্রাসায় আবাসিক থাকি। অভিযোগ শুধু আমার ওপর। অথচ আমি কমিটি নিয়ে সভা করে, রেজুলেশনের মাধ্যমে ভাড়ায় সেখানে থাকছি।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত একটি টাকাও নেওয়া হচ্ছে না বা হয় না দাবি করে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে আমরা রশিদ দিচ্ছি না ঠিক, কিন্তু টাকা উত্তোলনের বিষয়গুলো শ্রেণিশিক্ষকরা অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে হাজিরা খাতা, বেতন ও জরিমানা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এসবের তদারকিতে আছেন সহকারী অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান। যে কেউ চাইলে সেই হিসাব দেখতে পারবেন।

অভিযোগপত্রে জালাল মাহমুদ বলেছেন, 'মাদ্রাসার অনুদানের সঠিক হিসাব নাই।' তার এই অভিযোগও মিথ্যা। এ যাবৎ আমাদের কাছে যে যত টাকা অনুদান দিয়েছেন তার সব রশিদ আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। দাতাদের ফোনেও পাঠানো হয়েছে। এখানে অর্থের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

আমার স্ত্রীর নিয়োগের ব্যাপারে অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি নাকি ক্লাস করেন না। তার নিয়োগ সম্পূর্ণ বৈধ। এটি নারী কোটা ছিল। নিয়ম মেনে যোগ্যতার ভিত্তিতেই তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। তার নিয়োগের উপর দুইবার মিনিস্ট্রি অডিট হয়েছে। আর আমাদের নির্দিষ্ট ক্লাস রুটিন আছে। রুটিন অনুযায়ী তিনি ক্লাস করেন। অন্যান্য সহকারী শিক্ষকরা তার প্রমাণ। শিক্ষার্থী মারধর বা অভিযোগকারীকে মারধরের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

অধ্যক্ষ মইনুল হক বলেন, কয়েক বছর পূর্বে জালাল মাহমুদ ও তার ভাই জামিল মিলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সাথে অশালীন আচরণ করেছিলেন। এলাকায় তখন শালিস হয়েছিল। শালিসে তারা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে মাদ্রাসার একটি খাতায় 'বন্ড সই' বা অঙ্গিকার দিয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতে এমন কাজ করবেন না। সেই আক্রোশ থেকে মাদ্রাসার সুনাম ক্ষুণ্ন করতে উঠেপড়ে লেগেছেন তিনি।

অভিযোগকারী মো. জালাল মাহমুদ বলেন, কমিটিতে অনেক মানুষ আছেন, সবার চোখের সামনেই অধ্যক্ষ মইনুল হক দুর্নীতি করছেন, কেউ কোনো কথা বলেন না। প্রথম থেকে আমিই কথা বলে আসছি। আমার চোখে এসব দুর্নীতি ধরা পড়ায় ও আমি কথা বলায় অধ্যক্ষের লোক এওর মিয়াসহ আরও অনেকে আমাকে মারধর পর্যন্ত করেছে। আমার বাড়িতে হামলার প্রস্তুতিও নিয়েছিল তারা। আমি কোনো কথা বললেই তারা আমার কথায় কান না দিয়ে সব প্রশ্ন এড়িয়ে চলতেন। অনেক মিটিংয়ে তারা আমাকে দাওয়াত দিতেন না। শুধু আমি না, আরও দু'জন সদস্য আছেন তারাও নিয়মিত দাওয়াত পেতেন না। আমি ইউএনও স্যার বরাবরে যে অভিযোগ করেছি আশা করি স্যারের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাবো।

শান্তিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুকান্ত সাহা বলেন, মাদ্রাসা বিষয়ে ডিসি অফিসের মাধ্যমে একটি অভিযোগ পেয়েছি। এর তদন্ত এখনো চলমান। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অর্ধ কোটি টাকার ভারতীয় চিনি ও মহিষ সিলেটে জব্দ

সিলেটে অর্ধ কোটি টাকা মূল্যমানের ভারতীয় চোরাই মালামালসহ চিনি ও মহিষ জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের সুরমা বাইপাস এলাকায় অর্ধকোটি টাকার ভারতীয় চোরাই চিনি জব্দ করে জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন-১৯ বিজিবি।

রাতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (১৯ বিজিবি)।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের সুরমা বাইপাস এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ট্রাকটিকে আটক করা হয়। পরে ট্রাক তল্লাশিকালে প্রায় অর্ধকোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় চিনি উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি জানিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসব অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। জব্দ করা চিনি কাস্টমস শুল্ক বিভাগে হস্তান্তর করা হয়। সীমান্তে চোরাচালান বন্ধে এধরনের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে, একই দিন কোম্পানীগঞ্জ এবং গোয়াইনঘাট উপজেলা ও সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভারতীয় চোরাই মালামাল, পশু ও মদ জব্দ করে বিজিবি-৪৮।

অভিযানে কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা হতে ৫৩৮ বস্তা বা ২৬ হাজার ৯০০ কেজি ভারতীয় চিনি, ১৬৭ বোতল ভারতীয় মদ ও ১০০০ কেজি বাংলাদেশি রসুন এবং সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা হতে ১৬টি বড় আকারের মহিষ জব্দ করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো.হাফিজুর রহমান (পিএসসি)।

এর আগে ১৮ সেপ্টেম্বর সিলেট-তামাবিল সড়ক দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে আসা বালুবাহী ট্রাক থেকে প্রায় অর্ধকোটি টাকার ভারতীয় চিনির চালান আটক করেছিলো বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

হবিগঞ্জের সাবেক মেয়র সেলিম রিমান্ডে

হবিগঞ্জে ছাত্র-জনতা আন্দোলনে নিহত মোস্তাক হত্যা মামলায় হবিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র আতাউর রহমান সেলিমের ১ দিনের রিমান্ড মন্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে হবিগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক ফখরুল ইসলাম এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আসামিপক্ষের

আইনজীবী অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় র‍্যাব তাকে ঢাকার মালিবাগ থেকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার সকালে হবিগঞ্জ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। পরে পুলিশ তাকে আদালতে হাজির করে কারাগারে প্রেরণ করেন।

পরদিন বৃহস্পতিবার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে আজ শুনানি শেষে ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

সেলিমের বিরুদ্ধে হবিগঞ্জে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় দুটি হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করা হয়। সরকার পতনের পর থেকেই তিনি পলাতক ছিলেন।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:

Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

রোহিঙ্গা সঙ্কটের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA

বাংলাদেশের জন্যে এ মুহূর্তে যে ক'টি সমস্যা রয়েছে সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে রোহিঙ্গা সঙ্কট। এই সঙ্কটের প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের উপর এবং এই সমস্যা যে জটিল থেকে জটিলতর হবে - তা সহজেই বলা যায়। কেন আমরা এতদিনে এ সঙ্কটের সমাধান করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হলাম; এ সমস্যার সমাধানের পথে কোন কোন বিষয় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এখন আমাদের করণীয় কি - এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরী।

আমাদের মনে থাকার কথা ২০১৬ সালে মিয়ানমার মিলিটারি জান্তাদের দ্বারা অবর্ণনীয় অত্যাচার ও গণহত্যার পরে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশের পরে কফি আনান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল। এই রিপোর্ট প্রকাশ করার দু'দিনের মাথায় আর্সার হামলা দমনের নামে সব চাইতে বড় নৃশংসতা ঘটাল মায়ানমার সেনাবাহিনী। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে কোনো বাড়ীঘরের অস্তিত্ব রাখা হয়নি এবং রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে তাঁদের বসত বাড়ীর খবর নিয়ে পরিচয়ের সত্যতা যাচাই করার যে বিষয়টি ছিল তাও করা তখন অসম্ভব হয়ে পড়েছে - এই অজুহাত মিয়ানমার আমাদের সামনে হাজির করল।

প্রশ্ন হল এর পরে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কি কোনো ধরনের জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল? সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবশ্য জাতিসংঘে ৫টি পয়েন্টের কথা উল্লেখ করেছিলেন যেখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে, রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে ফিরিয়ে নিতে হবে ও ভবিষ্যতে যেনো আবার বাংলাদেশে তাঁদের অনুপ্রবেশ না ঘটে তার বন্দোবস্ত করতে হবে। অথচ পরে কোনো এক অদৃশ্য কারণে চুক্তি করার সময় বাংলাদেশ সরকার সে পয়েন্টগুলোর দিকে মোটেও জোর দেয়নি। বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধানের জন্যে বুদ্ধিমত্তা, সাহস, দেশপ্রেম ও সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা দিয়ে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছে? রোহিঙ্গা ইস্যুতে সর্বশেষ চুক্তিটিও অত্যন্ত খারাপ একটি চুক্তি ছিল।

রোহিঙ্গা ইস্যু কোনো সাধারণ রিফিউজি সমস্যা নয়। বাংলাদেশের উচিত ছিল শুরুর দিকে যখন পুরো বিশ্ব মিয়ানমারের প্রতি নিন্দা জানাচ্ছিল তখন লোহা গরম থাকতেই মায়ানমারকে গণহত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্টে নেওয়ার চেষ্টা করা। অথচ আমরা এটিকে রিফিউজি সমস্যা বানিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করলাম। শুধু চীনের দেওয়া ফর্মুলা অনুযায়ী বার বার একই ভুল করা হয়েছে। অবাক কান্ড হল, চীনের সহায়তায় মিয়ানমার দ্বারা সৃষ্ট যে সমস্যা তার সমাধান করতে বাংলাদেশ চীনেরই দ্বারস্থ হয়েছিল। শুধু কি তা-ই? মিয়ানমারের যে সামরিক জান্তা বাংলাদেশকে এহেন বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিল তাদের সামরিক মহড়া দেখতে মিয়ানমারে সফর করল বাংলাদেশ। ভারত ও পাকিস্তান সেই মহড়ায় যেতে পারে, তাদের যাওয়ার কারণ রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশশের সেখানে যোগ দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল?

গোড়ার প্রশ্ন হচ্ছে, মিয়ানমার কেন বাংলাদেশের সাথে এমন আচরন করল? কারণ মিয়ানমার তা করতে পেরেছে। মিয়ানমার দেখেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে কোনো muscle power নেই, বাংলাদেশশের পেছনে কোনো শক্তিশালী মিত্র নেই। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব আজকের বিশ্বে অনেক দেশের পেছনেই শক্তশালী মিত্রদেশ যয়েছে। সিঙ্গাপোর, কসোভো, ইসরাইল ও তাইওয়ান এ দেশেরগুলোর পেছনে যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে। মিয়ানমার আরো দেখেছে এই অঞ্চলে চীন তার সাথে রয়েছে, এমনকি বাংলাদেশ যাকে বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে মনে করে সেই ভারতও বাংলাদেশের পরিবর্তে গণহত্যাকারী মিয়ানমারের পাশে দাঁড়িয়েছে।

মিয়ানমার জানে বাংলাদেশ কিছুই করতে পারবেনা। তাই রোহিঙ্গা বিষয়টি মিয়ানমারের প্রায়োরিটির মধ্যে পড়ে না। মিয়ানমার যখন প্রথমবার বাংলাদেশের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করল তখন বাংলাদেশ কোনো জোরালো পদক্ষেপ নিল না, দ্বিতীয়বারও কিছু করলনা, তৃতীয়বার বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করার পর বাংলাদেশ ঐ বিমানটিকে ভূপাতিত করতে পারত। তাহলে মিয়ানমারকে একটা বার্তা দেওয়া হত, কিন্তু আমরা মিয়ানমারকে প্রকারান্তরে এমন ইঙ্গিত দিয়েছি যে, আমাদের সাথে যা খুশী করা যেতে পারে। এমন কি তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা মিডিয়াতে এসে বলেছিলেন, "মায়ানমার আমাদের চিরদিনের প্রতিবেশী, তাই তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করা যাবেনা।" সকলের

সাথে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয় - এমন কবিতার মত পররাষ্ট্রনীতি দিয়ে আর যাই হোক দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যায়না।

আসলে আমরা মাঝে মাঝে খুব সহজ, সস্তা ও ভাসা ভাসা বিশ্লেষণ করে থাকি। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল, ভারত বাংলাদেশের চারিদিকে ঘিরে আছে, আমরা ভারতের পেটের মধ্যে ঢুকে আছি ইত্যাদি। অথচ আমরা যদি একটু জুম আউট করি তাহলে দেখতে পারব ভারতও কিন্তু তার চির শত্রু পাকিস্তান ও চীন দিয়ে পরিবেষ্টিত রয়েছে।

ফায়ার পাওয়ার ইনডেক্সে বাংলাদেশ মিয়ানমারের চাইতে বেশ নীচে (যদিও বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল জনশক্তি) অথচ ২৫ বছর আগেও বাংলাদেশশের অবস্থা এই জায়গায় ছিল না। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের নৌবাহিনী সেন্ট মার্টিন দ্বীপ পার হয়ে বহুদূর যেতে পারত। তখন মিয়ানমারের সাহস হত না কিছু করার। এরপরে আমরা যখন কু- রাজনীতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে ব্যস্ত তখন মিয়ানমার তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে বহু গুণ। এখন মিয়ানমার সেন্ট মার্টিনের অংশীদারত্ব দাবী করে এবং দু'বার সেন্ট

মার্টিনকে তাদের মানচিত্রের মধ্যে ঢুকিয়েও ফেলেছিল। বলা বাহুল্য, যদি যুদ্ধ লেগে যায় তাহলে মিয়ানমারের প্রথম টার্গেট হবে সেন্ট মির্টিন দ্বীপ ও বান্দরবান। আমরা তার জন্যে কতটুকু প্রস্তুত?

সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্য যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া তা নয়, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি যুদ্ধ ঠেকাতও সাহায্য করে। ফ্রেডরিক উইলিয়ামস বলেছেন, "Diplomacy without arms is like music without instruments." তাই তো আমরা দেখি একজন মার্কিন কূটনীতিকের কাজ যতটা সহজ, একজন বাংলাদেশী কূটনৈতিকের কাজ ততটা সহজ নয়। এর কারণ হচ্ছে, মার্কিন কূটনীতিক জানেন তাঁর রয়েছে সামরিক শক্তি।

একদিকে চীন তার স্বার্থ নিশ্চিত করতে মিয়ানমারের মিলিটারি জান্তাকেও অর্থ সরবরাহ করে, ওদিকে NUG বা ন্যাশনাশ ইউনিটি গভর্নমেন্টকেও অর্থ সাহায্য করে। কাজেই এখানে চীনের বিনিয়োগ রয়েছে। চীনের কাছে বাংলাদেশের চাইতে মিয়ানমারের কৌশলগত গুরুত্ব বেশী। চীন মিয়ানমারের উপর দিয়ে পাইপ লাইন দিয়ে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে এবং রাখাইনে গভীর সমুদ্র বন্দর করে বঙ্গপোসাগরে সমুদ্র জলসীমার খনিজ সম্পদ দাবী করতে তার আর বাধাও থাকছেনা। অন্যদিকে বাংলাদেশকে ভারত অথবা মিয়ানমারের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের সুযোগ দিতে হত চীনকে।

জরুরী প্রশ্নটা হচ্ছে, ভারত বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র হওয়া সত্বেও ভারত কেন বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াল না? ভারতের কালাদান প্রজেক্টের জন্যে ভারতের মিয়ানমারকে প্রয়োজন। কালাদান প্রজেক্টে রুটটি কোলকাতা হয়ে বঙ্গোপসাগর হয়ে বঙ্গপোসাগরে মিয়ানমারের সিতওয়া বন্দর হয়ে কালাদান নদী হয়ে মিয়ানমারের উপর দিয়ে পালেতওয়া হয়ে ভারতের সেভেনে সিস্টার্সের মীজোরাম পর্যন্ত গিয়েছে। শিলিগুঁড়ি যা চিকেন নেক হিসেবে পরিচিত সেটিকে বাইপাস করে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে সেভেনে সিসটার্সের সাথে যোগাযোগের জন্যে ভারত এই বিনিয়োগ করেছে যাতে চীন কখনো চিকেন নেক আক্রমণ করলে ভারতের সেভেন সিসটার্স যেন ভারতের মূল ভূখন্ড থেকে আলাদা না হয়ে যায়। চীনের সাথে ভারতের সীমান্তে বৈরীতা থাকলেও মায়ানমারকে চীন ও ভারত উভয়েই সাহায্য করছে। এ সাহায্য যে তারা মিলেমিশে একসাথে করছে তা নয়, এটি তারা করছে আলাদাভাবে বা সমান্তরালভাবে।

অতি বাস্তব কথা হল, এ যুগে আমরা একটি নৈরাজ্যকর পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে সবাই যেভাবে পারে নিজের স্বার্থ দেখে চলে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যতক্ষণ সমস্যাটা একার থাকে ততক্ষণ কারো মাথা ব্যাথা থাকে না। আমরা আমাদের মাথা ব্যাথাকে অন্যের জন্যে কিছুটা হলেও মাথা ব্যাথা করে তুলতে পারিনি। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমরা বলছি রোহিঙ্গা ইস্যু একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। এটি একটি ভুল কথা। এটা কারো সমস্যা না, চীনের না, ভারতের না, মিয়ানমারের সমস্যাও না। এই সমস্যা কারো প্রায়োরিটির মধ্যে পড়েনা। কারণ, এটিকে আমরা অন্যের সমস্যা করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছি। যতক্ষণ আমরা আমদের এই সমস্যাকে সীমান্তের ওপারে পাচার করতে না পারব ততক্ষণ এ সমস্যা আমাদেরই বয়ে বেড়াতে হবে।

> "রোহিঙ্গা সঙ্কট কোনো সাধারণ রিফিউজি সমস্যা নয়, এটি একটি গণহত্যার ঘটনা। এ বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে। যে চীন এ সঙ্কটের মূল হোতা তার ফর্মুলা মেনে নিয়ে একই ভুল বার বার করে যাচ্ছে বাংলাদেশ"

আমরা শান্তিপূর্ণভাবে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান চাইতে পারি কিন্তু যা হবার নয় তা প্রত্যাশা করে লাভ নেই। এ ধরনের সমস্যার সমাধানপ শান্তিপূর্ণভাবে হয় না। কিছুটা সংঘাত হয়েই থাকে। সেই সংঘাতের জন্যে আমাদের সামরিক প্রস্তুতি কতখানি রয়েছে? সব চাইতে যে অশনিসংকেত আমি দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে, বাংলাদেশ যদি রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে না পারে তাহলে দু'দিন পরে আসামের মুসলমানদের যখন বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হবে তখন বাংলাদেশ তা কিভাবে ঠেকাবে? রোহিঙ্গাদের রাখলে আসামের মুসলমানদের ঠেকাবেন কোন যুক্তিতে? তাই বাংলাদেশকে আর দেরী না করে এসব বিষয়ে ভাবতে হবে।

এবার সমীকরণে যুক্তরাষ্ট্রকে আনা যাক। যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক ষ্ট্র্যাটেজি থেকে ইন্দো-প্যাসিফিক ষ্ট্র্যাটেজির দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণ হল, তাইওয়ানের চারপাশে জলসীমার উপর আধিপত্য ও মালাক্কা ষ্ট্রেইটের ব্যাপারে চীনের যে লক্ষ্য সেটি অনেকাংশে আন্তর্জাতিক জলনীতির লঙ্ঘন তো বটেই, পাশাপাশি এই বলয়ে মার্কিন আধিপত্যের জন্যেও এটি হুমকির কারণ। এদিকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সংঘাতের সৃষ্টি হলে বাংলাদেশের জন্যে এই অঞ্চলে ভারত ও চীনকে পাবেনা বাংলাদেশ। তাই বলে যুক্তরাষ্ট্রকেও যে আমাদের অনাদিকাল ফ্রি রাইড দিয়ে যেতে হবে - বিষয়টা এমনও নয়। বিষয়টা হচ্ছে, যতটুকু ও যতদিন আমাদের প্রয়োজন হয়। পররাষ্ট্র নীতি একটি dynamic বিষয়। আমরা ছোট দেশ বলে আমাদের এমন মনে ধারণাটি পোষন করা মানায় না - এ কথাটা ঠিক নয় বরং দেশের স্বার্থে ও পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনীতির গতি প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশকেও সেভাবে চলতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মিত্র শক্তিগুলো অনেকে বন্ধু থেকে অ-বন্ধু হয়েছে আবার বিপরীত বলয়ের দেশগুলো কৌশলগত কারণে অনেকে কাছে এসেছে। সেজন্যেই কূটনীতি-বিদ্যাতে বলে, "Foreign policy is a matter of cost and benefit, not theology" অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে, ব্যয় ও সুবিধে বিশ্লেষণের বিষয়, কোনো ধর্ম-বিদ্যা নয়।

লেখক: Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সিনিয়র সংবাদ পাঠক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলামিস্ট।

স্বাস্থ্যখাতকে ঢেলে সাজাতে হবে: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

পোস্ট ডেস্ক : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলছেন, স্বাস্থ্য খাতে অনেক সমস্যা রয়েছে। সকলের সহযোগিতা পেলে স্বাস্থ্য খাতকে ঢেলে সাজানো সম্ভব। আমাদের সবাইকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিয়েও সচেতন হতে হবে।

বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় মুনসেফেরচর কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শনকালে এ তিনি কথা বলেন।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, অল্প বয়সে মেয়েদের বাল্যবিবাহ দিলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ছাড়াও আরও নানা রকম সমস্যা দেয়। গনমাধ্যমসহ সমাজের সবাইকে সচেতনতা সৃষ্টি করে বাল্যবিবাহ রোধে এগিয়ে আসতে হবে।

দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তারের সংকট রয়েছে উল্লেখ করে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা আরও বলেন এগুলো আস্তে আস্তে সমাধান করতে হবে। এছাড়া স্বাস্থ্য উপদেষ্টা হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উপর জোর দেন।

এর পূর্বে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা শিলমান্দি পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, নরসিংদী সদর হাসপাতাল, ১০০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল, মুনসেফেরচর কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. সৈয়দ মো. আমিরুল হক, নরসিংদী পরিবার পরিকল্পনা উপ-পরিচাল নিয়াজুর রহমান, নরসিংদী জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মিজানুর রহমান, শিবপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহ মো. সজীব, নরসিংদী সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মো. আবু কাউছার সুমন, শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মোহাম্মদ মোসতানশির বিল্লাহ, শিবপুর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চয়ন বালাসহ বিভিন্ন কর্মকর্তারা।

ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি বন্ধ চেয়ে হাইকোর্টে রিট

পোস্ট ডেস্ক : ভারতে তিন হাজার টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি বাতিলসহ পদ্মা, মেঘনার ইলিশ রপ্তানিতে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়ে হাইকোর্টে একটি রিট করা হয়েছে। বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান হাইকোর্টে রিটটি করেছেন।

ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমতির প্রতিবাদে লিগ্যাল নোটিশ দেওয়ার পর রিটটি করলেন এই আইনজীবী। এতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আমদানি-রপ্তানির কার্যালয়ের প্রধান নিয়ন্ত্রককে বিবাদী করা হয়েছে।

এই রিটের আগে দেওয়া লিগ্যাল নোটিশে বলা হয় যে, ইলিশ মাছ বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিশাল ও বিস্তৃত সমুদ্র সীমা রয়েছে। ভারতের জলসীমায় ব্যাপকভাবে ইলিশ উৎপাদন হয়। এই বিবেচনায় বাংলাদেশ থেকে ভারতের ইলিশ মাছ আমদানির কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভারত মূলত বাংলাদেশের পদ্মা নদীর ইলিশ আমদানি করে থাকে।

বাংলাদেশে ভারতীয় এজেন্টরা ও মাছ রপ্তানিকারকরা সারা বছর ধরে পদ্মা নদীর ইলিশ মাছ মজুদ করে রাখে এবং বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে পদ্মা নদীর ইলিশ মাছ ভারতে রপ্তানি করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে পাচার করে। বাংলাদেশের পদ্মা নদীর ইলিশ মাছ ভারতে রপ্তানি ও পাচার হওয়ার কারণে বাংলাদেশের জনগণ বাজারে গিয়ে পদ্মার নদীর ইলিশ পায়না। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জনগণকে সামুদ্রিক ইলিশ খেতে হয়, যা পদ্মার ইলিশের মতো সুস্বাদু নয়।

ওই নোটিশে আরো বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসপত্র ভারত থেকে আমদানি করে থাকে কিন্তু ভারত সরকার কখনোই তার নিজের দেশের জনগনের চাহিদা না মিটিয়ে বাংলাদেশে কোন পণ্য রপ্তানি করে না। আর বাংলাদেশের রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ অনুযায়ী ইলিশ মাছ মুক্তভাবে রপ্তানি যোগ্য কোন মাছ নয়। এমতাবস্থায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভারতে ইলিশ মাছ রপ্তানির অনুমতি দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থবিরোধী কাজ করেছেন। তাই এই নোটিশে পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে ভারতে ইলিশ রপ্তানির বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নিতে অনুরোধ

অবৈধ সম্পদের তদন্তে দুদক

প্রতি নিয়োগে ১৬ থেকে ২০ লাখ টাকা নিয়েছেন চবির সাবেক উপাচার্য

পোস্ট ডেস্ক : নানা দুর্নীতির অভিযোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য শিরীণ আখতারের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিটের অনুসন্ধানে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুদকের উপ-পরিচালক আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দুদক সূত্র জানায়, শিরীণ আখতারের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ এবং শিক্ষক নিয়োগ নীতি লঙ্ঘন করে প্রতিটি নিয়োগে ১৬-২০ লাখ টাকা নিয়েছেন এবং এভাবে প্রায় ১০০ জনের বেশি শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ।

জানা যায়, অর্ধকোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ ভবন উদ্বোধন, শেষ কর্মদিবসে বিনা বিজ্ঞাপনে অর্ধ শতাধিক কর্মচারী নিয়োগসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্ত করছে ইউজিসির তদন্ত কমিটি। সূত্রে জানা যায়, শিরীণ আখতার ২০১৯ সালের ৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে তিনি দায়িত্ব ছাড়েন। শিরিণের দুর্নীতি অনুসন্ধানে গত জুনে বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে ইউজিসির গঠিত তদন্ত কমিটি।

অভিযোগ বলছে, শিরীণ আখতার বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, সংঘবিধি ও শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালার তোয়াক্কা না করে বিধি বহির্ভূতভাবে প্রায় শতাধিক শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। ২০২৩ সালের ৪ জুন 'বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে ১৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা খরচ দেখিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। চবির মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদের একাডেমিক ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪৪ লাখ ৫৫ হাজার টাকা ও একই দিনে অন্য একটি সভায় ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা খরচ দেখিয়ে আত্মসাৎ করেছেন।

বিপুল অর্থসম্পদ অর্জনের অভিযোগ

আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে দুদক

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান কর্মকর্তা মাসুদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠেছে। বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সভায় তার বিষয়ে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

দুদকের অভিযোগে বলা হয়, এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম মাসুদের সঙ্গে যোগসাজশে ইসলামী ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে কোটি কোটি টাকা ঋণ উত্তোলন করে বিদেশে পাচার; আবদুল কাদির মোল্লার থার্মেক্স গ্রুপ থেকে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে বিদেশে অর্থ পাচার ও ঘুষের বিনিময়ে জিনাত এন্টারপ্রাইজের বিদেশে অর্থ পাচারের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে মাসুদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।

দুদকের উপপরিচালক আখতারুল ইসলাম অনুসন্ধানের সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিশ্চত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গোয়েন্দা সংস্থার (বিএফআইইউ) প্রধান মাসুদ বিশ্বাস দায়িত্ব গ্রহণের পর স্কাই ক্যাপিটাল এয়ারলাইন্সের বিমান ক্রয়ে সন্দেহজনক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। ঘুষের বিনিময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট প্রেরণ না করে অভিযোগের পরিসমাপ্তি করেন তিনি। এনআরবি কমার্সিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান তমাল পারভেজ ব্যাংক থেকে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা লুটপাটসহ আর্থিক অনিয়মের রিপোর্টকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালার আওতায় গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রেরণ না করে সাধারণ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন হিসেবে প্রেরণের অনুমতি দেন। অনিয়ম ও অস্বাভাবিক মূল্যে বৃদ্ধির কারণে শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিমাদ্রি লিমিটেডের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হয়। ওই স্থগিতাদেশ মাসুদ বিশ্বাস আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেন।

দুদকের উপপরিচালক জানিয়েছেন, তিনি তানাকা গ্রুপ, এস এ গ্রুপ এবং আনোয়ার গ্রুপের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং, অর্থ পাচারসংক্রান্ত সুনির্দিস্ট তথ্য থাকা সত্ত্বেও উক্ত মামলাগুলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট না পাঠিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা নিয়ে নথিভুক্ত করেন। তিনি এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম মাসুদের সঙ্গে যোগসাজশে ইসলামী ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে কোটি কোটি টাকা ঋণ উত্তোলণপূর্বক বিদেশে পাচার করেন। আবদুল কাদির মোল্লার থার্মেক্স গ্রুপ থেকে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করে বিদেশে অর্থ পাচার করেন। জিনাত এন্টারপ্রাইজের বিদেশে অর্থ পাচারের কেস ধামাচাপা দিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছেন বলেও গোয়েন্দা অনুসন্ধানে জানা যায়।

দুদক বলছে, অবৈধভাবে অর্জিত জ্ঞাত আয়-বর্হিভূত সম্পদ রয়েছে বলে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে গোপনে সোর্স ইনফরমেশনের বরাতে প্রাথমিকভাবে সঠিকভাবে পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রকাশ্য অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

গাজায় কন্টেইনারভর্তি ৮৮ লাশ পাঠালো ইসরায়েল

পোস্ট ডেস্ক : ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় কনটেইনারে করে ৮৮ ফিলিস্তিনির মরদেহ পাঠিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। তবে নাম পরিচয় না জানানোয় এসব মরদেহ গ্রহণ করা হয়নি বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। খবর আল জাজিরার।

মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে আরও বলেছে, লাশের পরিচয় জানা একজন মানুষের পরিবারের ন্যূনতম অধিকার। সরায়েল এই মানুষগুলোর নাম-পরিচয়, বয়স এবং তারা কোথায় প্রাণ হারিয়েছে এগুলোর কোনো তথ্য দিচ্ছে না। তাই ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মরদেহবাহী এই কনটেইনার গ্রহণ করেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পরিচয় প্রদান না করা হবে ততক্ষণ মরদেহগুলো গ্রহণ করা হবে না।

দখলদার ইসরায়েল মরদেহ ফেরতে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করেনি। সাধারণত যদি কোনো পক্ষ মরদেহ ফেরত দেয় তাহলে সেগুলো কোনো সংস্থার তত্ত্বাবধানে করা হয়।

আল জাজিরার সাংবাদিক তারেক আবু আজউম বলেছেন, 'মৃতদেহগুলো শনাক্ত করা যাচ্ছে না, কারণ সেগুলোর বেশিরভাগই পচে গেছে। সম্ভবত মরদেহগুলো ইসরায়েলে অনেকদিন ধরে ছিল।'

এভাবে মরদেহ পাঠানোকে 'অমানবিক এবং বেআইনি' কাজ হিসেবে অভিহিত করে গাজার মিডিয়া অফিস বলেছে, মরদেহগুলোর পরিচয় ইসরায়েলকে জানাতে হবে যেন তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদের শনাক্ত করতে পারেন।

দখলদার ইসরায়েল গাজা থেকে প্রায়ই সাধারণ মানুষকে ধরে নিয়ে যায়। যাদের মধ্যে অনেকেই প্রাণ হারান। আবার অনেকে নির্যাতনের শিকার হন।

শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন নতুন প্রেসিডেন্ট দিসানায়েকে

শ্রীলঙ্কার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট অনুড়া কুমারা দিসানায়েকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষমতা গ্রহণের পরদিনই পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছেন। একইসঙ্গে নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাও করেছেন তিনি। আগামী ১৪ নভেম্বর পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ২১ নভেম্বর পরবর্তী পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা হবে।

মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সরকারি এক গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয় বলে রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে।

গত শনিবার শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দিসানায়েকে জয়ী হন। ২০২২ সালে ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে পদত্যাগ করে পালানোর পর এটিই ছিল দেশে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে নিজেকে একজন সংস্কারপন্থী হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন মার্ক্সবাদী দিসানায়েকে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি ক্ষমতায় আসার ৪৫ দিনের মধ্যে সংসদ ভেঙে দেবেন। তার কথায়, 'যে পার্লামেন্টে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন নেই, সে পার্লামেন্ট রাখারও কোনও মানে নেই।'

ভেঙে দেওয়া পার্লামেন্টের ২২৫ আসনের মধ্যে সেই ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) এর আসন ছিল মাত্র তিনটি। তাই পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নিজের নীতি বাস্তবায়নের জন্য নতুন করে জনসমর্থন চাওয়ার দিকে গেলেন তিনি।

এদিকে প্রেসিডেন্ট অনূড়া কুমারা গতকাল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার মিত্র হরিনি আমারাসুরিয়াকে বাছাই করেছেন। শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে তিনিই হলেন তৃতীয় কোনো নারী প্রধানমন্ত্রী।

মধ্যপ্রাচ্যে যেভাবে হিজবুল্লাহর উত্থান, এ বাহিনী কতটা শক্তিশালী?

পোস্ট ডেস্ক : প্রায় এক বছর ধরে গুলি বিনিময়ের পর ইসরায়েল এবং লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ এখন এক ভয়ানক সংঘাতে লিপ্ত, যা পূর্ণ যুদ্ধে পরিণত হবার আশঙ্কা তৈরি করছে। ইসরায়েলের জন্য গাজার হামাসের চেয়ে হিজবুল্লাহ অনেক বেশি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। অনেকে ইরান-সমর্থিত এই সংগঠনকে এ অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী আধা-সামরিক বাহিনী হিসেবে গণ্য করে।আরবি হিজবুল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহর দল।এটি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী একটি শিয়া মুসলিম সংগঠন, যেটি লেবাননের সবচেয়ে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে। একাধারে রাজনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে হিজবুল্লাহ।

গত শতাব্দীর আশির দশকের শুরুতে লেবানন যখন ইসরায়েলের দখলদারত্বের সম্মুখীন হয়, তখন সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ হয়। তবে এর আদর্শিক বীজবপন হয় আরো আগে, ষাট ও সত্তরের দশকে লেবাননে শিয়া ইসলামিক পুনর্জাগরণের দিনগুলোতে।

২০০০ সালে ইসরায়েল সেনা প্রত্যাহার করে নিলে হিজবুল্লাহর ওপরও নিরস্ত্রীকরণের জন্য চাপ বাড়তে থাকে। তারা সেই চাপ প্রতিহত করে সামরিক শাখা 'ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স' এর সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চালিয়ে যায়। কোনো কোনো দিক থেকে লেবানিজ সেনাবাহিনীকেও ছাড়িয়ে যায় তারা। যার প্রমাণ মেলে ২০০৬ সালে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়।

পর্যায়ক্রমে লেবাননের রাজনৈতিক ব্যবস্থারও গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব হয়ে ওঠে হিজবুল্লাহ। এমনকি মন্ত্রিপরিষদে ভেটো দেয়ার ক্ষমতাও তারা বাগিয়ে নিতেও সক্ষম হয়।

ইহুদি এবং ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তুতে বোমা হামলা ও নাশকতার অভিযোগ আছে হিজবুল্লাহ বিরুদ্ধে। পশ্চিমা বিভিন্ন রাষ্ট্র, ইসরায়েল, আরব লীগ এবং আরব দেশগুলো তাদের 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে দেখে। কোনো কোনো লেবানিজও হিজবুল্লাহকে দেশের স্থিতিশীলতার জন্য একটা হুমকি মনে করে। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগঠনটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে।

যেভাবে উত্থান হিজবুল্লাহর

হেজবুল্লাহ প্রতিষ্ঠার দিনক্ষণ সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। ১৯৮২ সালে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠীর আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণ লেবাননে পাল্টা আক্রমণ চালায় ইসরায়েল। সেই সময় লেবাননের প্রভাবশালী রাজনৈতিক সংগঠন আমল মুভমেন্ট থেকে সশস্ত্র লড়াইয়ে বেশি আগ্রহী, এমন একটি অংশ বেরিয়ে যায়।'ইসলামিক আমল' নামে নতুন একটি সংগঠন গড়ে তোলেন তারা।

নতুন সংগঠনটি ইরানের রেভ্যুলশনারি গার্ডের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সামরিক ও সাংগঠনিক সহায়তা পায়। ফলশ্রুতিতে তারা সবচেয়ে কার্যকরী শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যাদের হাতে পরবর্তীতে হিজবুল্লাহ গঠিত হয়।

ইসলামিক আমলের মত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ও তার মিত্র, সাউথ লেবানন আর্মি (এসএলএ) এর ওপর হামলা চালায়। অন্যান্য বিদেশি শক্তিও তাদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়।

১৯৮৩ সালে মার্কিন দূতাবাস এবং ইউএস মেরিন ব্যারাকে বোমা হামলায় তারা জড়িত ছিল বলে অভিযোগ আছে। ওই হামলাগুলোতে ২৫৮ মার্কিন এবং ৫৮ ফ্রেঞ্চ কর্মী নিহত হন। সেই ঘটনার পরম্পরায় পশ্চিমা শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

১৯৮৫ সালে একটি 'খোলা চিঠি' প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয় হিজবুল্লাহ। চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্র এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইসলামের মূল শত্রু বলে চিহ্নিত করে তারা। একই সাথে ইসরায়েল মূসলিমদের ভূমি দখল করে আছে বলে মন্তব্য করে দেশটিকে ধ্বংস করার ডাকও দেওয়া হয় চিঠিতে।

'জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে, মানুষের অবাধ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামিক ব্যবস্থা গ্রহণের' আহ্বানও জানিয়েছিল সংগঠনটি।

লেবাননে গৃহযুদ্ধের অবসান এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালে তায়েফ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী সশস্ত্র সংগঠনগুলোর নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে হিজবুল্লাহ তাদের সামরিক শাখাকে 'ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স' অর্থাৎ, ইসলামিক প্রতিরোধ নামে রিব্র্যান্ড (নতুনভাবে রূপায়ন) করে।

ইসরায়েলের দখলদারত্বের অবসান ঘটানোর জন্য 'ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স' নিবেদিত বলে জানানো হয়। ফলে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ না করে রেখে দেওয়ার সুযোগ পান তারা।

১৯৯০ সালে সিরিয়ার সেনাবাহিনী লেবাননে শান্তি স্থাপনে নিয়োজিত হবার পর হিজবুল্লাহ দক্ষিণ লেবাননে তাদের গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। একই সঙ্গে লেবানিজ রাজনীতিতেও সক্রিয় হতে শুরু করে তারা।

১৯৯২ সালে সফলভাবে জাতীয় নির্বাচনে অংশও নেয়।

অবশেষে ২০০০ সালে ইসরায়েল যখন লেবানন থেকে তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব দেওয়া হয় হিজবুল্লাহকে। সে সময় আবারও হিজবুল্লাহর নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন উঠলেও সেই চাপ প্রতিহত করে গোষ্ঠীটি এবং দক্ষিণাঞ্চলে নিজেদের সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখে। যুক্তি হিসেবে সেবা ফার্ম ও অন্যান্য বিবদমান এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনীর উপস্থিতিকে সামনে আনে তারা।

২০০৬ সালে সীমান্তের অপর পাশে হিজবুল্লাহর সশস্ত্র যোদ্ধাদের আক্রমণে আট ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়, অপহৃত হয় দুইজন। এ ঘটনার তীব্র জবাব আসে ইসরায়েলের দিক থেকে।

দক্ষিণ লেবানন ও বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলে হিজবুল্লাহর শক্ত অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইসরায়েলি

যুদ্ধবিমান। প্রত্যুত্তরে ইসরায়েল অভিমুখে চার হাজার রকেট ছোঁড়ে হিজবুল্লাহ।

৩৪ দিন ধরে চলা ওই সংঘাতে অন্তত ১১২৫ জন লেবানিজ মারা যান, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক। অন্যদিকে, ইসরায়েলে ১১৯ সেনা এবং ৪৫ বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হন।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরও হিজবুল্লাহ টিকে যায় এবং পরবর্তীতে আরো শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হয়। সেই থেকে নতুন নতুন যোদ্ধা সংগ্রহ ও অস্ত্রের উৎকর্ষ ঘটিয়ে সামর্থ্য বৃদ্ধি করে চলেছে তারা।

রাজনৈতিক দর্শন

২০০৮ সালে লেবাননের পশ্চিমা সমর্থিত সরকার হিজবুল্লাহর নিজস্ব টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। গোষ্ঠীটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অভিযোগে বৈরুত বিমানবন্দরের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেন তারা। এর প্রতিক্রিয়ায় রাজধানীর অনেক অংশের দখলে নেয় হিজবুল্লাহ। লড়াই করতে থাকে সুন্নী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ৮১ জন নিহত হয়, দেশ উপনীত হয় গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে।

সংঘাত থামাতে সরকার নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটে এবং হিজবুল্লাহর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তি করতে সম্মত হয়। ওই চুক্তি মন্ত্রিসভার যেকোনো সিদ্ধান্তকে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা দেয় হিজবুল্লাহ ও তার মিত্রদের।

২০০৯ সালের নির্বাচনে সংসদের ১০টি আসনে জিতে জোট সরকারের অংশীদার হয় গোষ্ঠীটি। ওই বছরের শেষ নাগাদ নতুন এক রাজনৈতিক ইশতেহার সামনে আনেন হিজবুল্লাহর সেক্রেটারি জেনারেল শেখ হাসান নাসরাল্লাহ। যেটিকে সংগঠনের 'পলিটিক্যাল ভিশন' বা রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।

১৯৮৫ সালের ইশতেহারের ইসলামিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অংশটুকু বাদ পড়ে নতুন ইশতেহারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য বজায় ছিল। নিজেদের অস্ত্র রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয় এতে।

২০০৫ সালে গাড়ি বহরে বোমা হামলায় মারা যান লেবাননের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরি। ২০০৯ সালে নির্বাচনে জিতে তারই ছেলে সাদ হারিরির প্রধানমন্ত্রিত্বে জোট সরকারে অংশ নেয় হিজবুল্লাহ। কিন্তু রফিক হারিরির ওপর হামলার ঘটনায় তাদের চার সদস্যকে অভিযুক্ত করা হলে ২০১১ সালে হিজবুল্লাহ ও তার মিত্রদের চাপের মুখে সাদ হারিরির সরকার ভেঙে যায়। হারিরি ছিলেন সৌদি আরব সমর্থিত একজন সুন্নি প্রধানমন্ত্রী।

পরবর্তী সরকারগুলোরও অংশীদার হয়ে থেকেছে হিজবুল্লাহ ও এর মিত্ররা। যেখানে তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষণীয়। সিরিয়ার যুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করলে হিজবুল্লাহর হাজার হাজার সদস্য প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের হয়ে লড়াই করতে যায়। বিশেষ করে লেবানিজ সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলে বিদ্রোহীদের কাছে হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার করে দিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তারা। সিরিয়া ও ইরানের সঙ্গে সখ্যতার কারণে প্রতিপক্ষ আরব দেশগুলোর কাছে চক্ষুশূল হয়ে ওঠে হিজবুল্লাহ।

ইসলামিক জীবন ধারার বিস্তার হিজবুল্লাহর অন্যতম অগ্রাধিকার। শুরুর দিকে এর নেতারা লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের শহর-গ্রামে কঠোর ইসলামিক আচরণবিধি আরোপ করতেন। যদিও ওই অঞ্চলের সবার কাছে সেটি জনপ্রিয়তা পায়নি।

তবে হিজবুল্লাহ জোর গলায় বলে, তাদের তৎপরতাকে লেবানিজদের ওপর ইসলামিক সমাজ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হিসেবে দেখা ঠিক হবে না।

হিজবুল্লাহ কতটা শক্তিশালী?

হিজবুল্লাহ বিশ্বের সবচেয়ে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অরাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীর একটি, যেটিকে অর্থায়ন করেছে ইরান।

শিয়া ধর্মগুরু ও হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরাল্লাহর দাবি, সংগঠনটির এক লক্ষ যোদ্ধা রয়েছে, যদিও অনুমান করা হয়, সংখ্যাটি ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এদের অনেকেই বেশ প্রশিক্ষিত ও দক্ষ যোদ্ধা, এবং সিরিয়ার গৃহযুদ্ধেও লড়াই করেছে তারা।

সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ থিঙ্ক ট্যাঙ্কের তথ্য অনুসারে, হিজবুল্লাহর আনুমানিক ১ লাখ ২০ হাজার থেকে ২ লাখ রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। তাদের অস্ত্রাগারের বেশিরভাগই ছোট, অনির্দেশিত, আর্টিলারি রকেট।

তবে হিজবুল্লাহর বিমান বিধ্বংসী ও জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি ইসরায়েলের গভীরে আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে বলেও মনে করা হয়। গাজায় হামাসের তুলনায় অনেক বেশি অত্যাধুনিক অস্ত্র রয়েছে হিজবুল্লাহর কাছে।

সূত্র: বিবিসি বাংলা ও ভয়েস অব আমেরিকা

বেনিফিট জালিয়াতি রোধে কঠোর হচ্ছে

ব্যক্তিগত তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছে ভাগ করা না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।

প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে?

ক্যাম্পেইন কর্তারা সতর্ক করেছে যে প্রস্তাবগুলি গোপনীয়তার লঙ্ঘন হতে পারে, অন্যরা বলে যে যে ভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে তাদের জন্য "কলঙ্কজনক" যারা বৈধভাবে দাবি করে।

একজন মুখপাত্র, একটি দাতব্য সংস্থা যারা আর্থিকভাবে লড়াই করছে তাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, ইয়াহু নিউজ ইউকে বলেছেন: "লোকেরা তাদের কাছে উপলব্ধ সমর্থন অ্যাক্সেস করতে সমর্থিত এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের উচিত সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে কলঙ্কজনক ভাষা ব্যবহার করা এড়ানো, যা আরও বেশি লোককে তাদের প্রয়োজনীয় সমর্থন থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে এবং আরও পরিবারকে দারিদ্র্যের মধ্যে আটকে রাখতে পারে।"

প্রতিবন্ধী দাতব্য স্কোপ বলেছে যে ডিডব্লিউপি এবং বেনিফিট সিস্টেমের প্রতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আস্থা "সর্বকালের কম এবং পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন"। একজন মুখপাত্র যোগ করেছেন: "জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় ইতিমধ্যে অক্ষম ব্যক্তিদের ব্রেকিং পয়েন্টের বাইরে ঠেলে দিয়েছে।"

পাবলিক অ্যান্ড কমার্শিয়াল সার্ভিসেস (পিসিএস) ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ফ্রান হিথকোট বলেছেন, ডিডব্লিউপি এবং জব সেন্টারের কর্মীরা "মানুষকে সাহায্য করতে চায়, তাদের নিয়ে যেতে নয়"।

তিনি বলেছিলেন যে যুক্তরাজ্যের "ইউরোপে কিছু নিম্ন স্তরের সুবিধা রয়েছে", যোগ করে: "যারা বেশি দাবি করে তারা প্রায়শই ভুল করে, একটি জটিল ব্যবস্থা নেভিগেট করতে সংগ্রাম করে, অথবা তারা আমাদের দারিদ্র্যের সমাপ্তি ঘটাতে পারে না বলে- স্তরের সুবিধা। সরকারের উচিত আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কম শাস্তিমূলক এবং আরও সহায়ক করার দিকে মনোনিবেশ করা।

সিল্কি কার্লো, গোপনীয়তা প্রচারক বিগ ব্রাদার ওয়াচের পরিচালক, দ্য গার্ডিয়ানকে বলেছেন যে সরকারের "ইতিমধ্যে সন্দেহভাজনদের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট তদন্ত করার শক্তিশালী ক্ষমতা রয়েছে"। তিনি বলেছিলেন যে নতুন ক্ষমতার অর্থ হল লক্ষ লক্ষ "গুপ্তচরবৃত্তি" করা হবে, দাবি করে "সম্পূর্ণ জনসংখ্যার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি কোনও ভাল কারণ ছাড়াই পর্যবেক্ষণ করা হতে পারে"।

বুধবার প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, প্রধানমন্ত্রী বিবিসি রেডিও -এর টুডে প্রোগ্রামে বলেছিলেন যে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধার দাবিদারদের কাজের সন্ধান করতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে এই লোকেদেরও "সমর্থন দরকার" - তবে স্বীকার করেছেন যে "কঠিন মামলা হবে" এবং যারা সুবিধা দাবি করছেন তাদেরও কাজের সন্ধান করা উচিত।

স্বাস্থ্য সচিব ওয়েস স্ট্রিটিংও স্কাই নিউজকে বলেছিলেন যে অসুস্থতার পরে লোকেদের দ্রুত কাজে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি সরকারের উপর নির্ভর করে - তবে বলেছিলেন যে মন্ত্রীরা সুবিধা জালিয়াতি "সহ্য" করবেন না।

বিমানবন্দরে রেমিট্যান্স যোদ্ধারা

মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া এবং ফেরত আসা একজন কর্মী ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পাবেন। লাউঞ্জ ব্যবহার করতে দেয়ার বিষয়ে আমরা পরে চিন্তা করছি, এটা অনেক পরের কাজ। আগামী দুই সপ্তাহ থেকে এক মাসের মধ্যে আমরা এটা করবো, বিমানবন্দরে যাওয়ার পর একজন কর্মীর যে অসহায় অবস্থা তৈরি হয় সেটি দূর করবো।

তিনি বলেন, কর্মী কোন গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন, চেকইন কীভাবে করবেন, ফর্ম পূরণ করা লাগলে কীভাবে করবেন, ইমিগ্রেশনে কোনো কাগজ চাইলে কীভাবে সেটি করবেন এসব কাজে নিয়োজিত থাকবে বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক। দরকার পড়লে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ট্রেনিং দিয়ে নতুন লোক নিয়োগ করবো। আমরা এটি দুই সপ্তাহ থেকে এক মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করবো। একজন প্রবাসী যেন কোনো অবস্থাতেই এয়ারপোর্টে হয়রানির শিকার না হন, অপমানিত বোধ না করেন এই ব্যাপারে আমাদের জিরো টলারেন্স থাকবে। এটা আমরা অবশ্যই নিশ্চিত করে ছাড়বো।

উপদেষ্টা বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় যেসব প্রবাসীরা জীবন এবং জীবিকার রিস্ক নিয়ে বিদেশে জেল খেটেছেন তাদের এই সেক্রিফাইস আমরা সবাই মনে রেখেছি। তাই আজকে তাদের বিষয়ে আমরা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ৫৭ জন যারা ফেরত এসেছেন তাদের বাইরে আমরা মোট ৮৭ জনকে এনলিস্ট করেছি। এই ৮৭ জনকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের প্রবাসী কল্যাণে যেসব স্কিম আছে তার অধীনে সাহায্যের পাশাপাশি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কল্যাণ বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চাকরি কিংবা ব্যবসা করাসহ অন্য যেকোনো দেশে, যেখানে তারা যেতে পারবেন সে ব্যবস্থা করা হবে। মোট কথা, তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

আসিফ নজরুল বলেন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে আগে শুধুমাত্র ঋণ পরিশোধের জন্য প্রবাসীরা টাকা পাঠাতে পারতেন। এখন থেকে প্রবাসীরা এই ব্যাংকে ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে রেমিট্যান্সও পাঠাতে পারবে, এ ব্যবস্থা করেছি। এই বিষয়ে বেসরকারি সিটি ব্যাংক আমাদের সহযোগিতা করেছে। পাশাপাশি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রবাসীদের এতদিন যে ঋণ দিতো, তাদের সঙ্গে দেশের বৃহৎ আরও ১২ ব্যাংকও প্রবাসীদের ঋণ দেবে। এসব বিষয়ে ব্যাংকগুলোর সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। প্রবাসীদের অনেক বেশি ঋণের প্রয়োজন আছে। ব্যাংকগুলোর সঙ্গে কথা বলে আমরা জেনেছি ঋণ দেয়ার জন্য এক ধরনের গ্যারান্টির প্রয়োজন আছে, যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে কথা বলে আমরা জানতে পেরেছি, খুব দ্রুত এই ক্রেডিট গ্যারান্টির বিষয়ে সমাধান হবে। তিনি বলেন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের আরও কোনো শাখা না খুলে আমরা সোনালী ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকে প্রস্তাবনা দিয়েছি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে যেসব জায়গায় সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক আছে, সেখানে গ্রাহকরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সুযোগ সুবিধা পাবে।

সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি ফেরত পাঠাতে

বাংলাদেশের

জনগণের কাছে ফেরত দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বৃটিশ এমপি আফসানা বেগম।

২৪শে সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির মহাপরিচালক গ্রায়েম বিগারের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি এসব সহায়-সম্পত্তির বিষয়ে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা জানতে চেয়েছেন। আফসানা বেগম মনে করেন, বাংলাদেশের সাবেক এই মন্ত্রীর এসব সম্পত্তিতে দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অপরাধের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে।

চিঠিতে তিনি আরও বলেছেন, সমপ্রতি বাংলাদেশের ছাত্র নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানে নিরাপত্তারক্ষাকারী বাহিনীর দমন-পীড়নে কয়েকশ' মানুষ নিহত হন। এরপর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যান। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর ব্যাপক এসব দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

আফসানা বেগম বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি সাইফুজ্জামান চৌধুরী, যিনি বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী, ইতিমধ্যেই তিনি কর সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের অধীনে রয়েছেন, বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অর্থ-আত্মসাতের অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করছে এবং দাবি করেছে যে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী যুক্তরাজ্যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার পাচার করেছেন।

তিনি আরও বলেন, এইচ এম ল্যান্ড রেজিস্ট্রি এবং ইউকে কোম্পানি হাউসের রেকর্ডগুলোর বিষয়ে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলো কমপক্ষে ২৮০টি সম্পত্তি রয়েছে, যার বাজার মূল্য ১৫ কোটি পাউন্ডেরও বেশি। আল-জাজিরার তদন্তে আরও জানা গেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী আমার নির্বাচনী এলাকা পপলার ও লাইম হাউসে ৭৪টি সম্পত্তির মালিক হয়েছেন।

বৃটিশ ওই এমপি আরও লিখেছেন, আমি বিশ্বাস করি, প্রশ্নবিদ্ধ এসব সম্পত্তি বাংলাদেশের। সেগুলো বাংলাদেশের জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেয়া উচিত, যাতে তারা গণতন্ত্র ও নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত একটি সমাজের জন্য কাজ করতে পারে। দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের জীবনমান, কর্মস্থলের অধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

এনসিএ মহাপরিচালকের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যেহেতু বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন অন্যায়ভাবে অর্জিত তহবিল পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চাইছে, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো যদি আপনি স্পষ্ট করেন, সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং এই দুর্নীতির তদন্তে অভিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের যুক্তরাজ্যভিত্তিক সব সম্পদ তদন্ত ও জব্দ করার জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, এই তহবিল জব্দ ও প্রত্যর্পণ করা শুধু ন্যায়বিচারের জন্যই নয়, বাংলাদেশের জনগণের অধিকারের ভবিষ্যতের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে, এটি যুক্তরাজ্যের সুনাম ও আন্তর্জাতিক অবস্থানের জন্যও অপরিহার্য।

আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে সংস্কার বা

পর ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা।

সোমবার রয়টার্সে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে সেনাপ্রধান বলেছেন, বাংলাদেশে 'দেড় বছরের মধ্যেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণ হওয়া উচিত' বলে তিনি মনে করেন। তবে 'পরিস্থিতি যাই হোক না কেন' তিনি (সেনাপ্রধান) মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাবেন।

ওই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় মঙ্গলবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রয়টার্সকে দেয়া সাক্ষাৎকারে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, 'শেষপর্যন্ত আমরা একটা সময়সীমা পেয়েছি, এতে আমি খুশী। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি অসাংবিধানিক, অনির্বাচিত সরকার দেশে নানা সংস্কারের কথা বলছে, যা পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করে তুলবে।'

সজীব ওয়াজেদ বাংলাদেশে সেনা অভ্যুত্থানের অতীত কিছু উদাহরণও তুলে ধরেন। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ বাহিনী অকার্যকর হয়ে পড়লে সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে।

সজীব ওয়াজেদ বলেছেন, 'দেশের সবচেয়ে পুরনো এবং বৃহত্তম রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে কোন গ্রহণযোগ্য সংস্কার বা নির্বাচন করা অসম্ভব।'

তিনি বলেন, 'এটা অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর নির্ভর করছে যে, তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা করবে নাকি তাদের মতো করে নির্বাচন আয়োজন করবে।'

গত মাসে রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সজীব ওয়াজেদ দাবি করেছিলেন যে, শেখ হাসিনা দেশে ফিরে বিচারের মুখোমুখি হবেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিতে চায়।

বাংলাদেশের গণআন্দোলনের সময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শেখ হাসিনার বিচার দাবি করছে শিক্ষার্থীরা।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন কি না, মঙ্গলবার জানতে চাওয়া হলে সজীব ওয়াজেদ বলেছেন, 'এটা তার (শেখ হাসিনা) সিদ্ধান্ত। এই মুহূর্তে আমি আমার দলের লোকজনকে নিরাপদে রাখতে চাই। ইউনূস সরকার তাদের ওপর যে নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে, সেটাকে আমি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে চাই।

ওই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় মঙ্গলবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রয়টার্সকে দেয়া সাক্ষাৎকারে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, 'শেষপর্যন্ত আমরা একটা সময়সীমা পেয়েছি, এতে আমি খুশী। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি অসাংবিধানিক, অনির্বাচিত সরকার দেশে নানা সংস্কারের কথা বলছে, যা পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করে তুলবে।'

সজীব ওয়াজেদ বাংলাদেশে সেনা অভ্যুত্থানের অতীত কিছু উদাহরণও তুলে ধরেন। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ বাহিনী অকার্যকর হয়ে পড়লে সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে।

সজীব ওয়াজেদ বলেছেন, 'দেশের সবচেয়ে পুরনো এবং বৃহত্তম রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে কোন গ্রহণযোগ্য সংস্কার বা নির্বাচন করা অসম্ভব।'

তিনি বলেন, 'এটা অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর নির্ভর করছে যে, তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা করবে নাকি তাদের মতো করে নির্বাচন আয়োজন করবে।'

গত মাসে রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সজীব ওয়াজেদ দাবি করেছিলেন যে, শেখ হাসিনা দেশে ফিরে বিচারের মুখোমুখি হবেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিতে চায়।

বাংলাদেশের গণআন্দোলনের সময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শেখ হাসিনার বিচার দাবি করছে শিক্ষার্থীরা।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন কি না, মঙ্গলবার জানতে চাওয়া হলে সজীব ওয়াজেদ বলেছেন, 'এটা তার (শেখ হাসিনা) সিদ্ধান্ত। এই মুহূর্তে আমি আমার দলের লোকজনকে নিরাপদে রাখতে চাই। ইউনূস সরকার তাদের ওপর যে নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে, সেটাকে আমি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে চাই।

১০ লাখ মৌসুমী শ্রমিক নেবে দক্ষিণ

সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার দক্ষিণ কোরিয়া থেকে খণ্ডকালীন কর্মীর চাহিদা আসছে নিয়মিত। তবে একটি সমঝোতা স্মারকের অভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রমবাজার হাত ছাড়া হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মৌসুমী শ্রমিক বিনা খরচে দেশটি যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হলেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীরা যেতে পারছে না। দক্ষিণ কোরিয়ায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় বোয়েসেলের (বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড) মাধ্যমে ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে স্বল্প সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী দেশটিতে যাচ্ছে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ব্যুরো (বিএমইটি) সূত্র জানায়, ২০২৩ সালের ১ জুন থেকে গত ২৮ জুলাই পর্যন্ত বোয়েসেলের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩ হাজার ৭৫৩ জন কর্মী চাকরি লাভ করেছে। দেশটির শ্রমবাজার ধরে রাখতে হলে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করতে হবে।

কোরিয়ান ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নেই, লাগবে না কর্মদক্ষতারও। দেশটিতে মৌসুমী কর্মী (৮ মাস) প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টি হলে রেমিট্যান্সের পাল্লা ভারি হবে। বিনা খরচে নামমাত্র সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে দেশটিতে মৌসুমী কর্মী চাকরি লাভ করলে প্রতি মাসে তারা বেতন পাবেন দেড় লাখ টাকা। অর্থাৎ আট মাসে ১২ লাখ টাকা রোজগার করবে। এটা দেশের রেমিটেন্সকে আরও মজবুত করতে পারবে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় শুঁটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ, সবজি বাগান ও বাজারজাতকরণের মতো কাজে খণ্ডকালীন কর্মী (মৌসুমী) নেওয়া হচ্ছে। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভিয়েতনাম, চীন, ফিলিপাইন, ভারতসহ কয়েকটি দেশ থেকে এসব খাতে কর্মী যাচ্ছে এখন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে খণ্ডকালীন কর্মীর চাহিদা আসছে নিয়মিত। নিয়োগকর্তার খরচে আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়া ও উচ্চ বেতনের সুযোগ আছে দেশটিতে বাংলাদেশি কর্মীর। তবে অনুমোদন জটিলতায় দেশটিতে কর্মী পাঠাতে পারছে না বেসরকারি খাতের রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো। একটি এজেন্সি দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের সত্যায়নের পর অনুমোদন পেলেও ভিসা জটিলতায় কোনো কর্মী পাঠাতে পারেনি।

আজমেরি ওভারসিজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ এম মাসুদ বলেন, গত বছর দুই হাজারের বেশি কর্মী পাঠানোর চাহিদা পেয়েছিল বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি কেএম ইন্টারন্যাশনাল। তারা আগ্রহী কর্মীদের কাছ থেকে ৭০০ কর্মীর পাসপোর্ট জমা নেয়। এরপর দুই দফায় ৮০ জন কর্মীর চাহিদাপত্রের বৈধতা যাচাইয়ের পর তা সত্যায়ন করে মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয় কোরিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম শাখা। এর ভিত্তিতে কর্মী পাঠানোর অনুমোদন দেয় প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়। তবে কোরিয়ার দূতাবাস কোনো কর্মীর ভিসা দেয়নি। কারণ, কর্মীর নিয়োগপত্র ছিল ৯০ দিনের জন্য। এ ক্ষেত্রে তাদের সি-৪-৫ ভিসার প্রয়োজন হয়। এটি মাত্র তিন মাসের জন্য, যা কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কাউকেই দিচ্ছে না কোরিয়া। খ-কালীন কর্মীর জন্য ই-৮ ভিসা অনুমোদন করে কোরিয়া। এতে আট মাস কাজ করার সুযোগ পান একজন কর্মী। কিন্তু এ ভিসার জন্য দেশটির স্থানীয় সরকার বিভাগের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি থাকতে হবে।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, সরকারিভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে কর্মী নেওয়ার পাশাপাশি দেশটির স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে কৃষি খাতে কর্মী নেয় কোরিয়া। এর জন্য ওই দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মী পাঠানো দেশটির স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি সমঝোতা স্মারক সই করতে হয়। এখন দেশটির স্থানীয় সরকার বিভাগের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সইয়ের আলোচনা চলছে।॥

বাংলাদেশ সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ

চলাকালে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য শহর ও নগরের দেয়ালে তরুণ শিক্ষার্থীদের আঁকা সেরা কিছু শিল্পকর্মের ছবি স্থান পেয়েছে।

তরুণ চিত্রশিল্পীদের আঁকা-লেখায় ঢাকা সারা দুনিয়ার গ্রাফিতি রাজধানী হিসেবে পরিচিতি পায়। দেয়ালগুলো পরিণত হয় প্রতিবাদ-বিক্ষোভের বিশাল ক্যানভাসে। সরকারকে নানা শক্তিশালী বার্তা দিতে তারা বিভিন্ন সৃজনশীল ও হৃদয়গ্রাহী শ্লোগান ও কবিতা লিখেছে। এসব বার্তা যেন বিপ্লবের চেতনা ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষার শিল্পিত প্রতিফলন। ছাত্ররা দেশবাসীর সমর্থন আদায়ে শিল্পকর্মের মাধ্যমে মুক্তির বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল।

ছাত্রদের মনের মাধুরী মিশিয়ে দেয়ালে-দেয়ালে ফুটিয়ে তোলা স্বপ্ন-বাসনার এসব নান্দনিক ও নজর-কাড়া চারুকলা গোটা ঢাকা শহরের চেহারা পাল্টে দেয়। এর মধ্যে অনেক গ্রাফিতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। প্রশংসা কুড়ায় সর্বস্তরের মানুষের।

জাতিসংঘ মহাসচিবের সংবর্ধনায় ড. ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আয়োজিত সংবর্ধনায় যোগ দেন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকাল ৮টায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়, যেখানে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে যোগদানকারী বিশ্ব নেতাদের স্বাগত জানান সংস্থাটির মহাসচিব। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউনূস ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা, মরিশাসের প্রেসিডেন্ট পৃথ্বিরাজ সিং রূপণ এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার সম্পর্কিত হাই কমিশনার ভলকার টুর্কসহ অন্যান্যদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে যোগ দিতে অধ্যাপক ইউনূস গতকাল সোমবার নিউইয়র্ক পৌঁছান। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের আমন্ত্রণে তিনি সংস্থাটির ৭৯তম অধিবেশনে যোগদান করেন।

জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে বৈঠক বৃহস্পতিবার

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের সাথে বৈঠক করবেন। প্রধান উপদেষ্টার নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে জাতিসংঘ সচিবালয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া প্রধান উপদেষ্টা ২৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শেহবাজ শরিফ ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা এবং ২৬ সেপ্টেম্বর নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী ডিক স্কুফের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক সময় সকাল ১০ টায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেবেন। এদিনই তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ছেড়ে যাবেন বলে জানা গেছে।

সংস্কার নিয়ে ঐকমত্য ও ভোটার তালিকা হলে নির্বাচনের তারিখ

তিনি বলেন, আইএমএফ বাংলাদেশ সরকারের জন্য আর্থিক সহায়তা দ্রুততর করবে।

প্রধান উপদেষ্টা ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভাকে বাংলাদেশের পূর্ববর্তী স্বৈরশাসন উৎখাত করা ছাত্র নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে ব্রিফ করেন। তখন ক্রিস্টালিনা তাঁকে বলেন, 'এটি একটি ভিন্ন দেশ। এটি বাংলাদেশ ২.০।'

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবহন উপদেষ্টা ড. ফাওজুল কবির খান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান আইএমএফের প্রধানকে বলেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার মাত্র এক সপ্তাহ সময়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অপরাধের 'দুর্গ' গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

আন্দোলন গোছানো ছিল: ক্লিনটনকে ড. ইউনূস

বাংলাদেশের তরুণেরাই নতুন বাংলাদেশ গড়বেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সম্প্রতি ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ আন্দোলন খুব পরিকল্পিতভাবে (অগোছালো নয়) চালিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিছুই হঠাৎ হয়নি।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছেন ড. ইউনূস। গতকাল মঙ্গলবার নিউইয়র্কে দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের প্রতিষ্ঠান 'ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ'-এর একটি আয়োজনে অংশ নেন তিনি। সেখানেই অধ্যাপক ইউনূস এ কথাগুলো বলেন। জ্যাকসন হাইটসে আয়োজন করা হয় এ অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বিল ক্লিনটনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও সম্পর্কের প্রথম দিনের গল্প, যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কাহিনি এবং বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের নানা বিষয় তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে ড. ইউনূস তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলার ফাঁকে সফরসঙ্গীদের দুইজনকে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রধান উপদেষ্টা তাঁর বিশেষ সহকারী মো. মাহফুজ আলমকে সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার আন্দোলন ও পরে সরকার পতনের আন্দোলনের কারিগর হিসেবে উল্লেখ করেন।

কথা বলার একপর্যায়ে মাহফুজকে সামনে এগিয়ে দিয়ে ড. ইউনূস বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানের পেছনের কারিগর মাহফুজ। যদিও মাহফুজ সব সময় বলে, সে একা নয়, আরও অনেকে আছে। যদিও সে গণ-অভ্যুত্থানের পেছনের কারিগর হিসেবে পরিচিত।'

ড. ইউনূস আরও বলেন, 'এটি (ছাত্র আন্দোলন) খুব গোছানো ছিল। এমনকি লোকজন জানতেন না, কারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাই, আপনি একজনকে ধরে ফেলে বলতে পারবেন না, ঠিক আছে, আন্দোলন শেষ। তাঁরা যেভাবে কথা বলেছেন, তা সারা বিশ্বের তরুণদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

২৯ সেপ্টেম্বর ইউবিএম বিজনেস এন্ড অন্ট্রাপ্রেনার এক্সপো ২০২৪

প্রবেশাধিকার।

সংবাদ সম্মেলনে ইউকে বাংলা মার্কেটপ্লেসের সিইও আরো বলেন, বৃহৎ আকারের এই এক্সপোকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এই মেলায় অংশগ্রহণকারীদের নেটওয়ার্কিং এবং ব্যবসায়িক বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করতে সাহায্য করবে।

তিনি বলেন, , ইউবিএম বিজনেস এক্সপো ২০২৪-এ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনের মধ্যে রয়েছে, বিভিন্ন ব্যবসায়িক স্টল যেখানে উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য ও সেবাগুলো প্রদর্শন করতে পারবেন। এছাড়াও থাকছে প্রোডাক্ট লঞ্চ করার জন্য নির্ধারিত স্টল, নতুন পণ্য বা সেবা লঞ্চ করার সুযোগ, নেটওয়ার্কিং ও মার্কেটিং স্টল, ডিজিটাল মার্কেটিং সুবিধা, প্যানেল ডিসকাশন, সফল উদ্যোক্তাদের গল্প শোনার সুযোগ, প্রেজেন্টেশন ও পিচিং সেশন, ফান্ডিং এবং ইনভেস্টমেন্ট সংক্রান্ত আলোচনা, লিগ্যাল ও ফিনান্স কনসালটেশন। এছাড়াও থাকছে ৮ টি ক্যাটাগরিতে বিশেষ পুরস্কার।

২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিজনেস এক্সপোতে বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে ৮টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কার প্রদানের বিষয়গুলো হল ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড, পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ড, সেরা স্টার্ট আপ এওয়ার্ড, সেরা কালিনারি এক্সপেরিয়েন্স, কমিউনিটি চয়েস অ্যাওয়ার্ড, সোশ্যাল বিজনেস অব দা ইয়ার, সাকসেস বিজনেস অব দ্যা ইয়ার এবং এন্ট্রোপ্রোনার অব দ্যা ইয়ার।

তিনি জানান, এই পুরস্কারগুলো বিজনেস এক্সপোকে একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ ইভেন্ট হিসেবে গড়ে তুলবে এবং আগামীতে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য তরুনদের অনুপ্রেরনা জোগাবে।

সংবাদ সম্মেলনে ইউবিএম টিম এর পক্ষ থেকে জানানো হয়,ইভেন্টের দিন ভেন্ডর বা বিক্রেতা বেশ কিছু বিশেষ সুবিধা পাবেন, যেমন ব্যবসার লোগো প্রদর্শন, বিক্রেতার ব্যবসার ভিডিও প্রমোশন, মূল মঞ্চে ভেন্ডরদের বা অংশগ্রহণকারীদের ব্যবসা সম্পর্কে উপস্থাপনের সুযোগ।

এসময় ইউকে বাংলা মার্কেটপ্লেসের সিইও আকরামুল হোসেন উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য বলেন, এটা এমন একটা আয়োজন হতে যাচ্ছে যেটি লন্ডনে বসবাসরত তরুন উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ একটা সুযোগ হিসাবে কাজ করবে এবং তাদের বিজনেস ক্যারিয়ার গড়ার দারুন সুযোগ করে দিবে। তিনি আরো বলেন, কমিউনিটির সকল ব্যবসায়ীকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

সংবাদ সম্মেলনে ইউকেবাংলা মার্কেটপ্লেস কর্তৃপক্ষ সহ আরো উপস্থিত ছিলেন পে ট্যাপে ফাউন্ডার এন্ড ডিরেক্টর সাহেদ উদ্দিন, বিজনেস এক্সপোর কো স্পন্সর মজো কোম্পানির ইউকে পরিচালক মেঘলা, ষ্টল কোর্ডিনেটর তানিয়া আলী, ইউকে বাংলা মার্কেটপ্লেস পি আর লিড জান্নাতুল ফেরদৌস, টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, সাপ্তাহিক নতুন দিনের প্রতিষ্টাতা মুহিব চৌধুরী, এলবিপিসির সাধারণ সম্পাদক তাঈসির মাহমুদ, সিনিয়র সাংবাদিক মুসলেহ আহমেদ, রহমত আলী, আব্দুল মুমিন ক্যারল, মেজবাহ জামাল, টিভি ওয়ানের রিপোর্টার জাকির হোসেন কয়েস, এনটিভি ইউরোপের মাসুদুজ্জামান, চৌধুরী মুরাদ, আব্দুল হান্নান, আলাউর রহমান শাহীন, এ এস এম মাসুম, আব্দুল কাইয়ূম, এনাম চৌধুরী, হাসনাত চৌধুরী, সারোয়ার হোসেন, হেফাজুল করিম রাকিব প্রমুখ। এক্সপো দুপুর ১২ টা থেকে চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত।

টাওয়ার হ্যামলেটস ব্যবসার জন্য উন্মুক্তঃ চালু হলো ৪টি প্রকল্প

করতে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের সেই সকল বাসিন্দা এই প্রকল্পগুলোর সুবিধা পাবেন যাদের ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যবসা নেই।

প্রকল্প চারটির একটি হচ্ছে লীন স্টার্ট আপ সাপোর্ট, যার মাধ্যমে সেই সকল উদীয়মান উদ্যোক্তা যারা কোনরূপ আর্থিক সমর্থন ছাড়াই ব্যবসা শুরু করতে চান, তাদেরকে সহায়তা দেয়া হবে।

সাপোর্টেড একসেস টু ফাইন্যান্স নামের দ্বিতীয় প্রকল্পের আওতায় উদীয়মান উদ্যোক্তাদের নিজেদের ব্যবসা শুরু করতে, একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করতে এবং ব্যবসাকে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য আবেদন করার এবং তহবিল লাভ করার উপায়গুলি বোঝার জন্য সহযোগিতা করা হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শেষ করে ব্যবসা শুরু করবেন যারা এমন ১০০ জনকে ২৫০০ পাউন্ড অনুদান দেয়া হবে।

এছাড়া প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা/ভিসিএস সংস্থাগুলির জন্য রয়েছে আরও দু'টি বিশেষ প্রকল্প। এগুলি হচ্ছে উইমেন মিন বিজনেস এবং সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ ইমপ্যাক্ট প্রজেক্ট।

উইমেন মিন বিজনেস প্রজেক্ট টাওয়ার হ্যামলেটসের ৫০টি ছোট স্বাধীন মহিলার নেতৃত্বাধীন/মালিকানাধীন ব্যবসায় সহযোগিতা করবে।

আর সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ ইমপ্যাক্ট প্রজেক্ট ৫০টি স্বেচ্ছাসেবী এবং কমিউনিটি সেক্টর সংস্থাকে তাদের নিজস্ব সামাজিক উদ্যোগ তৈরি এবং পরিচালনায় সহায়তা করবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জন্য গৃহিত এই চারটি বিশেষ প্রকল্প বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। এ উপলক্ষে টাউন হলের কাউন্সিল চেম্বারে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলের লীড মেম্বার ফর স্কিলস্ এন্ড গ্রোথ কাউন্সিলর মুশতাক আহমেদ। কাউন্সিলের বিজনেস গ্রোথ সিনিয়র ম্যানেজার শাহি মফজ্জিলের পরিচালনায় এই লঞ্চিং ইভেন্টে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন আলিয়া ইম্পেক্ট লিমিটেড, রেবেল বিজনেস স্কুল, সারা কার্টার কনসালটেন্সির প্রতিনিধিরা।

সুষ্ঠু নির্বাচন করতে বেশি সময় লাগার কথা নয়

এখন রাষ্ট্রীয় সংবিধানের আসল সারমর্ম; জনগণের নাগরিক অধিকার, অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া দরকার এবং নির্বাচন কমিশনে যতটুকু স্বাধীনতা নিশ্চিত হওয়া দরকার, সেই সব প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে বেশি সময় লাগার কথা না।

ভারত ইস্যুতে রিজভী বলেন, তারা আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব চায় না, বন্ধুত্ব চায় শুধু শেখ হাসিনার মতো স্বৈরশাসকের সঙ্গে। বাংলাদেশের জনগণকে ওরা পছন্দ করে না।

ভারতে ইলিশ মাছ পাঠানো নিয়ে এক উপদেষ্টার বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আবেগ দিয়ে কথা বললে তো হবে না। আমরা কোনো দিনই ইলিশ রপ্তানিতে বাধা দিইনি। কিন্তু যখন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, 'সীমান্তে বাংলাদেশি কাউকে দেখলে পা ওপরের দিকে ঝুলিয়ে রেখে শাস্তি দেওয়া হবে', তখন তো আমাদের মধ্যে ভিন্ন আবেগ তৈরি হবেই। ভারতে যখন সংকট হয়, তখন তো তারা পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। রপ্তানি শুল্ক বাড়িয়ে দেয়। ভারত আমাদের এক ইঞ্চিও ছাড় দেয় না।

অনুষ্ঠানে খুন-গুমের শিকার বিএনপি নেতাকর্মীকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। আরও বক্তব্য দেন বিএনপির তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ শামীমুর রহমান শামীম ও নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজিম উদ্দীন আলম।

রোহিঙ্গাদের জন্য নতুন অনুদানের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

দশমিক এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি অনুদান এসেছে বাংলাদেশে। অনুদানের এক দশমিক তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারই এসেছে দেশটির পপুলেশন, রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেশন (পিআরএম) বিভাগ থেকে। বাংলাদেশে সংকট-পীড়িত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানে যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ বলে জানিয়েছে দেশটির দূতাবাস।

শেখ হাসিনার দেশত্যাগ আল্লাহর রহমত

জাতীয় পার্টি। বিরোধী দলের আসনে বসেও আওয়ামী লীগের সুরে কথা বলে 'গৃহপালিত বিরোধী দলের' তকমাও পায়। তবে জি এম কাদের আবারও দাবি করেন, ২০১৪ সালের নির্বাচন জাতীয় পার্টি বর্জন করেছিল। মঞ্জুর হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন চাপে এরশাদকে সংসদে যেতে বাধ্য করে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার।

২০২৪ সালের নির্বাচনে অংশ নিতে চাননি দাবি করে জি এম কাদের বলেন, নির্বাচনে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী-সংস্থার সদস্যরা অফিস ঘেরাও করে রাখায় নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া যায়নি।

চাঁদাবাজ চক্রের হাত থেকে পরিবহন খাতকে বাঁচানোর আহ্বান জানান দলের চেয়ারম্যান। জাতীয় মোটর শ্রমিক পার্টির আহ্বায়ক মেহেদী হাসান শিপনের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টি মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু, প্রেসিডিয়াম সদস্য মীর আবদুস সবুর আসুদ, রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া প্রমুখ।

মাইগ্রেশন কমাতে চায় সরকার

দক্ষতার ঘাটতি অনুভব করছে যার ফলে বিদেশী নিয়োগে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে।ম্যাক নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি পরিচালনা করার জন্য মন্ত্রীদের জন্য একটি বার্ষিক মূল্যায়ন তৈরি করবে এছাড়াও, হোম অফিস ঘোষণা করেছে যে অভিবাসী কর্মীদের জন্য ভিসা স্পনসরশিপের উপর কঠোর নিয়ম চালু করা হবে, নতুন বিধিনিষেধের সাথে নিয়োগকর্তারা যারা কর্মসংস্থান আইন লঙ্ঘন করে তাদের বিদেশী কর্মীদের নিয়োগ করা থেকে বিরত রাখতে।

সরকার বলেছে যে তারা নিশ্চিত করতে চায় যে আন্তর্জাতিক নিয়োগ আর নিয়োগকর্তাদের দক্ষতার ঘাটতি মোকাবেলার ডিফল্ট বিকল্প নয় এবং অভিবাসনকে দেশীয় প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হবে না।

আগস্টে, স্বরাষ্ট্র সচিব ম্যাককে অভিবাসী কর্মীদের উপর আইটি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের নির্ভরতা পর্যালোচনা করার জন্য কমিশন করেছিলেন, কারণ উভয় সেক্টরই বিদেশ থেকে নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল। ম্যাক এর কাছে উত্থাপিত প্রশ্নগুলির মধ্যে, ইভেট কুপার করেছিলেন যে অভিবাসন ব্যবস্থার মধ্যে কোন নীতির লিভারগুলিকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে দেশীয় কর্মী বাহিনী থেকে নিয়োগের উপর ফোকাস করার জন্য সেক্টরগুলিকে উৎসাহিত করা যায়।

কুপার ম্যাকের কাছে তার চিঠিতে বলেছিলেন: "আমরা আমাদের অর্থনীতি এবং আমাদের জনসাধারণের পরিষেবাগুলিতে সারা বিশ্ব থেকে যে অবদান রেখেছি তার জন্য আমরা স্বীকৃতি দিই এবং অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকি তবে সিস্টেমটি পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। বর্তমান উচ্চ স্তরের আন্তর্জাতিক যুক্তরাজ্যে ক্রমাগত দক্ষতার ঘাটতি সহ শ্রমবাজারের দুর্বলতা প্রতিফলিত করে নিয়োগ।"

প্রধানমন্ত্রী গতকাল লেবার পার্টি কনফারেন্সে তার বক্তৃতায় বিদেশী নিয়োগের উপর যুক্তরাজ্যের নির্ভরতা হ্রাস করার অনুরূপ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি করেছিলেন, বলেছিলেন: "এটি - প্রকৃতপক্ষে - নেট মাইগ্রেশন এবং আমাদের অর্থনৈতিক নির্ভরতা উভয়ই হ্রাস করা এই সরকারের নীতি। এর উপর আমি কখনই ভাবিনি যে আমাদের শ্রম আমদানির কিছু খাতে শিথিল হওয়া উচিত যখন লক্ষ লক্ষ তরুণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং উচ্চ মেধাবী, যারা তাদের সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করতে এবং অবদান রাখতে মরিয়া।"

এই মাসের শুরুর দিকে গার্ডিয়ানে একটি মতামতের অংশে, কিংস কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক জোনাথন পোর্টেস যুক্তি দিয়েছিলেন যে গত ২৫ বছরে দেখা ঐতিহাসিকভাবে উচ্চ মাত্রার অভিবাসন এখন অনিবার্য বলে মনে হচ্ছে। পোর্টেস উল্লেখ করেছেন যে ফ্রান্স এবং জার্মানিতে যুক্তরাজ্যের তুলনায় বিদেশী বংশোদ্ভূত জনসংখ্যার প্রায় অভিন্ন শতাংশ রয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে শুধুমাত্র অভিবাসন নীতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক এবং জনসংখ্যাগত শক্তিগুলি খেলতে চলেছে।

"নেটিভ-জন্ম শ্রমশক্তি ইতিমধ্যে প্রায় সমস্ত উন্নত অর্থনীতিতে সঙ্কুচিত হচ্ছে অভিবাসন ছাড়া, পরবর্তী জীবনে রাষ্ট্রীয় সহায়তার প্রয়োজনের সংখ্যা যেমন বাড়ছে ঠিক তেমনই কর প্রদানকারী লোকের সংখ্যা সঙ্কুচিত হবে। এটি একটি টেকসই মিশ্রণ নয়," পোর্টেস লিখেছেন।

পোর্টেস বলেছেন যে সরকারের স্বীকার করা উচিত যে অভিবাসীদের প্রতি যুক্তরাজ্যের আপেক্ষিক আকর্ষণ একটি "বিশাল তুলনামূলক সুবিধা, সমস্যা নয়" এবং "ভয় নয়, আশা ও আশাবাদের উত্স"। সামাজিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য, তবে, প্রফেসর পোর্টেস নতুন আগতদের জন্য ইংরেজি ক্লাসের অর্থায়ন, এবং স্বীকৃত শরণার্থীদের হোটেল থেকে বের করে এবং যত দ্রুত সম্ভব চাকরিতে স্থানান্তরিত করা সহ একীকরণকে আবার গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

মসজিদে গিয়ে মুসলিমদের মারার হুমকি বিজেপি নেতার

পোস্ট ডেস্ক : মসজিদে ঢুকে মুসলিমদের মারব। প্রকাশ্য সমাবেশে দাঁড়িয়ে এমনই উত্তেজক ভাষণ দিলেন ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি'র বিধায়ক নীতেশ রানে। এমন সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দিয়ে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি। খবর হিন্দুস্থান টাইমসের।

সামাজিকমাধ্যমে এমন ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর তার বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছে আহমদনগর পুলিশ। একরকম বাধ্য হয়েই এই ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।

শুক্রবার আহমেদনগরে রামগিরি মহারাজের সমর্থনে এক সভায় নীতেশ রানে বলেন, 'রামগিরি মহারাজের বিরুদ্ধে কোনও কথা বললে মসজিদে ঢুকে খুঁজে খুঁজে মুসলিমদের মারব। এটা মাথায় রেখো'।

এদিকে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (মিম) গোটা ইস্যুতে কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। দলটির নেতা ইমতিয়াজ জলিল বলেন, 'রামগিরি মাহারাজের মন্তব্য একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত'।

দলের মুখপাত্র ওয়ারিশ পাঠান বলেন, 'আহমেদনগরে বিজেপি বিধায়ক নীতেশ রানে প্রকাশ্যেই হুমকি দিচ্ছেন যে, মসজিদে ঢুকে এক এক করে মুলসিমদের মারবেন। প্রকাশ্য সভায় তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছেন। বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি মহারাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। এফআইআরের ভিত্তিতে রানেকে দ্রুত পুলিশ হেফাজতে নেওয়া উচিত'।

এদিকে বিতর্কের জেরে নীতিশ রানের মন্তব্য 'দলের নয়' দাবি করেছে বিজেপি। নীতীশ রানের কড়া সমালোচনা করেছেন দলের মুখপাত্র তুহিন সিনহা।

ভারতীয় পুলিশের এক কর্মকর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, 'নীতেশ রানের বিরুদ্ধে মুম্বাই থেকে প্রায় ২৬০ কিলোমিটার দূরে শ্রীরামপুর এবং তোপখানা থানায় অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন, ইচ্ছাকৃতভাবে শান্তি ভঙ্গ করা এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য দুটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে'।

যে কারণে বিবাহে পারিবারিক সম্মতি গুরুত্বপূর্ণ

ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা

মানবজাতির স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা, মানসিক ভারসাম্য এবং চারিত্রিক পবিত্রতার অন্যতম উপায় হলো বিয়ে। পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, সংযত ও সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য বিয়ের বিকল্প নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে শুধু জৈবিক প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম নয়, বরং একটি মহান ইবাদত ও ধর্মীয় অনুশাসন এবং আচারের অন্যতম অংশ। এ জন্য ইসলামে বিয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে।

১. প্রজন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা

বিয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠে নারী-পুরুষের শান্তি-সুখের পরিবার। এরপর পরিবারে জন্ম নেয় ভালোবাসার সেতুবন্ধ মানব শিশু। সেই শিশু একসময় পূর্ণ মানবে পরিণত হয়। এভাবেই মানব প্রজন্মের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।' (সুরা : হুজরাত, আয়াত : ১৩)

আল্লাহ আরো বলেন, 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১)

২. দৃষ্টি অবনমিত করে

শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা অনেকটা নির্ভর করে বিয়ের ওপর। নিখুঁত ইবাদতের জন্য এসব পবিত্রতা একান্ত প্রয়োজন।

বিয়ের উপকারিতা ও বিয়ের বিকল্প দুটিই হাদিসে বলে দেওয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের বলেছেন, 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। কারণ বিয়ে দৃষ্টিকে অবনমিত করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোজা পালন করে। কারণ রোযা যৌন প্রবৃত্তি নিবৃত করে।'(বুখারি, হাদিস : ৫০৫৬; মুসলিম, হাদিস : ১৪০০)

৩. নবী-রাসুলদের সুন্নত

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে কেবল একটি উৎসাহিত বিষয়ই নয়, বরং নবী-রাসুলদের সুন্নত। ইয়াহইয়া (আ.) ও ঈসা (আ.) ছাড়া সব নবী-রাসুল বিয়ে করেছেন। আবু আইয়ুব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'চারটি জিনিস নবী-রাসুলদের সুন্নত। লজ্জাবোধ, সুগন্ধি ব্যবহার, মেসওয়াক ও বিয়ে।' (তিরমিজি, হাদিস : ১০৮০)

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'বিয়ে আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতের ওপর আমল করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।' (ইবনু মাজাহ, হাদিস : ১৮৪৬)

৪. আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ

বিয়ে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার মাধ্যম। এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহর ওপর ভরসা এবং নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার সদিচ্ছা। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের মধ্যে যে ছেলেদের স্ত্রী নেই এবং যে মেয়েদের স্বামী নেই, তাদের এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদের বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত থাকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের ধনী করে দেবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।' (সুরা : নূর, আয়াত : ৩২)

৫. শান্তি ও সুশৃঙ্খল জীবন

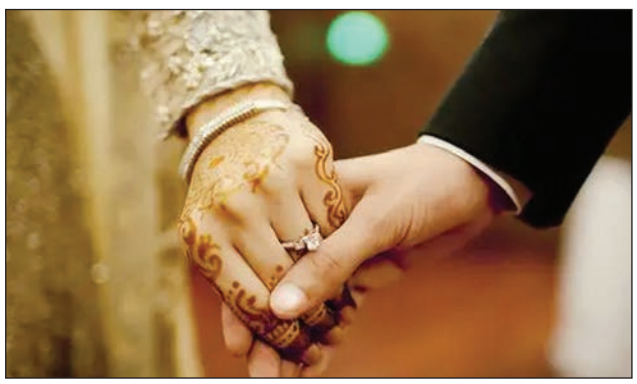

বিয়ে মানসিক প্রশান্তি, স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল জীবনের অন্যতম মাধ্যম। বিয়ের মাধ্যমে দুটি পরিবারের মধ্যে সখ্য, ভালোবাসা ও দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য তাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে।' (সুরা : রুম, আয়াত : ২১)

৬. বিয়ে যেভাবে বরকতময় হয়

সর্বোত্তম, কল্যাণকর ও বরকতময় বিয়ে হলো, যা খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সহজসাধ্যভাবে অল্প খরচে অনুষ্ঠিত হয়। জমকালো আয়োজন, জৌলুসপূর্ণ আলোকসজ্জা, গান-বাদ্য এবং খরচের অসুস্থ প্রতিযোগিতা বিয়ের বরকত নষ্ট করে। উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সর্বোত্তম বিয়ে হলো যা সহজসাধ্য হয়।' (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ২৪৫২৯)

৭. বিয়ের ক্ষেত্রে ধার্মিকতা

সাধারণত বিয়ের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য, সম্পদ ও বংশ মর্যাদা দেখা হয়। এগুলোর কোনোটি টেকসই প্রশান্তি নিশ্চিত করতে পারে না। প্রশান্তির জন্য প্রয়োজন নৈতিকতা, দায়িত্ব সচেতনতা, কর্তব্যবোধ, কল্যাণকামিতা, অল্পে তুষ্টতা, পরকালকে অগ্রাধিকার দেওয়া ইত্যাদি। এসব রয়েছে দ্বিনের মধ্যে। এ জন্য বিয়ের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.) ধার্মিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'চারটি গুণ দেখে মেয়েদের বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য ও ধার্মিকতা। তোমরা ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও।' (বুখারি, হাদিস : ৪৮০২; মুসলিম, হাদিস : ১৪৬৬)

(৮) বিয়ের বয়স

ইসলাম বাল্যবিবাহকে নিরুৎসাহ করলেও বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে কোনো সীমারেখা নির্ধারণ করেনি; বরং শারীরিক, আর্থিক ও সামাজিকভাবে সক্ষমতা অর্জনকেই বিয়ের যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে। অঞ্চলভেদে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী বিয়ের সমীচীন বয়সসীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে বিশেষ অবস্থায় এ বয়সসীমা শিথিলও হতে পারে। যেমন-কোনো ব্যক্তির যৌনসংক্রান্ত অনাচারে লিপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকলে এবং অন্যান্য সামর্থ্য অর্জিত হলে তার বিয়েতে বাধা দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কোনোভাবে সমীচীন নয়। এভাবে কোনো নারী শারীরিক, মানসিকভাবে পূর্ণতা লাভ করার পর সুযোগ্য পাত্র পাওয়া গেলে তার অভিভাবকদের দ্রুত বিয়ের আয়োজন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন এমন কোনো ব্যক্তি তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে, যার দ্বিনদারি ও চারিত্রিক দিক তোমাদের মুগ্ধ করে, তখন তোমরা ওই ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দাও। যদি তোমরা তা না করো তাহলে সমাজে বিরাট ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় দেখা দেবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ১০৮৪)

(৯) পারিবারিক সম্মতি

বিয়ে একটি পারিবারিক বন্ধন। পারিবারিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে পরিবারের সদস্যদের অভিমত ও বংশীয় মর্যাদা পারিবারিক বন্ধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিকভাবে বিয়ে হলে উভয়েরই দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহি থাকে। উভয় পরিবারের সহযোগিতা ও আন্তরিকতায় বিয়ে টেকসই ও স্থায়ী হয়। পক্ষান্তরে অভিভাবকদের অজান্তে বা অসম্মতিতে বিয়ে করা হলে পরিবারের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা না থাকার ফলে যৌবনের উন্মাদনা কেটে গেলে সম্পর্কের টানাপড়েন শুরু হতে দেখা যায়। কাজেই পারিবারিক সম্মতি ছাড়া বিয়েশাদি একেবারেই অনুচিত। আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'অভিভাবক ছাড়া বিয়ে সংঘটিত হয় না।' (তিরমিজি, হাদিস : ১১০১)

১০. সামাজিক প্রচার

মানুষের কাছে বিয়ের বার্তা পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বিয়ের বার্তা সমাজের মানুষকে জানানো আবশ্যকীয় কর্তব্য। মানুষ যেন তাদের সম্পর্কে স্বচ্ছ সুন্দর ধারণা রাখে। তাদের জন্য বরকতের দোয়া করে। বিয়েতে সামর্থ্যবান তরুণরা উদ্বুদ্ধ হয়। অভিভাবক সচেতন হয়ে সন্তানের নির্মল ভবিষ্যতে সজাগ হয়। মুহাম্মাদ ইবনু জুমাহি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'হারাম (ব্যভিচার) ও হালালের (বিয়ে) মধ্যে পার্থক্য হলো ঘোষণা ও দফ ব্যবহার।' (তিরমিজি, হাদিস : ১০৮৮)

দফ হলো-যার এক পাশ খোলা। বাজালে ঢ্যাব ঢ্যাব শব্দ হয়। জানান দেওয়ার জন্য এটি বাজানো হয়। এটি কোনো বাদ্যযন্ত্রের পর্যায়ে পড়ে না। 'আওনুল বারী' গ্রন্থে বলা হয়েছে-এর আওয়াজ স্পষ্ট ও চিকন নয় এবং সুরেলা ও আনন্দদায়কও নয়। কোনো দফের আওয়াজ যদি চিকন ও আকর্ষণীয় হয় তা আর দফ থাকবে না; বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হবে। (আওনুল বারী : ২/৩৫৭)

পরিশেষে বলা যায়, সুন্নাহ পালন, পাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার্থে বিয়ে অন্যতম ইবাদত হিসেবে পরিগণিত। সে ক্ষেত্রে সামর্থ্যবানদের জন্য পারিবারিকভাবে সুন্নাহমাফিক বিয়ের আয়োজন জীবনের প্রশান্তি নিশ্চিত করতে পারে, অন্যথায় রোজা পালনের মাধ্যমে সংযত জীবন যাপন করে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূলে করার চেষ্টা ও দোয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার পুরস্কার

আলেমা হাবিবা আক্তার

একটি আদর্শ সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারের কাছে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকাজ পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে।

আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উত্কৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৫৮)

ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পুরস্কার

যারা সুবিচার করবে এবং সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে, তাদের জন্য ইসলাম নানা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। যার কয়েকটি হলো-

১. নুরের মিম্বারে উপবিষ্ট করা : ন্যায়বিচারকারী পরকালে আল্লাহর পাশে নুরের মিম্বারে উপবিষ্ট থাকবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সুবিচারক লোক আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর ডান হাতের দিকে নুরের মিম্বারের ওপর উপবিষ্ট থাকবে। যারা তাদের বিচারকার্য্যে, পরিবারে ও দায়িত্বভুক্ত বিষয়ে ইনসাফ রক্ষা করে।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৫৩৭৯)

২. আল্লাহর ছায়ায় স্থান দান : আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে তাঁর ছায়ায় স্থান দান করবেন, যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। (১) সুবিচারক শাসক, (২) সেই যুবক, যে আল্লাহর ইবাদতে বর্ধিত হয়েছে, (৩) সেই ব্যক্তি, যে নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করে, (৪) সেই ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে, (৫) সেই দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর জন্য একে অন্যকে ভালোবাসে, (৬) সেই ব্যক্তি, যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত রূপসী নারী নিজের দিকে ডাকে আর সে বলে, (৭) আমি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি; আর সেই ব্যক্তি যে সাদকা করে এমন গোপনে যে তার বাঁ হাত জানে না তার ডান হাত কী করছে। (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৫৩৮০)

৩. দ্বিগুণ প্রতিদান : আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন কোনো শাসক তার আদেশ জারি করে ইনসাফের সঙ্গে এবং তা সুষ্ঠু হয়, তার জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে। আর যে ইজতিহাদ করে আদেশ জারি করে, আর তা ভুল সাব্যস্ত হয়, তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৫৩৮১)

৪. ইনসাফকারীর পরিবারের জন্য দোয়া : ইনসাফকারীর সন্তান ও পরিবারের জন্য মহানবী (সা.) দোয়া করেছেন। শুরাইহ ইবনে হানি (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদিন তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি শুনতে পেলেন, লোকেরা তাঁকে হানি আবুল হাকাম বলে ডাকছে। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন, আল্লাহ তাআলা বিচারক, তিনিই আদেশ দাতা। কিন্তু লোকেরা তোমাকে আবুল হাকাম বলে কেন? তিনি বললেন, আমার গোত্রের লোক যখন কোনো ব্যাপারে কলহ করে, তখন তারা আমার কাছে বিচার প্রার্থী হয়; আর আমি যে রায় দিই, তারা তা মেনে নেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, এর চেয়ে ভালো কাজ আর হতে পারে? আচ্ছা তোমার কয়টি সন্তান? তিনি বললেন, আমার ছেলে-শুরাইহ, আবদুল্লাহ ও মুসলিম। তিনি বললেন, এদের মধ্যে বড় কে? হানি বললেন, শুরাইহ! তিনি বললেন, তবে তুমি আবু শুরাইহ! পরে তিনি তাঁর ছেলেদের জন্য দোয়া করলেন। (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৫৩৮৭)

সুশাসন পরিহারের শাস্তি

ইনসাফ ও সুশাসনের পরিহার হলো জুলুম বা অবিচার করা। আল্লাহ বান্দার জন্য জুলুম হারাম করেছেন। মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো, 'হে মুমিনরা! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা আল্লাহভীতির নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৮)

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ আরো বলেন, 'হে আমার বান্দা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। অতএব, তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম কোরো না।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৭৩৭)

আল্লাহ আমাদের দেশ ও সমাজে সুবিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার তাওফিক দিন। আমিন।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২৭.০৯.২৪ শুক্রবার	5:11	6:41	01:45	5:05	7:06	8:45
২৮.০৯.২৪ শনিবার	5:13	6:43	01:30	5:03	7:03	8:45
২৯.০৯.২৪ রবিবার	5:15	6:44	01:30	5:01	7:01	8:45
৩০.০৯.২৪ সোমবার	5:17	6:46	01:30	4:59	6:59	8:30
০১.১০.২৪ মঙ্গলবার	5:19	6:48	01:30	4:57	6:56	8:30
০২.১০.২৪ বুধবার	5:21	6:49	01:30	4:55	6:54	8:30
০৩.১০.২৪ বৃহস্পতিবার	5:23	6:51	01:30	4:53	6:52	8:30

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

ছন্দে ফিরেই সুখবর পেলেন শান্ত

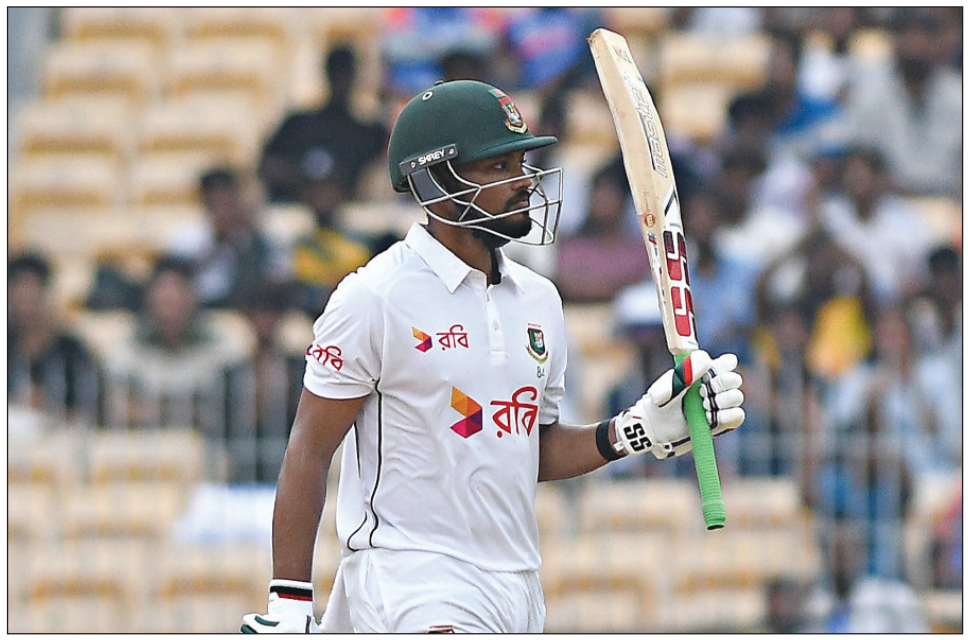

পোস্ট ডেস্ক : চেন্নাই টেস্টে ফিফটি করার পর ব্যাট দেখাচ্ছেন শান্ত। চেন্নাই থেকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২০২৩ সালে সিলেট টেস্টে ১০৫ রানের ইনিংস খেলার পর থেকেই নিজেকে হারিয়ে খুঁজছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ক্যারিয়ারের পঞ্চম সেঞ্চুরির পর মাঝের ৫ টেস্টে কখনো ফিফটি করতে পারেননি তিনি।

ভারতে সফরে যাওয়ার আগে শান্ত জানিয়েছিলেন, ছন্দে ফিরবেন তিনি। চেন্নাই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৮২ রানের ইনিংস খেলে কথাও রেখেছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক।

তবে ২৮০ রানে হেরে যাওয়া দলের কাজে আসেনি। দলের না আসলে ব্যক্তিগত লাভ হয়েছে তার। দুর্দান্ত ইনিংসটির জন্যই আইসিসির র‍্যাংকিংয়ে সুখবর পেয়েছেন তিনি। আজ আইসিসির প্রকাশিত সাপ্তাহিক হালনাগাদে ১৪ ধাপ এগিয়ে ৪৮ নম্বরে জায়গা পেয়েছেন শান্ত।

অন্যদিকে ৩২ ও ২৫ রানের ইনিংস খেলে এক ধাপ এগিয়ে ৪৩ নম্বরে আছেন সাকিব আল হাসান। তবে চেন্নাই টেস্টের মলিন পারফরম্যান্সের জন্য অবনতি হয়েছে লিটন দাস (২০ নম্বর), মুশফিকুর রহিমের (২৩ নম্বর)।

ব্যাটিংয়ে উন্নতি হলেও বোলিংয়ে অবনতি হয়ে সাকিবের। ৬ ধাপ পিছিয়ে এখন ৩৩ নম্বরে তিনি।

অন্যদিকে ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো ৫ উইকেট নেওয়া হাসান মাহমুদ ৫ ধাপ এগিয়ে বেন স্টোকসের সঙ্গে যৌথভাবে ৪৪ নম্বরে আছেন। আরেক পেসার তাসকিন আহমেদ ৮ ধাপ এগিয়ে ৬৩ নম্বরে আছেন।

চেন্নাই টেস্টের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে সবচেয়ে উন্নতি হয়েছে ঋষভ পন্তের। চোটের কারণে ১৫ মাসেরও বেশি সময় মাঠের বাইরে থাকা ভারতীয় ব্যাটার প্রত্যাবর্তনের টেস্টে সেঞ্চুরি (১০৯ রান) হাঁকিয়েছেন। যার ফল হিসেবে ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষ দশে জায়গা পেয়েছেন।

৭৩১ রেটিং নিয়ে ছয়ে আছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার। এক ধাপ এগিয়ে ৫ নম্বরে আছেন প্রথম ইনিংসে ৫৬ রানের ইনিংস খেলা যশস্বী জয়সোয়াল। শীর্ষ চারে কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৮৯৯ রেটিং নিয়ে শীর্ষে আছেন জো রুট।

অন্যদিকে গল টেস্টে ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা প্রবাত জয়াসুরিয়া বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ দশে জায়গা পেয়েছেন। ৫ ধাপ এগিয়ে ৮ নম্বরে বাঁহাতি স্পিনার। ৮৭১ রেটিং নিয়ে শীর্ষে আছেন চেন্নাই টেস্টের ম্যাচসেরা (১১৩ রান ও ৬ উইকেট) রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

ওয়ানডেতে প্রথমবারের মতো আফগানিস্তানের ব্যাটার শীর্ষ দশে জায়গা পেয়েছে। ক্যারিয়ারে সপ্তম সেঞ্চুরির সৌজন্যে ১০ ধাপ এগিয়ে ৮ নম্বরে আছেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। আফগানদের আগের সর্বোচ্চ ছিল ইব্রাহিম জাদরানের, ১২ নম্বর। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অপরাজিত ১৫৪ রানের ইনিংস খেলে ৭ ধাপ উন্নতি হয়েছে ট্রাভিস হেডের। ৬৮৪ রেটিং নিয়ে ৯ নম্বরে আছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ব্যাটার।

৮২৪ রেটিং নিয়ে ওয়ানডের শীর্ষ ব্যাটার পাকিস্তানের বাবর আজম। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে এবং সিরিজ জয়ে ৭ উইকেট নেওয়া আফগানিস্তানের রশিদ খানের বোলিংয়ে ৮ ধাপ উন্নতি হয়েছে। ৬৬৮ রেটিং নিয়ে শীর্ষ তিনে আছেন এই লেগস্পিনার। ৬৮৫ রেটিং নিয়ে শীর্ষে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অফস্পিনার কেশব মহারাজ।

১০ গোলের জয়ে বিশ্বকাপে উড়ন্ত সূচনা ব্রাজিলের

পোস্ট ডেস্ক : ফিফা ফুটসাল বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে কিউবাকে উড়িয়ে দিয়েছে ব্রাজিল। ১০-০ গোলের জয়ে দুর্দান্ত শুরু করল সেলেসাওরা।

শনিবার উজবেকিস্তানের বুখারা ইউনিভার্সাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সেলেসাওদের গোলবন্যা দেখেছে দর্শকরা। হ্যাটট্রিক করেছেন মার্সেল ও মারলন।

এছাড়া নেগুইনহো, ফেলিপ ভ্যালেরিও, পিটো এবং আর্থার একটি করে গোল করেছেন।

গতকাল তাসখন্দে আর্জেন্টিনা ইউক্রেনকে হারিয়েছে ৭-১ গোলে। একই ভেন্যুতে আগামীকাল (১৭ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। আর্জেন্টিনার পরের ম্যাচ আফগানিস্তানের সাথে।

উজবেকিস্তানে বসেছে ফিফা ফুটসাল বিশ্বকাপের দশম আসর। অংশগ্রহণ করেছে ২৪টি দল। যার মধ্যে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনাও রয়েছে।

ক্রীড়া সাংবাদিক অঘোর মন্ডল আর নেই

পোস্ট ডেস্ক : শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ক্রীড়া সাংবাদিক অঘোর মন্ডল। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি কিডনি সমস্যা ও হৃদরোগসহ নানারকম শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। ডায়ালাইসিস চিকিৎসার মাধ্যমে কিডনি সমস্যা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও গত ৫ সেপ্টেম্বর আক্রান্ত হন ডেঙ্গুতে। এরপর থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন অভিজ্ঞ এই সাংবাদিক। সেখানেই আজ অঘোর মন্ডল চির নিদ্রায় চলে যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সাধারণ কেবিন থেকে আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল তাঁকে। পরে নেওয়া হয় লাইফ সাপোর্টে। কিন্তু কোনো চেষ্টাতেই অঘোর মন্ডলকে আর ফেরানো গেল না। তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

সাকিবের চোট নিয়ে কেউ কিছু বলেনি হাথুরুকে

পোস্ট ডেস্ক : কানপুরে শুক্রবার থেকে শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে আজ গ্রিন পার্কে সংবাদ সম্মেলনে সাকিব আল হাসানকে নিয়ে কথা বলেছেন বাংলাদেশ দলের কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। সাকিবের চোটের ব্যাপারে হালনাগাদ খবর জানতে চাওয়া হয়েছিল তাঁর কাছে। লঙ্কান এই কোচ জানিয়েছেন, সাকিবের চোটের ব্যাপারে তাঁর আনুষ্ঠানিক কিছু জানা নেই।

সংবাদ সম্মেলনে প্রথম প্রশ্নই ছিল সাকিবের চোট নিয়ে। হাথুরুসিংহে বলেছেন, 'সাকিবের চোটের ব্যাপারে অফিশিয়ালি আমার কিছু জানা নেই।' সাকিবকে নিয়ে এই মুহূর্তে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। আমি ফিজিও কিংবা কারও কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু শুনিনি।

চন্ডিকা হাথুরুসিংহে, বাংলাদেশ দলের কোচ চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্টে ২৮০ রানে জিতে দুই ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। চেন্নাইয়ে হারের পর সাকিবের চোট-বিতর্ক নিয়ে বাংলাদেশ দলের নির্বাচক হান্নান সরকার জানিয়েছিলেন, ফিট হয়ে চেন্নাই টেস্ট খেলতে নামলেও বোলিংয়ের সময় আঙুলে ব্যথা পেয়েছেন সাকিব। পরে ব্যাটিংয়ের সময় বলের আঘাতও পেয়েছেন।

সাকিব এখন বাংলাদেশ দলের ফিজিও বায়েজেদুল ইসলামের পর্যবেক্ষণে আছেন। কানপুরে দলের অনুশীলনের পর সাকিবকে এই টেস্টে দলে রাখা না রাখা নিয়ে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট।

সংবাদ সম্মেলনে তাই জানতে চাওয়া হয়েছিল, কানপুর টেস্টে সাকিবের খেলা নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে কি না? হাথুরুসিংহে বলেছেন, 'সাকিবকে নিয়ে এই মুহূর্তে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। আমি ফিজিও কিংবা কারও কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু শুনিনি।'

সাকিবের চোট নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় চেন্নাই টেস্ট চলাকালীন। কাউন্টি ক্রিকেটে ভালো বোলিং করা আসা সাকিবকে চেন্নাই টেস্টে বল হাতে তেমন কার্যকর মনে হয়নি। বোলিংয়েও এসেছেন বেশ দেরিতে। ভারতের প্রথম ইনিংসে বোলিংয়ে এসেছেন ৫৩তম ওভারে। তৃতীয় দিনের খেলার শুরুতে ধারাভাষ্যকার ও ভারতের সাবেক এই বাঁহাতি স্পিনার মুরালি কার্তিক সাকিবের সঙ্গে কথা বলে জানান, 'তার বাঁ হাতের স্পিনিং ফিঙ্গারে একটা অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

সেটি এখন ফুলে গেছে, শক্ত হয়ে আছে। ওই আঙুলে সে বলের অনুভূতিটাও পাচ্ছে না।'

এনকুনকুর হ্যাটট্রিকে চেলসির বড় জয় জয় পেয়েছে সিটি ও এস্টন ভিলা

পোস্ট ডেস্ক : কারাবাও কাপে জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি, চেলসি ও এস্টন ভিলা। চেলসির হয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন এনকুনকু। সিটির জার্সিতে প্রথম গোলে পেয়েছেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ম্যাথিউস নুনেজ।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে ইতিহাদ স্টেডিয়ামে কারাবাও কাপের তৃতীয় রাউন্ডে ওয়াটফোর্ডের বিপক্ষে ডকুর গোলে প্রথম লিড নেয় সিটি।

ম্যাচের মাত্র ৫ মিনিটে জ্যাক গ্রিলিশের এসিস্ট থেকে গোল করেন বেলজিয়ান তারকা। ৩৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নুনেজ। এর আগে সিটির জার্সিতে ৩৩ ম্যাচ খেললে গোলে দেখা পাননি এই মিডফিল্ডার। ৮৬ মিনিটে ওয়াটফোর্ডের টম ইনসি গোল করলেও ২-১ গোলে জয় পায় সিটি।

জয়ে টুর্নামেন্টের চতুর্থ রাউন্ডে উঠে গেছে পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা।

অন্য ম্যাচে সেনেগালের স্টাইকার ক্রিস্টোফার এনকুনকুর হ্যাটট্রিকে ব্যারোকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে চেলসি। আর বুয়েন্দিয়া ও দুরানের গোলে এস্টন ভিলা হারিয়েছে ওয়াইকম্বেকে।

তারুণ্য ভয়ের সংস্কৃতির নিষেধাজ্ঞা ভেঙে ফেলেছে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সামাজিক তারুণ্য মনে হচ্ছিল অনুপস্থিত, যেন হারিয়েই গেছে, সেই তারুণ্যের বিদ্রোহ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এর ফলে এমন একটি সরকারের পতন ঘটল, যেটি স্বৈরাচারের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে এবং আশা করছিল কমপক্ষে আরো ১৫ বছর থাকবে। সে ব্যবস্থা মোটামুটি পাকাপোক্তই করে ফেলেছিল। তারুণ্য শুধু যে বিদ্রোহই করেছে তা নয়, সৃজনশীলতাও দেখিয়েছে।

সরকার পতনের পর তিন-চার দিন রাজধানীতে কোনো ট্রাফিক পুলিশ দেখা যায়নি। শিক্ষার্থীরা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করেছে; ছেলেরা ছিল, মেয়েরাও এসেছে। তারপর এলো ভয়াবহ এক বন্যা। তখন দেখা গেল তরুণরা ত্রাণেও কেমন উদ্ভাবনশীল ও সমর্থ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা রাত-দিন ত্রাণ সংগ্রহ করেছে, ত্রাণসামগ্রী নিয়ে বন্যাপীড়িত মানুষের কাছে ছুটে গেছে। ছেলে-মেয়েতে কোনো পার্থক্য ছিল না, ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানি মনে হয়েছে মিথ্যা প্রচারণা। বন্যার বিরুদ্ধে পাল্টা এক বন্যা, ধ্বংসের বিরুদ্ধে সৃষ্টির। মানুষ এখন একে অপরকে বিশ্বাস করতে ভয় পায়; আস্থায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ; কিন্তু শিক্ষার্থীদের ত্রাণের উদ্যোগে মানুষের আস্থা দেখা গেল অতুলনীয়।

নগদ অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী নিয়ে শত শত মানুষ ছুটে এসেছেন। কে কার আগে দান করবেন তার প্রতিযোগিতা।

মানুষ কাজ চায়, শুধু জীবিকার নয়, মানুষ জীবনের কাজও করতে প্রস্তুত; জীবনের কাজটা সমাজবদলের। অভাব যার, সেটি হলো আন্দোলন। ওই আন্দোলন বুর্জোয়ারা করবে না, বুর্জোয়ারা বৈষম্যবিরোধী নয়, তারা বৈষম্য সৃষ্টি ও লালন-পালনের পক্ষে; আন্দোলন করতে হবে বৈষম্যবিরোধীদের, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রীদের।

সমাজতন্ত্রীরা যদি একটি সুনির্দিষ্ট ও অতীব প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে, তবে দেখা যাবে সেই ফ্রন্টে মানুষ কিভাবে সাড়া দিচ্ছে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৫৪-এর নির্বাচনে পাঁচমিশালি একটি যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, তাতে মুসলিম লীগের পতন ভিন্ন অন্য কিছু অর্জিত হয়নি। এখন আর পাঁচমিশালি না, প্রয়োজন সমাজতন্ত্রীদের যুক্তফ্রন্ট। শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাফল্য সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য সমাজতন্ত্রীদের আবারও বলছে, মিলিত হতে, মিলিত হয়ে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব করে তোলার পথে এগোতে হবে। এই যুক্তফ্রন্ট জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে; ওই পথে সামাজিক বিপ্লব ঘটবে এই আশা নিয়ে নয়, সমাজ বিপ্লবের পক্ষে জাতীয় সংসদের ভেতরে ও বাইরে জনমত এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য। নির্বাচনের আগে দাবি হওয়া চাই প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে আসন বণ্টনের এবং নির্বাচিত জাতীয় সংসদকে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক উপাদান যুক্ত করার অধিকার দানের। রাষ্ট্রীয়ভাবে এই ঘোষণাটাও থাকা চাই যে বাহাত্তরের সংবিধানে গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের যে অঙ্গীকার ব্যক্ত ছিল সংবিধানকে তা কোনোমতেই অমান্য করবে না।

সমাজ পরিবর্তনকামীদের ঐক্যটা হবে সামাজিক বাস্তবতার পরিবর্তনের লক্ষ্যে। এবং ঐক্য যতটা না নেতাদের হবে তার চেয়ে বেশি হবে কর্মীদের। দেশের মানুষ ওই ঐক্যের জন্য অপেক্ষমাণ। বুর্জোয়াদের রাজনীতিতে তাদের আস্থা শেষ হয়ে গেছে।

অভ্যুত্থানের আসল কাজটা অবশ্য তরুণরাই করেছে। বায়ান্ন এবং উনসত্তরের মতো এবারও। তরুণদের বয়স অল্প, তবে তারুণ্য যে বয়সনির্ভর এমনটা বলা যাবে না। তরুণরাও দ্রুত বৃদ্ধ হয়ে যেতে পারে যদি তারুণ্য হারায়, আবার বৃদ্ধরাও তরুণ থাকতে পারে, যদি ভেতরে তারুণ্য থাকে। তারুণ্যের গুণ বিদ্রোহ, উদ্দীপনা ও সৃষ্টিশীলতা, যা এবারকার আন্দোলনে বিশেষভাবে দেখা গেছে। এতে তরুণদের সঙ্গে অন্য মানুষও যুক্ত হয়েছে, সেসব মানুষ, যাদের মধ্যে তারুণ্য টগবগ করছিল। তারা নানা পেশার, নানা বয়সের। অধিকাংশই অবশ্য অল্পবয়সী। সবাই তারা ছুটে এসেছে এবং ফ্যাসিবাদী একটি দুঃশাসনকে পরাভূত করেছে। গোপনে নয়, ষড়যন্ত্রের ভেতর দিয়ে নয়, প্রকাশ্য রাজপথে, মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে, সমাবেশে ও মিছিলে সমবেত হয়ে।

আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল সাদামাটাভাবেই এবং ন্যায্য একটা দাবি নিয়ে। সেটা হলো সরকারি চাকরিতে কিছু গোষ্ঠীর জন্য বড় একটা ভাগ সংরক্ষিত রাখার বিদ্যমান বন্দোবস্তের পরিবর্তনের। সংরক্ষিত ভাগটা শুধু বড় নয়, ছিল খুব বড়, শতকরা ৫৬। এতে বাদবাকি চাকরিপ্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছিল। সমস্যাটা ছিল মূলত শিক্ষার্থীদের জন্যই; শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে যারা চাকরির সন্ধানে নামবে বিশেষভাবে তাদের জন্য। শতকরা ৫৬টি চাকরি যদি নির্দিষ্ট কয়েকটি গোষ্ঠীই নিয়ে নেয়, তাহলে অন্যদের জন্য পাওয়ার সুযোগ আর কতটা থাকে?

কর্মজীবনে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত তরুণ কী চায়? কাজ চায়। কিন্তু কাজ তো নেই। উন্নতি হচ্ছে। বড় বড় অবকাঠামোর কথা শোনা যায়, দেখাও যায়, কিন্তু কর্মের সংস্থান কোথায়? এবারের আন্দোলনে 'ভুয়া' শব্দটা বেশ ভালোভাবে শোনা গেছে। শুরু করেছিলেন সরকারি দলের সর্বাধিক সরব এবং সর্বাগ্রগণ্য মুখপাত্রটিই। বিরোধী দলকে ভুয়া বলেছিলেন তিনি; শব্দটি ফেরত এসে তাঁকেই প্রায় ধরাশায়ী করে ফেলেছিল যখন নিজের দলের নেতাকর্মীরা তাঁকেই এবং তাঁর আশপাশের কয়েকজনকেও 'ভুয়া' বলে হাঁক ছাড়ল। কোটা সংস্কার ছাত্র আন্দোলনকেও সরকারের অদম্য ওই মুখপাত্রটি ভুয়া বলেছিলেন; ভেবেছিলেন এটি একটি 'খেলা', যে কথাটাও তাঁর প্রিয়। এর আগে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রাজপথে খেলতে ডেকেছিলেন বিরোধী দলকে। তিনি ভেবেছিলেন ওই দুই অভিধা ছাত্রদের আন্দোলনের বেলায়ও খেটে যাবে। বিরোধী দল বিএনপিকে হামলা, মামলা, জেল দিয়ে এবং পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে যেভাবে শায়েস্তা করেছিলেন একই কৌশল ছাত্র দমনেও কাজে লাগবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল আন্দোলনটি ভুয়াও নয়, খেলাও নয়; নির্ভীক লড়াকু সংগ্রাম বটে। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর ওই মুখপাত্র দম্ভ ভরে বলেছিলেন, ছাত্রদের শীতল করতে তাদের ছাত্রসংগঠন, ছাত্রলীগই যথেষ্ট। অর্থাৎ বিএনপিকে ছত্রভঙ্গ করতে যত দূর যাওয়াটা দরকার পড়েছিল ততটাও যেতে হবে না; পুলিশ লাগবে না, প্রিয় ছাত্ররাই কাজটি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে; আন্দোলনকারীরা প্রথমে ভয়ে বরফ হয়ে যাবে, পরে গর্জনের উত্তাপে গলে পানিতে রূপান্তরিত হবে। ছাত্রলীগকে শাসকদলের সশব্দ পিঠ-চাপড়ানো বিফলে যায়নি, তারা লাঠিসোঁটা, হকিস্টিক, রামদা, তলোয়ার ইত্যাদি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যুবলীগও বসে থাকেনি। স্বেচ্ছাসেবক লীগও উপস্থিতি জানিয়েছে। আওয়ামী লীগ তো ছিলই। দু-চারজন তো বন্দুকই উঁচিয়ে রেখেছিল, প্রয়োজনে কাজে লাগাবে বলে। পুলিশকে সামনে রেখে আওয়ামীপন্থীরা পেছন থেকে গুলি যে ছোড়েনি এমনও নয়। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। ছাত্রলীগ পারল না। তাদের দলের সবাই যে এসেছে তা অবশ্য নয়; পিটুনির হাত থেকে গা বাঁচাতে মিছিল ও সমাবেশে যারা আসত তাদের অনেকেই আসেনি।

পদত্যাগকারী 'লৌহমানবী' প্রধানমন্ত্রী চেয়েছিলেন শাসকদের পুরাতন 'ভাগ করো ও শাসন করো' নীতি প্রয়োগ করতে, মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারের বহুল ব্যবহৃত বিভাজনটা নতুন করে সামনে নিয়ে আসতে। এক বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে তিনি যখন আন্দোলনকারীদের প্রকারান্তরে রাজাকারের নাতি-পুতি বলে ফেললেন তখন তারুণ্য আর বাঁধ মানেনি, মধ্যরাতেই শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে এসেছে। ছাত্রীরাও আওয়াজ তুলেছে আবাসিক হল-হোস্টেলে : 'চাইতে এলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার; কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার।' আর এই যে মধ্যরাতে শত শত ছেলেমেয়ে সাহস করে সরবে বের হয়ে এলো তার কারণ শুধু যে কোটা সংস্কারের ব্যাপারে তাদের অঙ্গীকার তা নয়, প্রধান কারণ তরুণের অন্যায়বিরোধী বিদ্রোহী-চেতনা। রাষ্ট্রের শাসকরা মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। তরুণ দেখেছে। তরুণদের জন্য সবচেয়ে বড় অত্যাচারটা ছিল অপমান। তরুণরা অপমানিত হচ্ছিল। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা তাদের পদে পদে অপমানিত করত। দমিয়ে দাবিয়ে রাখত। অনবরত ভয় দেখাত। বস্তুত ভয়ের একটি সর্বগ্রাসী সংস্কৃতিই তারা গড়ে তুলেছিল। রাজাকার বলে গাল পাড়ার ঘটনা তরুণদের আত্মসম্মানবোধের তপ্ত বারুদের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারুণ্য ভয়ের সংস্কৃতির নিষেধাজ্ঞা ভেঙে ফেলেছে। এটা সেই তারুণ্য, যাকে দেখা গিয়েছিল রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদের মধ্যে, বুক পেতে যে দাঁড়িয়েছে পুলিশের সামনে। ওই তারুণ্য আমরা শহীদ নূর হোসেনের বুকে দেখেছি, দেখেছি শহীদ ডা. মিলনের ভেতরে। উনসত্তরে দেখতে পেয়েছিলাম শহীদ আসাদ ও শহীদ অধ্যাপক শামসুজ্জোহার মধ্যে। শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রীর নামের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর স্বৈরাচারী আচরণ। বলা হয়নি হাসিনা তুই কবে যাবি, বলা হয়েছে 'স্বৈরাচার তুই কবে যাবি।' হাসিনার সবচেয়ে বড় অপরাধ ফ্যাসিবাদী নিপীড়ন। হাসিনা ছিলেন ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থারই প্রতিনিধি। আন্দোলন কোটা বিরোধিতায় সীমিত থাকেনি, হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বৈরাচারবিরোধী। সরকারি চাকরিতে কোটাপ্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার নামও বদলে গিয়েছিল, বিবর্তিত হয়ে নাম নিয়েছিল 'বৈষম্যবিরোধী' আন্দোলনের।

উপমহাদেশে শান্তি এবং অর্থনৈতিক স্থিরতা

জয়ন্ত ঘোষাল

আভারুদু হলো সিংহলিদের নববর্ষ। সেদিন কলম্বোর রাজপথে আনন্দের উৎসব দেখা যায়নি, শুধু দেখা গেছে বিক্ষোভ আর বিক্ষোভ।

উৎসবের বদলে স্লোগান উঠেছে 'গোতা গো হোম'। এটা ইংরেজিতে ছন্দ করে হাজার হাজার মানুষ স্লোগান দিচ্ছে 'গোতা গো হোম'। তামিল ও সিংহলি ভার্সনেও দেখা যাচ্ছে পোস্টার-ব্যানার। মানে একটাই। তিনটি ভাষায় যা বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে এই দ্বীপ-রাষ্ট্রের দাবি একটাই, 'প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে ইস্তফা দাও'। এই গোতাবায়া হলো গোতা। এত বড় বিক্ষোভ গত কয়েক দশকে শ্রীলঙ্কার মানুষ দেখেনি। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন শ্রীলঙ্কায় হলো। অর্থনৈতিক সংকট ডেকে নিয়ে এলো মারাত্মক রাজনৈতিক পরিবর্তন। নতুন সরকার কি পরিস্থিতিটা বদলে দিতে পারবে? কাজটা সোজা নয়। মানুষ সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়েছিল তদানীন্তন সরকারের ওপর থেকে। ১২ এপ্রিলের কথা। শ্রীলঙ্কা একটা সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল। হালের ইতিহাসে এমন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কোনো রাষ্ট্রে নেওয়া হয়েছে বলে শোনা যায়নি। বলা হলো যে সব আন্তর্জাতিক ঋণের পেমেন্ট রাষ্ট্র করবে না যত দিন না পর্যন্ত দেশের অর্থনীতির উন্নতি হয়। রীতিমতো অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে বিবৃতি জারি করে বলা হলোড়

'It shall therefore be the policz of the Sri Lankan Government to suspend normal debt servicing...For and interim period pending an orderlz and consensual restructuring of those obligations in a matter consistent with economic adjustment program supported bz the IMF .' আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কী প্রতিক্রিয়া সে তো বোঝাই যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কার মোট বিদেশি ঋণ দাঁড়াল ৫১ বিলিয়ন ডলার। সাংঘাতিক! এই পরিস্থিতিতে এই কাহিনি শুধু শ্রীলঙ্কার কাহিনি নয়, সমগ্র উপমহাদেশে একের পর এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়।

নেপালের অবস্থা কি ভালো? নেপালের অর্থমন্ত্রী জনার্দন শর্মা বলেছেন, আর যাই হোক আমাদের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো অতটা খারাপ নয়। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে এখন তুলনা করতে হচ্ছে সবাইকে। তিনি বলেছেন, আমাদের জাতীয় ঋণ অন্য রাষ্ট্রগুলোর থেকে তুলনামূলক কম। নেপালের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় কমে গেছে। ফেব্রুয়ারির শেষে দাঁড়িয়েছে ৯.৭৫ বিলিয়ন ডলার। জুলাইয়ের শেষে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির এই বছর থেকে জুলাইয়ের শেষে তার শতকরা ৬ ভাগ নিচে নেমেছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বলেছে যে এপ্রিল মাসে নেপালের ঋণ বেড়ে গিয়ে ৪০.১ শতাংশ হয়েছে। যেটা ২০১৬ থেকে ২০১৯-এ ছিল ২৫.১ শতাংশ। সুতরাং নেপালের অবস্থা ভালো সেটাই বা বলি কী করে? ১৫ এপ্রিল কাঠমাণ্ডুতে একজন নেপালি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার তাঁর পরিবার নিয়ে ছবি তুলে বলেছেন, 'আমি কাতারে চললাম, জানি না সেখানে কী হবে? কিন্তু এখানে আমার থাকা সম্ভব নয়।' সেই ছবি ত্রিভুবন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে ফেসবুকের মাধ্যমে গেছে।

পাকিস্তানের কথা তো বলাই বাহুল্য। ইমরান খানকে বিদায় নিতে হলো। সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইমরান খানের যে দ্বৈরথ দেখা দিল, আগে যেটা ছিল আমেরিকা প্লাস পাকিস্তান, এখন সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে চীন প্লাস পাকিস্তান। দেশ-বিদেশের অর্থনীতিবিদরা বলছেন, চূড়ান্ত আর্থিক বিপর্যয় পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ডেকে আনতে অনুঘটকের কাজ করেছে। সেই কার্ল মার্ক্সে পুরনো তথ্য, 'অর্থনীতি হলো বৃত্তি, আর রাজনীতি এবং সংস্কৃতি হলো তার পরিকাঠামো। অর্থনীতিতে যদি বিসমিল্লাহয় গলদ হয় তখন পরিকাঠামো ধরে রাখা খুব কঠিন।'

শ্রীলঙ্কা ও নেপালের মতো কিংবা তার চেয়েও আরো খারাপ অবস্থা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তানের। ইমরান খানের ক্ষমতার সময়সীমা মার্চ মাসে শেষ হওয়ার কথা ছিল না। সেটা এভাবে মার্চ মাসে শেষ হয়ে যাওয়াও কিন্তু ছায়া ফেলেছে। পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আবার আশা দেখাচ্ছেন। বলছেন, আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো করা হবে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের স্ট্র্যাকচারিং হবে। অর্থনীতির উন্নতি যদি না হয়, তাহলে প্রতিরক্ষার বাজেটেও টান পড়বে। প্রতিরক্ষা খাতেও শক্তিশালী হতে গেলে অর্থনীতিকে জোরদার হতে হয়। সুতরাং সব মিলিয়ে একের পর এক প্রতিকূল পরিস্থিতি।

এবার আসা যাক মালদ্বীপের কথায়। মালদ্বীপও এমন একটা দেশ, যেখানে অজস্র দ্বীপ। আর সেই দ্বীপে পরিবেশ যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনি ধর্মীয় মৌলবাদের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও সংঘর্ষও আরেকটা বড় ফ্যাক্টর। স্বভাবতই মালদ্বীপের এই ঘটনা ভারতের ওপর কালো ছায়া ফেলেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, পরিবেশ একটা মস্তবড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিদিনের মানুষের কাছে। ফাউন্ডেশন ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ বলছে, এক হাজার ৪০০ জঙ্গি মালদ্বীপে ২০১৯-এর ডিসেম্বরের তথ্য অনুযায়ী যারা বাইরে থেকে এসেছে, যারা আইএস বা ইসলামিক স্টেটের ছাতার তলায় কাজ করে তারা মালদ্বীপের সক্রিয় ৪২৩ জন, তারা ইরাক ও সিরিয়ায় ওয়ার জোনে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। ১৭৩ জন মালদ্বীপে পৌঁছে গেছে। মালদ্বীপের মানুষের মধ্যে এরা বিপুলভাবে প্রবেশ করেছে। কী সাংঘাতিক কাণ্ড!

একদিকে মালদ্বীপের অর্থনৈতিক সংকট আর তার মধ্যে ইসলামিক মৌলবাদ। এত দিন অভিযোগ করা হতো যে বাংলাদেশের জমি কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান ও ইসলামিক মৌলবাদী শক্তি ভারতবিরোধী কাজ করছে। আর আজ সরাসরি মালদ্বীপে দেখতে পাচ্ছি ভারতবিরোধী স্লোগান। একজন ভারতীয় চিকিৎসককে সম্প্রতি ট্যাঙি থেকে তুলে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এর পেছনেও মৌলবাদী শক্তি কাজ করেছে। যাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনা বিপুলভাবে প্রচারিত হয় যে মালদ্বীপের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মন্ত্রী ইজমাইল সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ভারতীয় নাগরিক মালদ্বীপে থাকে, তাদের ওপর বড় ধরনের হিংসার আশঙ্কা রয়েছে। এই বিপদ আছে বলেই এদিক থেকে ভারতের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রায় ২০০ জন আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কোনো লোক মালদ্বীপের সরকারের অপশাসনের মধ্যে নেই।

সুতরাং মালদ্বীপের ইয়ামিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের আক্রমণ ভারত বিরোধিতায় একটা চূড়ান্ত জায়গায় গেছে। আবার ভারতের মধ্যে সংখ্যালঘু সমাজের নিরাপত্তার অভাব বোধ হচ্ছে বলে যে রিপোর্ট আসছে, তাদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে, এর ফলে আজ ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট মালদ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত সংখ্যালঘু ইস্যুতে মালদ্বীপে ইসলামিক মৌলবাদ বাড়তে শুরু করেছে। ভারত যে পরিস্থিতিটা জানে না, তা নয়। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা, যিনি কয়েক দিন আগেও পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন, তিনি সাউথ ব্লকের যুগ্ম সচিব হিসেবেও মালদ্বীপের সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন সেই সময়। কেননা এখানকার অনেক পরিবার আছে, যারা মালদ্বীপে একটা মিশ্র জনবসতি, যেখানে মালদ্বীপ ও ভারতের সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। এখন এই আর্থিক পরিস্থিতিতে মুসলিমবিরোধী আক্রমণ যেগুলো ভারতে হচ্ছে, সেগুলো প্রশমিত করার জন্য ভারত সরকার যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছে।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

MAC to help reduce net migration

Staff reporter : Following on from Home Secretary's speech to the Labour Party conference yesterday promising a 'serious' approach to immigration, the Home Office has issued a press release with brief details of further measures intended to reduce net migration.

The Migration Advisory Committee (MAC) will now be tasked with monitoring and identifying key sectors of the economy experiencing skills shortages that have resulted in large increases in overseas recruitment. MAC will produce an annual assessment for ministers in order to guide policy decisions.

The Home Office says the MAC's new assessment will be used to assist industries in promptly addressing skills shortages and encouraging a reduction in the reliance on overseas workers by focusing on training and development for domestic workers.

In addition, the Home Office announced stricter rules on visa sponsorship for migrant workers will be introduced, with new restrictions to prevent employers who violate employment laws from recruiting overseas workers.

The Government says it wants to ensure that international recruitment is no longer the default option for employers addressing skills shortages and that immigration is not used as a substitute for investing in domestic training and skills development.

In August, the Home Secretary commissioned the MAC to review the IT and engineering sectors' reliance on migrant workers, as both sectors have been among those most reliant on recruiting from overseas.

Among the questions posed to the MAC, Yvette Cooper asked what policy levers within the immigration system could be used more effectively to incentivise sectors to focus on recruiting from the domestic workforce.

Cooper said in her letter to the MAC: "We recognise and remain very grateful for the contribution that people from all over the world make to our economy and our public services but the system needs to be managed and controlled. The current high levels of international recruitment reflect weaknesses in the labour market including persistent skills shortages in the UK."

The Prime Minister echoed a similar desire to reduce the UK's reliance on overseas recruitment in his speech to the Labour Party conference yesterday, saying: "It is – as point of fact – the policy of this Government to reduce both net migration and our economic dependency upon it. I have never thought we should be relaxed about some sectors importing labour when there are millions of young people, ambitious and highly talented, who are desperate to work and contribute to their community."

In an opinion piece in the Guardian earlier this month, Professor Jonathan Portes of King's College London argued that the historically high levels of migration seen over the last 25 years now seem inevitable. Portes pointed out that France and Germany have a nearly identical percentage of foreign-born populations compared to the UK, indicating that economic and demographic forces are at play rather than solely immigration policy.

"The native-born labour force is already shrinking in almost all advanced economies … Without immigration, the numbers of people paying tax will shrink just as the numbers needing state support in later life are growing. It's not a sustainable mix," Portes wrote.

Portes says the government should recognise that the UK's relative attractiveness to migrants is a "huge comparative advantage, not a problem" and a "source of hope and optimism, not fear". To alleviate societal tensions, however, Professor Portes called for integration to be taken seriously again, including funding English classes for new arrivals, and moving recognised refugees out of hotels and into jobs as swiftly as possible.

Home Secretary contrasts Labour's 'serious' approach to immigration with Tory 'chaos' and 'gimmicks'

Yvette Cooper today delivered the first party conference speech by a Labour Home Secretary in 15 years.

Labour Party logoSpeaking at the conference in Liverpool, Cooper briefly laid out Labour's vision for a "serious" approach to immigration and asylum, contrasting it sharply with what she called the "chaos" and "gimmicks" of the former Conservative government.

The Home Secretary emphasised the need for a comprehensive and sustainable strategy to bring down net migration and reform the asylum system, accusing the Conservatives of failing on both fronts.

To tackle small boat crossings in the Channel, Cooper said Labour was focused on boosting border security and working closely with other countries rather than "standing on the shoreline shouting at the sea".

The full section on immigration and asylum from the Home Secretary's speech is below:

"Nor will we let disorder and violence silence a serious debate on immigration—something that's been missing for too long amid the chaos, the gimmicks, and the damaging, ramped-up rhetoric.

"A serious government sees that net migration has trebled because overseas recruitment has soared while training has been cut right back, and says net migration must come down as we properly train young people here in the UK.

"A serious government sees an asylum system in chaos and says we have to clear the backlog and end asylum hotels.

"And a serious government looks at the criminal gangs who are profiting from undermining our border security, while women and children are crushed to death in crowded, flimsy small boats, and says the gangs have got away with it for too long. We will not stand for this vile trade in human lives.

"A serious government knows that immigration is important, and that is why it needs to be properly managed and controlled so the system is fair, so rules are properly respected and enforced, but we never again see a shameful repeat of the Windrush scandal that let British citizens down.

"So, in three months, we set up the Border Security Command, launched new investment in covert operations, high-tech investigations to go after the gangs with proper enforcement and returns.

"And instead of spending £700 million employing a thousand people to send four volunteers to Rwanda, we are boosting our border security instead. Because the best way to do that is to work with countries on the other side of our borders, not to just stand on the shoreline shouting at the sea."

Preserving the Impartial Spirit of Bangladesh's Revolutionary Student Movement

By Shofi Ahmed

The recent student protests in Bangladesh have captured the attention of the nation and the world alike. What began as a demand for improved road safety swiftly evolved into a broader call for accountability and reform, sparking hope for positive change. At the heart of this remarkable movement were impartial students from diverse backgrounds, united in their pursuit of a common cause.

As the dust settles on the demonstrations, efforts to claim ownership of this grassroots initiative by partisan groups risk undermining its very essence. The Jamaat-e-Islami's student wing, Islami Chhatra Shibir, has been vocal in some TV shows asserting its role in organising and leading the protests. However, such claims disregard the unwavering commitment of the students to remain independent and impartial, transcending political and ideological boundaries.

The strength of this movement lay in its organic nature and the students' ability to unite across societal divides. Pupils from various educational institutions, including Madrasahs and general colleges, as well as supporters of different political parties like the Bangladesh Nationalist Party (BNP), participated in the demonstrations. This diverse representation underscored the widespread frustration with the state of road safety and the desire for change that cut across partisan affiliations.

What made this movement truly remarkable was the exceptional leadership and organisational skills displayed by the impartial students at its helm. They mobilised support through social media and coordinated seamless protests, articulating their demands with clarity and conviction. Their commitment to non-violence and adherence to the rule of law garnered widespread respect and admiration from the public.

Crucially, the students adamantly rejected any attempts by political parties or organisations to hijack or co-opt their movement. They understood that aligning themselves with specific groups would undermine the integrity and credibility of their demands, which were rooted in the shared concerns of all Bangladeshis, irrespective of their political or religious leanings.

By resisting the temptation to align with partisan affiliations, the students demonstrated their dedication to representing the interests of the entire nation. This principled stance ensured that the movement's objectives remain untainted by political agendas, amplifying the collective voice of the people.

As the nation reflects on the lessons learned from this remarkable display of student activism, it is crucial to acknowledge and celebrate the impartial spirit that fuelled the movement's success. The students' commitment to unity and collective action, rooted in shared values and concerns, has set an example for future generations and shown that grassroots mobilisation can be a powerful force for positive change.

While various groups may attempt to claim credit for the movement's achievements, it is essential to recognise and honour the impartial students who were at its helm. Their unwavering determination and principled stance against partisan affiliations have ensured that the movement's demands and objectives remain untainted, representing the collective aspirations of the Bangladeshi people.

The government must take heed of the students' calls and implement comprehensive measures to address the underlying issues that sparked this revolutionary effort. Failing to do so would be a disservice to the sacrifices made by the students and the hopes of the nation. It is incumbent upon all stakeholders to respect and uphold the impartial spirit that defined this movement, safeguarding its integrity and ensuring that its impact resonates across generations.

As Bangladesh navigates the path forward, preserving the impartial spirit of this student movement is paramount. It serves as a powerful reminder that collective action, rooted in shared values and concerns, can transcend divisive ideologies and bring about meaningful change. By celebrating and protecting this spirit, the nation can harness the transformative potential of its youth and pave the way for a brighter, more accountable future.

The Jamaat-e-Islami's student wing, Islami Chhatra Shibir, has been vocal in some TV shows asserting its role in organising and leading the protests. However, such claims disregard the unwavering commitment of the students to remain independent and impartial, transcending political and ideological boundaries.

Tower Hamlets joins national initiative to bring life-saving heart checks to workplaces

Workplaces in Tower Hamlets are being invited to register their interest in a free health check for their employees, as part of a new government-funded cardiovascular disease (CVD) workplace health check pilot.

Tower Hamlets Council is one of 48 local authorities taking part in the multi-million-pound programme, which will see CVD health checks being delivered in workplace settings up until 31 March 2025.

Approximately one in three heart attacks and one in four strokes occur in people of working age, many of whom struggle to return to work. By bringing health checks to the workplace, this pilot aims to identify those at risk earlier and provide timely interventions that could save lives.

The scheme also hopes to tackle the economic impact of CVD, which is estimated to cost the UK economy around £25 billion each year.

In Tower Hamlets, the CVD workplace health check will cover a blood pressure check, as well as smoking status, BMI, and alcohol risk. Measuring and providing support in these areas routinely can help to prevent ill health.

Cllr Gulam Kibria Choudhury, Cabinet Member for Health, Wellbeing and Social Care, said:

"We are thrilled to be part of this critical initiative, bringing life-saving health checks directly to people where they work.

"Making these checks more accessible and convenient is a proactive step towards reducing the risk of heart disease, stroke and other serious health conditions, so we can empower our community to live longer, healthier lives."

The CVD workplace health check programme will have a focus on reaching groups less likely to access traditional NHS Health Checks, such as men, younger people, and those from more deprived communities.

In Tower Hamlets, around 50 per cent of high blood pressure cases remain undetected, and type 2 diabetes and hypertension are the most common long-term health conditions in the borough.

Every year, the NHS Health Check programme engages over 1.3 million people in England, and prevents an estimated 300 premature deaths. However, many people are not completing these checks.

The CVD workplace health checks pilot will make it easier for people to access effective treatment or take preventative action so they can stay healthier for longer.

For more information on how your workplace can get involved in the CVD workplace health check pilot, visit https://www.towerhamlets.gov.uk/healthyworkplaces

UK Bangladesh T10 Cricket Crown For Royal Tigers

By Emdad Rahman : Royal Tigers Cricket Club have become champions of the first UK Bangladesh T10 cricket tournament.

Seven Kings Park played host to ten teams with each squad delivering quality cricket over the course of the day.

With the community and travelling supporters turning up to enjoy a feast of cricket, proceedings ended with a gripping final

featuring Roding Valley and Royal Tigers.

Royal Tigers saw off ABM Moulvibazar in the last four before defeating Roding Valley by 19 runs in the final.

After receiving the trophy from Jakir Ahmed, Secretary of Osmaninagar Sporing Association, Tigers captain Muhibur Rahman Jony thanked volunteers, management and guests for a memorable day, "We end the season with a special trophy and proud to be crowned champions of this prestigious community tournament.

"Our commiserations go to Roding Valley, who were tough opponents throughout. Thank you London Eagles Cricket Club for organising and managing a great day - We are looking forward to defending our crown in the next one."

Speaking after the tournament Sayfur Rahman, Salman Ahmed and Habibur Rahman Shiplu commented, "We expected this to be a good day, but it turned out to be a great one.

"Thank you to our friends and sponsors for the love shown and their confidence and backing which was crucial- We promise to improve and build on the success, unity and energy of a memorable day."

PARTICIPATING TEAMS:
A B M Moulvibazar
Mighty Tigers
Royal Tigers
Roding Valley
MCC Moulvibazar Cricket Club
East London Titans

MVP: Raju Ahmed
Best bowling performance: Qazi Shanto
Man of the final: Qazi Shanto
Man of the Series : Halim Biplob

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

Year: 21 ◆ Issue: 1029 ◆ Friday 27 September - Thursday 03 October 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডা: জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

সংস্কার নিয়ে ঐকমত্য ও ভোটার তালিকা হলে নির্বাচনের তারিখ

পোস্ট ডেস্ক: সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত ও ভোটার তালিকা তৈরি হলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভার সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেছেন তিনি। নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (বাংলাদেশ সময় বুধবার) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের এক ফাঁকে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

বাসস জানায়, বৈঠকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস নির্বাচন, বেসামরিক প্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন ও সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সুপারিশ করার জন্য তাঁর অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত ছয়টি কমিশন সম্পর্কে কথা বলেন। তিনি বলেন, কমিশনের সুপারিশ নিয়ে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে। সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত ও ভোটার তালিকা তৈরি হলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে।

রাজনৈতিক দলগুলোও নির্বাচনের সময় ও সংস্কার প্রশ্নে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে আলোচনা চাইছে। তবে বিএনপিসহ বিভিন্ন দল সংস্কারের প্রস্তাব তৈরির আগেই এই আলোচনা চেয়েছিল। বিএনপি নির্বাচনী রোডম্যাপ তৈরির তাগিদও দিয়ে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন নিয়ে সরকারের অবস্থান জানালেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বিএনপির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একজন নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, সংস্কার শেষ করে তারপর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে, সেটাই প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে এসেছে। কিন্তু সংস্কার কতটা করা হবে, সে বিষয়েই দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকে বলছেন, একদিকে সংস্কার চাওয়া হচ্ছে, একই সঙ্গে দ্রুত নির্বাচনের চাপ দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতি সরকারের ওপর একটা চাপ তৈরি করছে।

নির্বাচন-সম্পর্কিত সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার প্রথম আলোকে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সরকার সংস্কার ও নির্বাচন তারিখ ঠিক করবে, সেটাই প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে প্রতীয়মান হয়েছে।

সংস্কারে সহায়তার প্রতিশ্রুতি

আইএমএফের প্রধান নির্বাহী সংস্কারের উদ্যোগে সমর্থন জানিয়ে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। --১৭ পৃষ্ঠায়

২৯ সেপ্টেম্বর ইউবিএম বিজনেস এন্ড অন্ট্রাপ্রেনার এক্সপো ২০২৪

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্যে UK Bangla Marketplace. বা ইউবিএম এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইউবিএম বিজনেস এন্ড এন্ট্রোপ্রোনার এক্সপো ২০২৪।

বিজনেস এন্ড অন্ট্রারপ্রেনার এক্সপোকে সামনে রেখে টইগ টিম এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

সোমবার, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ইউকে বাংলা মার্কেটপ্লেস এর সিইও আকরামুল হুসাইন সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর মে ফেয়ার ভেন্যুতে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত তরুন উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ বিশেষ আয়োজন নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে ইউবিএম বিজনেস এন্ড এন্ট্রোপ্রোনার এক্সপো ২০২৪।যেখানে বিনামূল্যে থাকছে সকলের --১৭ পৃষ্ঠায়

জি এম কাদের বললেন

শেখ হাসিনার দেশত্যাগ আল্লাহর রহমত

পোস্ট ডেস্ক: ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার দেশত্যাগকে আল্লাহর রহমত বলে আখ্যা দিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। তিনি বলেন, 'ছাত্র-জনতা গুলির সামনে বুক পেতে স্বৈরাচার হাসিনার পতন ঘটিয়েছে।'

মঙ্গলবার রাজধানীর বনানীতে দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় মোটর শ্রমিক পার্টির মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। জি এম কাদের বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এত বড় আন্দোলনের নজির নেই। এত নির্যাতন আর হত্যাযজ্ঞের ইতিহাসও নেই। আমাদের বীর সন্তানরা জীবন দিয়ে স্বৈরাচারের পতন নিশ্চিত করেছে, যা আমরা পারিনি। শেখ হাসিনার পতন না হলে একদলীয় ব্যবস্থা কায়েম হতো।

২০০৮ সাল থেকে সব নির্বাচন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতায় অংশ নিয়েছে --১৭ পৃষ্ঠায়

সুষ্ঠু নির্বাচন করতে বেশি সময় লাগার কথা নয়

পোস্ট ডেস্ক: নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন করতে বেশি সময় লাগার কথা নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পল্লী চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশনের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, সংবিধানকে তারা (আওয়ামী লীগ) কেটে নিজেদের মতো করে একটা মুড়ির ঠোঙা বানিয়েছিল। --১৭ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটস ব্যবসার জন্য উন্মুক্তঃ চালু হলো ৪টি প্রকল্প

স্টাফ রিপোর্টার : টাওয়ার হ্যামলেটস বারর স্থানীয় উদ্যোক্তাদের তাদের ব্যবসায়িক আকাঙ্খা অর্জনে সহায়তা করার জন্য চারটি প্রকল্প চালু করেছে কাউন্সিল।

কোন বাসিন্দার দুর্দান্ত ব্যবসায়িক ধারণা থাকলেও কীভাবে শুরু করবেন তা নিশ্চিত নন, বা তারা ইতিমধ্যে একটি ব্যবসা চালাচ্ছেন এবং বৃদ্ধির সুযোগগুলি অন্বেষণ করতে চান, সেই সব ক্ষেত্রে এই প্রকল্পসমূহ স্থানীয় ব্যবসাগুলিকে উন্নত --১৭ পৃষ্ঠায়

মাইগ্রেশন কমাতে চায় সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : মাইগ্রেশন কমাতে সাহায্য করার জন্য অভিবাসী-নির্ভর সেক্টরগুলির বার্ষিক মূল্যায়ন গতকাল লেবার পার্টির সম্মেলনে স্বরাষ্ট্র সচিবের বক্তৃতা থেকে অভিবাসন নিয়ে 'গুরুতর' পদ্ধতির প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর, হোম অফিস নেট মাইগ্রেশন কমানোর উদ্দেশ্যে আরও পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

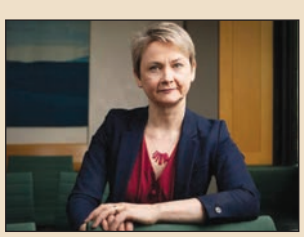

হোম অফিস বলেছে যে ম্যাক এর নতুন মূল্যায়ন শিল্পগুলিকে দক্ষতার ঘাটতি দ্রুত মোকাবেলা করতে এবং গৃহকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিদেশী কর্মীদের উপর নির্ভরতা হ্রাসে উৎসাহিত করার জন্য ব্যবহার করা হবে।

মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজরি কমিটি -কে এখন অর্থনীতির মূল খাতগুলি পর্যবেক্ষণ ও চিহ্নিত করার দায়িত্ব দেওয়া হবে যা --১৭ পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গাদের জন্য নতুন অনুদানের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

পোস্ট ডেস্ক: মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা হিসেবে নতুন করে ১৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা হিসেবে নতুন করে ১৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, এই অনুদানের ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিবে স্টেট ডিপার্টমেন্টের পপুলেশন, রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেশন (পিআরএম) বিভাগ। বাকি ১২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে ইউএসএআইডি। সংস্থাটির দেওয়া অনুদানের ৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আসবে দেশটির কৃষি বিভাগ থেকে। এই বিভাগ দেশটির কৃষকদের কাছ থেকে রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্য কেনা, পরিবহন এবং বিতরণে সাহায্য করবে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সহায়তা রোহিঙ্গাদের সহিংসতা এবং নিপীড়ন থেকে বাঁচতে সহায়তা করবে উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এই অনুদান শরণার্থীদেরকে দ্রুত দেশে ফেরার জন্য প্রস্তুত করবে।

২০১৭ সালের আগস্ট থেকে এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য আড়াই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি আর্থিক অনুদান পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে দুই --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk